পূর্ণেন্দু পত্রীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	পৃষ্ঠা
হে সময়, অশ্বারোহী হও	হে সময় অশ্বারোহী হও	৮
হালুম	হে সময় অশ্বারোহী হও	৯
স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই	হে সময় অশ্বারোহী হও	১০
সেই সবও তুমি	হে সময় অশ্বারোহী হও	১১
সরোদ বাজাতে জানলে	হে সময় অশ্বারোহী হও	১২
যোগো	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৩
ময়ূর দিয়েছে	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৪
মাঝে মাঝে লোডশেডিং	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৫
ভাঙাভাঙি	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৬
বুকের মধ্যে বাহান্নটা আলমারি	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৭
প্রতিদ্বন্দ্বী! এসো যুদ্ধ হবে	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৮
প্রজাপতি ঢুকেছে ভিতরে	হে সময় অশ্বারোহী হও	১৯
নেলকাটার	হে সময় অশ্বারোহী হও	২০
দেরাদুন এক্সপ্রেস	হে সময় অশ্বারোহী হও	২১
জ্বর	হে সময় অশ্বারোহী হও	২২
জেনে রাখা ভালো	হে সময় অশ্বারোহী হও	২৪
গাছ অথবা সাপের গল্প	হে সময় অশ্বারোহী হও	২৫
কয়েকটি জরুরী ঘোষণা	হে সময় অশ্বারোহী হও	২৬
কোনো কোনো যুবক যুবতী	হে সময় অশ্বারোহী হও	২৭
কে তোমাকে চেনে?	হে সময় অশ্বারোহী হও	২৮
কবি	হে সময় অশ্বারোহী হও	২৯
এখনো	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩০
একমুঠো জোনাকী	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩১
একটি উজ্জ্বল ষাঁড়	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩২
উৎকৃষ্ট মানুষ	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩৩
আশ্বর্য	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩৪
আজ্ঞে হ্যাঁ	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩৬
আছি	হে সময় অশ্বারোহী হও	৩৭
৭নং শারদীয় উপন্যাস	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৩৮
স্বপ্নগুলি হ্যাঙ্গারে রয়েছে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৩৯

সোনার মেডেল	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪০
সাম্প্রতিক দিনকালগুলি	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪১
মানুষের কথা ভেবে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪৩
মানুষগুলো এবং	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪৪
মানুষ পেলে আর ইলিশমাছ খায় না	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪৫
বুঝলে রাধানাথ	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪৬
বসন্তকালেই	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪৮
বন্ধুদের প্রসঙ্গে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৪৯
প্রিয়- পাঠক- পাঠিকাগণ	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫০
তোমার মধ্যে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫১
তোমাদের প্রত্যাশা এবং পতাকা	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫২
ডাক্তারবাবু, আমার চশমাটা	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫৩
ছেঁড়া- খোঁড়া	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫৬
গোল অগ্নিকাণ্ড	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫৭
কেরোসিনে, কখনো ক্রন্দনে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫৮
কথা ছিল না	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৫৯
আমি আছি আমার শস্যে বীজে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬০
আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬১
আমরা	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬২
আত্মচরিত	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬৩
আগুনের কাছে আগে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬৪
অতিক্রম করে যাওয়া	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬৫
অক্ষরমালার কাছে	প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ	৬৬
হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৬৭
হিংসে করে	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৬৮
সোনার কলসী ভেঙে যায়	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৬৯
সূর্য ও সময়	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭০
সব দিয়েছেন	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭১
যখন তোমার ফুলবাগানে	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭২
বোধ	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭৫
বৃক্ষরোপণ	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭৫
বিষন্ন জাহাজ	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭৬
পান খাওয়ার গল্প	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭৭
পাখি বলে যায়	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৭৯

না	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮০
ধুপকাঠি বেচতে বেচতে	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮১
দেবতা আছেন	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮২
দিও	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৩
কে খেয়েছে চাঁদ	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৪
কাঠঠোকরা	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৫
ওলটপালট	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৬
এখন সবচেয়ে জরুরী	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৭
এই ডালে	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৮
আমিই কচ আমিই দেবযানী	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৮৯
আমারই ভুলে	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৯০
আকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে	আমিই কচ আমিই দেবযানী	৯১
হে প্রসিদ্ধ অমরতা	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯২
স্থির হয়ে বসে আছি	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯৩
সিঁড়ি	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯৫
শোকাভিভূত	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯৬
লাল নীল সবুজ	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯৭
রামকিঙ্কর	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯৮
যে টেলিফোন আসার কথা	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	৯৯
মানুষের কেউ কেউ	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০০
প্রশ্ন	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০১
পাওয়া না- পাওয়ার কানামাছি	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০২
নিজের মধ্যে	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০৩
তাজমহল ১৯৭৫	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০৪
জনৈক ক্ষিপ্তের উক্তি	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০৬
ক্রেমলিনে হঠাৎ বৃষ্টি	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০৭
কেবল আমি হাত বাড়ালেই	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০৮
কাকে দিয়ে যাব	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১০৯
আরশিতে সর্বদা এক উজ্জল রমণী	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১১০
আত্মচরিত ০১	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১১২
আত্মচরিত ০২	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১১৩
আত্মচরিত ০৩	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১১৪
আত্মচরিত ০৪	তুমি এলে সূর্যোদয় হয়	১১৮
সেই গল্পটা	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২২

রাত গাঢ় হলেই	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২৩
মাছটি আমার চাই	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২৪
মন কেমন করে	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২৫
বুকে লেবুপাতার বাগান	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২৬
বজ্র শব্দটাকে	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২৭
পোশাক- পরিচ্ছদ	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১২৮
নিসর্গ	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩০
দৈববাণী	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩১
দুঃখ দিয়েছিলে তুমি	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩৩
দু- পাল্লা জানালা	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩৪
দীপেন বললেই	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩৫
তোমার জন্যে, ও আমার প্রিয়া	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩৭
চেনা যায়	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৩৯
গাছপালাগুলো	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪০
গভীর ফাটল তবু	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪২
একি অমঙ্গল	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪৩
আসুন, ভাজা মৌরী খাই	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪৪
আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪৫
আগুনের খোলা ঝাঁপি	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪৭
অলৌকিক	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪৮
অনেক বছর পরে	আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা	১৪৯
সেই পদ্মপাতাখানি	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫০
শামসুর রাহমান, ৬০	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫১
যুদ্ধ	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫১
বিরুদ্ধাচরণ	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫২
পাহাড় গন্তব্য ছিল	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৩
নতুন শব্দ : সফদার হাসমি	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৪
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৫
তোমারই সঙ্গে	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৬
তোমার মুখের দিকে	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৭
গায়ত্রী মন্ত্রের আলো	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৮
গাছ	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৯
কোন্ কথা মন্ত্র হবে	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৫৯
কে?	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬০

করাত কেটে চলেছে	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬১
একটি দুটি তিনটি যুবক	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬২
আমি কি ধরিত্রীযোগ্য	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬৩
আত্মসমালোচনা	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬৪
আগুনে আঙুল রেখে	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬৫
অথচ	রক্তিম বিষয়ে আলোচনা	১৬৬
হে স্তন্যদায়িনী	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৬৭
সে আছে সৃজন সুখে	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৬৮
ভ্রমণ কাহিনী	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৬৯
বিশাখার প্রশ্নে শ্রীরাধা	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৭২
প্রশ্ন	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৭৫
পল এলুয়ার	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৭৬
ডাকাডাকি কেন?	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৭৮
গোলাপসুন্দরী পড়ে	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৭৯
কাঠের পায়ে সোনার নূপুর	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮০
কলকাতা	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮১
একটি মৃত্যুর শোকে	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮২
আমারই তো অক্ষমতা	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮৩
আমরা কথা বলি	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮৪
আত্মচরিত	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮৭
আগুনের ভেতর দিয়ে বাস- রুট	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৮৮
অষ্টাদশ শতকের মতো ঘুম	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৯১
অথচ তোমার মুখে আলো	গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল	১৯২
স্বরচিত নির্জনতা	শব্দের বিছানা	১৯৩
স্বপ্নের বিছানা	শব্দের বিছানা	১৯৪
স্বপ্নের অসুখ	শব্দের বিছানা	১৯৫
শিকড় এবং ডালপালা	শব্দের বিছানা	১৯৬
যূথী ও তার প্রেমিকেরা	শব্দের বিছানা	১৯৮
মাধবীর জন্যে	শব্দের বিছানা	১৯৯
বড়ে গোলাম	শব্দের বিছানা	২০১
বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি	শব্দের বিছানা	২০২
বিলাপ	শব্দের বিছানা	২০৩
বাকী থেকে যায়	শব্দের বিছানা	২০৪
প্রাচীন ভিক্ষুক	শব্দের বিছানা	২০৫

পরিণয় উপলক্ষে	শব্দের বিছানা	২০৬
নিষিদ্ধ ভালোবাসার তিন সাক্ষী	শব্দের বিছানা	২০৭
তোমার বিষাদগুলি	শব্দের বিছানা	২০৮
আশ্চর্য	শব্দের বিছানা	২১২
আবহমান ভগ্নী- ভ্রাতা	শব্দের বিছানা	২১৩
অনেককেই তো অনেক দিলে	শব্দের বিছানা	২১৪
বলো	বলো	২১৬
লোকসংগীত	এক মুঠো রোদ	২১৮
প্রার্থী	এক মুঠো রোদ	২২০
কী করে ভালোবাসবো	এক মুঠো রোদ	২২১
ওগো তুমি বলে দাও	এক মুঠো রোদ	২২২
অনির্বচনীয়	এক মুঠো রোদ	২২৪

BANGODARSHAN.COM

হে সময়, অশ্বারোহী হও

----হে সময় অশ্বারোহী হও

বিরক্ত নদীর মতো ভুরু কুঁচকে বসে আছে আমাদের কাল।
যাচ্ছি যাব, যাচ্ছি যাব এই গড়িমসি করে চূড়ো ভাঙা চাকা ভাঙা রথ
যে রকম ঘাড় গুজে ধুলোয় কাতর, সে রকমই শুয়ে বসে আছে।
খেয়াঘাটে পারাপার ভুলে- যাওয়া, নৌকার মতন, সময় এখন।

মনে হয় সময়ের পায়ে ফুটে গেছে দীর্ঘ পেরেক বা মনসার কাঁটা
ছিড়ে গেছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ কিংবা জুতোর গোড়ালি
মনে হয় তার সব কোটপ্যান্ট ধোবার ভাটিতে
হয়তো বা কোনও এক লোক্যাল ট্রেনের হু হু ভিড়ে
চুরি হয়ে গেছে পার্স, পার্সে ছিল অগ্রিম টিকিট।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে নিয়ে যাবে পাহাড়ের সোনালী চূড়োয়
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আকাশের সিথি থেকে সিদুরের টিপ এনে দেবে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে নক্ষত্রের ক্যামেরায় ছবি তুলে উপহার দেবে অ্যলবাম
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে কলকাতায় এন দেবে শঙ্খের সাগর।

প্রতিশ্রুতি যত্রতত্র ছড়াবার ছিটোবার কফ, থুতু, মলমুত্র নয়
প্রতিশ্রুতি লাল নীল পতাকার ব্যতিব্যস্ত ওড়াউড়ি নয়
প্রতিশ্রুতি প্রেসনোট, দৈববাণী, দেয়ালের লিপিচিত্র নয়।
প্রতিশ্রুতি শীতের চাদর
প্রতিশ্রুতি ভাঙা চালে খড়
প্রতিশ্রুতি সাদা ভাত, ভাতে দুধ, দুধে ঘন সর
প্রতিশ্রুতি চেতনার স্তরে স্তরে সপ্তসিন্ধুজলের মর্মর।

হে সময়, হে বিকলাঙ্গ বিভ্রান্ত সময়
কানা কুকুরের মতো এটো- কাটা ঘাঁটাঘাঁটি ভুলে
পৃথিবীর আয়নায় মুখ রেখে জামা জুতো পরে
সূর্যের বল্লম হাতে, একবার অশ্বারোহী হও।

BANGLATARSHAN.COM

হালুম ----হে সময় অশ্বারোহী হও

মাথায় মুকুটটা পরিয়ে দিতেই রাজা হয়ে গেলেন তিনি।
আর সিংহাসনে পাছা রেখেই হাঁক পাড়লেন
হালুম।
অমনি মন্ত্রীরা ছুটলো ঘুরঘুট্টি বনে হরিণের মাংস সেকতে
সেনাপতিরা ছুটলো খলখলে সমুদ্রে ফিস- ফ্রাইয়ের খোঁজে
কোতোয়ালরা ছুটলো হাটে- বাজারে যেখান থেকে যা আনা যায় উপড়ে
বরকন্দাজেরা ক্ষেত খামার লণ্ড ভণ্ড করে বানালো ফ্রুটস্যালাড।
রাজা সরলেন ব্রেক ফাস্ট।
তারপরেই সিং- দুয়ারে বেজে উঠলো সাত- মণ সোনার ঘন্টা।
এবার রাজদরবার।
আসমুদ্র- হিমাচলের ন্যাংটো, আধ- ন্যাংটো জন্তু- জানোয়ারের ঝাঁক
পিলপিলিয়ে জড়ো হল রাজ- চত্বরে।
মন্ত্রী জানালো, প্রভু!
জনতা হাজির। ওরা প্রসাদ পেতে চায় আপনার অমৃত ভাষণের।
অমনি উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে, ঈশানে, নৈঋতে,
গাছে, পাতায়, শিশিরে, শ্মশানে, ধুলোয়, ধোয়ায়, কুয়াশায়
আকাশে, বাতাসে, হাড়ে, মাসে, পেটে, পাঁজরে
গর্জন করে উঠলো, সাড়ে সাতশো অ্যামপ্লিফায়ার
– হালুম।

BANGODARSHAN.COM

স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই

----হে সময় অশ্বারোহী হও

তুমি বললে, রৌদ্র যাও, রৌদ্রে তো গেলাম
তুমি বললে, অগ্নিকুণ্ড জ্বালো, জ্বালালাম।
সমস্ত জমানো সুখ – তুমি বললে, বেচে দেওয়া ভালো
ডেকেছি নীলাম।
তবু আমি একা।
আমাকে করেছ তুমি একা।
একাকিত্বটুকুকেও ভেঙে চুরে শত টুকরো করে
বীজ বপনের মতো ছড়িয়ে দিয়েছ জলে- স্থলে।
তুমি বলেছিলে বলে সাজসজ্জা ছেড়েছি, ছুঁড়েছি।
যে অরণ্য দেখিয়েছ, তারই ডাল কেটেছি, খুঁড়েছি।
যখনই পেতেছ হাত দিয়েছি উপুড় করে প্রাণ
তবু আমি একা।
তবুও আমার কেউ নও তুমি
আমিও তোমার কেউ নই।
আমাদের অভ্যন্তরে স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই।

BANGODARSTAN.COM

সেই সবও তুমি ----হে সময় অশ্বারোহী হও

তোমাকেই দৃশ্য মনে হয়।
তোমার ভিতরে সব দৃশ্য ঢুকে গেছে।
কাচের আলমারি যেন, থাকে থাকে, পরতে পরতে
শরতের, হেমন্তের, বসন্তের শাড়ি গয়না দুল,
নদীর নবীন বাঁকা, বৃষ্টির নুপুর, জল, জলদ উদ্ভিদ।

সাঁচীস্তুপে, কোনারকে যায় যারা, গিয়ে ফিরে আসে
দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে ক্ষীর করা স্বাদ জিভে নিয়ে
তোমার ভিতরে সেই ভাস্কর্যেরও লাবণ্য রয়েছে।
কোন্‌খানে আছে?
চুলে না গ্রীবায়, নাকি স্তনে?

হাজারিবাগের গাঢ় জঙ্গলের গন্ধ পাই তোমার জঙ্ঘায়।
ভয়াবহ খাদ থেকে নাচের মাদল, বাঁশী ডাকে।
বহুদূর ভেসে যেতে যতখানি ঝর্ণাজল লাগে
তাও আছে, কোনখানে আছে?
চোখে, না চিবুকে?

দুমকায় তোমারই মতো একটি পাহাড়ী টিলা
মেঘের আয়নায় মুখ রেখে
খোঁপায় গুজছিল লাল গোধূলির ফুল।
তুমি কাল এমন তাকালে
মনে হলো বীরভুমের দিগন্তের দাউ দাউ পলাশ।
জয়পুরের জালি কাটা ঝুল- বারান্দার মতো সমৃদ্ধ খিলান,
তাও আছে। কোন্‌খানে আছে?
ভূরুতে, না ঠোঁটে?

জলপাইগুড়ির কোনো ছাদ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার
যতটুকু আলো, ওড়না, নীলরশ্মি
সেই সবও তুমি।

BANGLADARSHAN.COM

সরোদ বাজাতে জানলে

----হে সময় অশ্বারোহী হও

আমার এমন কিছু দুঃখ আছে যার নাম তিলক কামোদ
এমন কিছু স্মৃতি যা সিন্ধুভৈরবী
জয়জয়ন্তীর মতো বহু ক্ষত রয়ে গেছে ভিতর দেয়ালে
কিছু কিছু অভিমান
ইমনকল্যাণ।
সরোদ বাজাতে জানলে বড় ভালো হতো।
পুরুষ কিভাবে কাঁদে সেই শুধু জানে।

কার্পেটে সাজানো প্রিয় অন্তঃপুরে ঢুকে গেছে জল।
মুহুর্মুহু নৌকাডুবি, ভেসে যায় বিরুদ্ধ নোঙর।
পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমিকের সপ্তডিঙা ডুবেছে যেখানে
সেখানে নারীর মতো পদ্ম ফুটে থাকে।
জল হাসে, জল তার চুড়িপরা হাতে,
নর্তকীর মতো নেচে ঘুরে ঘুরে ঘাগরার ছোবলে
সব কিছু কেড়ে নেয়, কেড়ে নিয়ে ফের ভরে দেয়
বাসি হয়ে যাওয়া বুকে পদ্মগন্ধ, প্রকাশ্য উদ্যন।
এই অপরূপ ধ্বংস, মরচে- পড়া ঘরে দোরে চাঁপা এই চুনকাম
দরবারী কানাড়া এরই নাম?

সরোদ বাজাতে জানলে বড় ভালো হতো।
পুরুষ কীভাবে বাঁচে সেই শুধু জানে।

BANGODARSHAN.COM

যোগো ----হে সময় অশ্বারোহী হও

জলেও কি ট্রাম- বাস চলে?
জলেও কি আছে ছাপাখানা?
২৫শে বৈশাখ এলে জলের ভিতরে মাছ, নক্ষত্রের ঝাঁক
তারাও কি কবিতার খাতা খুলে বসে?
যোগো,
জলের ভিতরে গিয়ে কার কার কবিতা কুড়োলি?
নিজের খাটের চেয়ে শ্যাওলার বিছানা কি অধিক নরম?
তুই কি কলম ফেলে কেবল জলের ঢেউ দিয়ে
কবিতার ভূল- ভাল, পৃথিবীর ভূল- ভাল প্রুফ কেটে- কুটে
সারারাত জেগেছিলি জলে?
যোগো,
জলের ভিতরে দিয়ে কার কার কবিতা কুড়োলি?

BANGODARSHAN.COM

ময়ূর দিয়েছে ----হে সময় অশ্বারোহী হও

একটি ময়ুর তার পেখমের সবটুকু অভ্র ও আবীর দিয়েছে আমাকে।
একটি ময়ূর তার হৃদয়ের বিছানা বালিশে
মশারির টাঙানো খাটে, দরজায়, জানালায়, নীল আয়নায়
অতিথিশালার মতো যখন- তখন এসে ঘুমোবার, হেঁটে বেড়াবার
সুখটুকু, স্বাধীনতাটুকু
সোনার চাবির মতো হাতে তুলে দিয়েছে স্বেচ্ছায়।
এটোঁ কলাপাতা ঘেঁটে অকস্মাৎ জাফরাণের ঘ্রাণ পেয়ে গেলে
ভিখারীরা যে রকম পরিতৃপ্ত হয়,
সে রকমই সুখ পেয়ে হাঁসের মতন ডুবে আছি
হিমে- রোদে, জলে স্থলে, জয়ে পরাজয়ে।
মনে হয় নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছি নক্ষত্রলোকের।
কখন অজ্ঞাতসারে পকেটে কে পুরে দিয়ে গেছে ভিসা পাসপোর্ট
সব উড়োজাহাজের এয়ারপোর্টের
সমুদ্রের কিনারের সব কটি উচু মিনারের।
রেশমের, পশমের, মখমলের মতো শান্তি সঙ্গী হয়ে আছে।

একটি ময়ূর তার হৃদয়ের অপর্যাপ্ত অভ্র ও আবীরে
আমার গায়ের আঁশ, ক্ষয়, ক্ষতি, ক্ষত, অক্ষমতা
সব কিছু রাঙিয়ে দিয়েছে।

BANGODARPAN.COM

মাঝে মাঝে লোডশেডিং

---- হে সময় অশ্বারোহী হও

মাঝে মাঝে লোডশেডিং হোক।
আকাশে জ্বলুক শুধু ঈশ্বরের সাতকোটি চোখ
বাকী সব আলকাতরা মাখুক।
আমরা নিমগ্ন হয়ে নিজস্ব চশমায় আর দেখি না কিছুই
সকলে যা দেখে তাই দেখি।
আকাশের রঙ তাই হয়ে গেছে চিরকালে নীল।
বাতাস কি শাড়ি পরে কারো জানা নেই।

মাঝে মাঝে লোডশেডিং হোক।
সাদা মোমবাতি জ্বেলে
তোমাকে সম্পূর্ণ করে দেখি।
নারীকে বাহান্ন তীর্থ বলেছে শুনেছি এক কবি।
আমি তার গর্ভগৃহ, সরু সিড়ি, সোনার আসন
চন্দনবটিতে থাকে কতটা চন্দন
দেখে গুনে গুনে মেপে দেখে
তবেই পাতাবো মৌরীফুল।

BANGODARSHAN.COM

ভাঙাভাঙি ----হে সময় অশ্বারোহী হও

সে এসে সমস্ত ভেঙে দিয়ে গেল
বিকেল বেলায়।
ইটের পাঁজার মতো থরে থরে সাজানো সুখের
সাঁচীস্তূপ ভেঙে দিয়ে গেল।
বুকের নিভৃত কোণে স্থাপত্যের এবং স্থিতির
কোনারক ভেঙে দিয়ে গেল।
চুরমার শব্দে পাখি উড়ে গেল বৃক্ষলতা ছেড়ে
নদী মুখ লুকোলো বালিতে।

এত ভাঙাভাঙি
এত টুকরো টুকরো কাঁচ, রক্তকণা
কুঁচি কুঁচি ছেঁড়া পাপড়ি, পেরেক, আলপিন
আমি একা কুড়োবো কি করে?

BANGODARSHAN.COM

বুকের মধ্যে বাহান্নটা আলমারি

- - - - হে সময় অশ্বারোহী হও

বুকের মধ্যে বাহান্নটা মেহগনি কাঠের আলমারি।
আমার যা কিছু প্রিয় জিনিস, সব সেইখানে।
সেই সব হাসি, যা আকাশময় সোনালী ডানার ওড়াওড়ি
সেই সব চোখ, যার নীল জলে কেবল ডুবে মরবার ঢেউ
সেই সব স্পর্ম, যা সুইচ টিপলে আলোর জ্বলে ওঠার মতো
সব ঐ আলমারির ভিতরে।

যে সব মেঘ গভীর রাতের দিকে যেতে যেতে ঝরে পড়েছে বনে
তাদের শোক,
যে সব বন পাখির উল্লাসে উড়তে গিয়ে ছারখার হয়েছে কুঠারে কুঠারে
তাদের কান্না,
যে সব পাখি ভুল করে বসন্তের গান গেয়েছে বর্ষার বিকেলে
তাদের সর্বনাশ
সব ঐ আলমারির ভিতরে।
নিজের এবং অসংখ্য নরনারীর নীল ছায়া এবং কালো রক্তপাত
নিজের এবং চেনা যুবক- যুবতীদের ময়লা রুমাল আর বাতিল পাসপোর্ট
নিজের এবং সমকালের সমস্ত ভাঙা ফুলদানির টুকরো
সব ঐ বাহান্নটা আলমারির অন্ধকার খুপরীর থাকে- থাকে, খাঁজে- খাঁজে
বুকের মধ্যে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিদ্বন্দ্বী! এসো যুদ্ধ হবে

----হে সময় অশ্বারোহী হও

ডালিম ফুলের লাল জার্সি পেয়ে গেছি
প্রতিদ্বন্দ্বী! এসো যুদ্ধ হবে।
অনন্ত হালদার এসে বলে গেল তুমি নাকি এক তরফা আশী বছরের
ইজারা নিয়েছো এই পৃথিবীর সব হাততালি।
ধনুষ্টঙ্কারের মতো তুমি নাকি বেঁকে গেছ মালা পেয়ে, মালা পেয়ে পেয়ে?
অথচ জানো কাল তোমার ছায়াকে কারা পুড়িয়েছে হংসাবতী খালে।

আগামী বৈশাখে
সাত লক্ষ গোলাপের জনসভা ডেকেছে আমাকে
এবং সভার শেষে মশালের শোভাযাত্রা, বনে বনে ক্ষেপেছে পলাশ।
নক্ষত্রের কনফারেন্সে মেঘেরা মিছিল করে হেঁটেছিলো কাল সারারাত
প্রত্যেকের হাতে চিল জ্যোৎস্না কালিতে লেখা জ্বলজ্বলে পোস্টার –
সেই যুবকের হাতে তুলে দেবো এইবার পৃথিবীর ভার
ভালোবাসা পাবে বলে কলকাতার সব কাঁটাতার
ছিড়ে খুড়ে হেঁটেছে যে হিউয়েন সাঙের মতো একনিষ্ঠতায়
ডালিম ফুলের দিকে, যে ডালিম ফুল
ঘোরতর অন্ধকার প্রথম ভোরের মতো আবীরের আলো দিতে জানে।

ডালিম ফুলের লাল জার্সি পেয়ে গেছি।
প্রতিদ্বন্দ্বী! এসো যুদ্ধ হবে।

BANGODARSHAN.COM

প্রজাপতি ঢুকেছে ভিতরে

----হে সময় অশ্বারোহী হও

সেই কবে বাল্যকালে বৃষ্টি হয়েছিল
সেই কবে বৃষ্টিজলে ভিজেছিল লাজুক কদম
সেই কবে কদমের ডালে এক পাখি বসেছিল
সেই পাখি বলেছিল পৃথিবীর ভিতরে আরেক
গর্ভকেশরের মতো গোপনীয় পৃথিবী রয়েছে
সেই পৃথিবীর খোঁজে চাঁদ সদাগর
ঝড়ে- জলে ডুবে যাবে জেনেও নিজের নৌবহর
সমুদ্রে ভাসিয়েছিল, ঘর পোড়া আগুনের মতো সাদা ফেনা
সেই ফেনা পুষেছিল বড় বড় রাঘব বোয়াল
সেই সব বোয়ালের পেট চিরে পাওয়া গেল
মানুষের আংটি ভর্তি স্বপ্ন, সুখ, সোনার বিষাদ
সেই সব আংটি, স্বপ্ন, দুঃখ তছনছ করে
প্রজাপতি ঢুকেছে ভিতরে।

পৃথিবীর অতীতের, আগামীকালের
অনেক অজ্ঞাতপ্রায় পাণ্ডুলিপি, স্থাপত্যের ভাঙা মন্দিরের
ভাস্কর্যের টুকরো- টাকরা
অনেক বিচিত্র কাঁথা, আজন্মের স্মৃতি দিয়ে বোনা
অনেক রঙীন পট, চালচিত্র, প্রতিমা, পুতুল, পোড়ামাটি
নিভৃতে, সাজানো আছে, এ সংবাদ শুনে
ছেচল্লিশ বছরের কোনো এক যুবকের পাঁজরের হাড় ফুটো করে
প্রজাপতি ঢুকেছে ভিতরে।

BANGODARSHAN.COM

নেলকাটার ----হে সময় অশ্বারোহী হও

সুখ নেইকো মনে
নেলকাটারটা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।

সাত বছর সাঁতার কাটিনি সমুদ্রের নীল শাড়ির আমিষ অন্ধকারে
দশ বছর আগে শেষ ছুয়েছি পাহাড়ের স্তনচূড়া
মাদল বাজিয়ে কতবার ডেকেছে হৈ- হল্লার জঙ্গল, যাইনি।
আলজিভে উপুড় করে দিয়েছে মাতাল- হওয়ার কলসী, খাইনি।
যাবার মধ্যে গত ডিসেম্বরে সাঁচী
হাজার বছর পরে আবার দেখা যক্ষিনীদের সঙ্গে, হাসি- ঠাট্টা- গল্পো।
কিন্তু নেলকাটার তো তারা নেবেনা।

সুখ নেইকো মনে
নেলকাটারটা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।

বেনারসী পরে মেঘ নামবে ছাঁদনাতলায়
সর্বাঙ্গে আলোর গয়না,
অথচ আমার আলিঙ্গন করা বারণ।
ছুলেই তো রক্তের ফিনকি, করকরে ঘা।
যে শাঁখ বাজিয়ে কাল বলেছে – এসো
সে ঢাক বাজিয়ে আজ বলবে – যা।
আমাকে এবার খুঁজতে হবে একটা ন্যড়া মাথা নদী
তারই বালিতে বাঘছালের মতো বিছিয়ে দিতে হবে শুকনো স্মৃতি।
তারই উপরেই শোয়া- বসা, জপ- তপ, বাসন- কোসন, কাপড় কাচা
এবং নিজের নখে নিজেকে ছিড়তে বাঁচা।

সুখ নেইকো মনে
নেলকাটারটা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।

BANGODARSHAN.COM

দেরাদুন এক্সপ্রেস ----হে সময় অশ্বারোহী হও

দেরাদুন এক্সপ্রেস পড়ি- মরি দৌড়ে ছুটে গেল।
কাকে ছুঁতে?
জ্বলজ্বলে যুবক সেজে কার কাছে গেল?
ডাকাতের মতো কালো অন্ধকারে, এই মাঝরাতে
কাকে খুলে দেবে বলে পরেছে আলোয়- গাঁথা হার?
চোখে তার জঙ্গলের খিদে- পাওয়া লাল চিতাবাঘ
এই বন্য থাবা দিয়ে কাকে সে জড়াবে?
প্রাগৈতিহাসিক কোনো স্মৃতির চন্দনগন্ধ মেখে
মহেঞ্জোদারোর বৃষ জেগে উঠে দিয়েছে হুঙ্কার
দেরাদুন এক্সপ্রেস সেইভাবে দৌড়ে চলে গেল।
কার সাথে কোন্‌খানে দেখা হবে তার?
সেখানে কী সবুজের ডোরাকাটা পাহাড়ের সার
কাশ্মীরী শালের মতো সামিয়ানা টাঙিয়ে রেখেছে?
বাসরঘরের ভিড়ে পান- খাওয়া পরিতৃপ্ত ঠোঁটের মতন
সেখানে কি বাগানের গায়ে- গায়ে সুখী হাওয়া বয়?
বানভট্ট যেরকম সুহাসিনী রূপসীর ঘ্রাণ পেয়েছিল
সেরকম কেউ
বনস্থলী, লতাগুল্ম, নুড়ি ও পাথর
সোনালী বালির রেখা, রাঙা ধুলো, ঝাউ, ঝরাপাতা
নদীর আয়না- জল, জড়ো করে, সব জুড়ে- জাড়ে
সেখানে কী তার জন্য ঘুমোবার বিছানার সুজনি বুনেছে?

পাখির নরম বুকে আকাঙ্ক্ষাকে জুড়োবার স্বাদ আছে জেনে
যেরকম ক্ষিপ্রতায় ব্যাধের চোখের কালো তীর ছুটে যায়
দেরাদুন এক্সপ্রেস সেইভাবে দৌড়ে চলে গেল।
কার কাছে গেল?

BANGLADARSHAN.COM

জ্বর ----হে সময় অশ্বারোহী হও

স্মৃতিতে সর্বাঙ্গ জ্বলে
একশ পাঁচ ডিগ্রী ঘোর জ্বর।
টালমাটাল ঝড়
ঘুষি মারে হাড়ে মাসে ব্রহ্মতালু রক্তকণিকায়
যেন তাকে ছিড়েখুড়ে অন্য কিছু বানাবে এখুনি।
হঠাৎ হরিণ হয়ে হয়তো সে ছুটে যাবে বহুদূর বাঘ- ডোরা বনে
তুমুল আগুন জ্বেলে পলাশ যেখানে যজ্ঞ করে।
নিজের বিবিধ টুকরো জুড়ে জাড়ে হয়তো বা হলুদ শালিক
অর্জুন গাছের সাদা থামে
যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে সূর্যাস্ত যেখানে রোজ নামে
সেইখানে ঘরবাড়ি ভাড়া নিয়ে কিছুদিন থাকবে স্বাধীন
অথবা সে নিজেরই লালার
চমৎকার রাংতা দিয়ে গড়ে নেবে সাত- কুঠরি ঘর।

জ্বর
এইভাবে নখে চিরে করেছে উর্বর তার ইচ্ছা- অনিচ্ছাকে।
কলসী কলসী জল ঢালি সান্ত্বনার, সুবিবেচনার
কপালের জলপটি শীতের ভোরের মতো সারাক্ষণ ভিজে হয়ে থাকে
তবু জ্বর ছাড়েনাকো তাকে।
এক অগ্নিকুণ্ড থেকে আরেক আগুনে ঝাঁপ দিয়ে
ছাই মাখে, ভস্ম মাখে, চোখে আঁকে না- ঘুম- কাজল।
জ্বরে সে পাগল।

শিশুরা পায়েস ঘেঁটে গোলগাল কিসমিস পেয়ে গেলে যে রকম হাসে
সেরকমই দিগ্বীজয়ী হাসি তার দুটি পাখি- ঠোঁটে।
সে নাকি মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে বসন্তের সমস্ত কোকিল
গোপালপুরের সব রূপোলি ঝিনুক
পুরীর সমস্ত ঝাউবন।

BANGLADARSHAN.COM

সাঁওতাল পরগনা থেকে পেয়ে গেছে সব কটি নাচের মাদল।
আসলে এসব কিছু নয়
দুধের গাভীর মতো একটি নারীকে খুঁজে পেয়েছে সে কলকাতা থেকে
ছানা ও মাখন তাকে খেতে দেয় সেই রমণীটি
খেতে দেয় দু- বাটিতে ক্ষীর।
তারই গলকম্বলের স্বাদে গন্ধে এমন মাতাল
ভেবেছে পৃথিবী তার পকেটের তে- ভাঁজ রুমাল।

এই ভাবে জ্বর
নৌকো ভর্তি স্মৃতি সহ ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে এই পৃথিবীর
ইট কাঠ বালি সুরকি পেরেকের ঢেউ- এর ওপর।

BANGODARSHAN.COM

জেনে রাখা ভালো ----হে সময় অশ্বারোহী হও

জলের মাছের মতো অনায়াস হবে ভেবেছিলে
সব হাঁটাহাঁটি?
ভেবেছিলে ধোঁয়া, ধুলো, থুতু, কফ পেঁজা তুলো হয়ে
উড়ে যাবে অন্য দিকে, তোমাকে ছাড়িয়ে?
ভেবেছিলে পাট- ভাঙা জামায় লাগবে না
পেট্রোলের, পাঁঠা- কাটা রক্তের বা নর্দমার দাগ?
ভেবেছিলে টিকটিকির মতো রয়ে যাবে
আজীবন মসৃণ দেয়ালে?

সময়ের কারখানায় কেবল তোমারই জন্যে
তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সরু আলপিন
ব্লেড, ছুরি, ভোজালি, কাতান,
এইটুকু জেনে রাখা ভালো।

BANGODARSHAN.COM

গাছ অথবা সাপের গল্প

----হে সময় অশ্বারোহী হও

তোমাকে যেন কিসের গল্প বলবো বলেছিলাম?
গাছের, না মানুষের?
মানুষের, না সাপের?
ওঃ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।
গাছের মতো একটা মানুষ।
আর সাপের মতো একটা নারী
কুয়াশা যেমন খামচা মেরে জড়িয়ে ধরে কখনো কখনো
দুধকুমারী আকাশকে
সাপটা তেমনি সাতপাকে জড়িয়ে ধরেছিল গাছটাকে।
আর গাছটাও বেহায়া।
লাজ- লজ্জা, লোক- লৌকিকতা ভুলে গিয়ে
নৌকা ডুবে যাচ্ছে, এখুনি ঝাঁপ দিতে হবে
নদীর নাইকুণ্ডুতে,
এমনি ভাবেই সর্বস্ব ভাসিয়ে দিল সাপের হাতে।
আর তারপরেই ঘটল আজব কাণ্ডটা।
সাপের ছোবলে ছিল বিষ। নীল।
গাছের শিকড়ে ছিল তৃষ্ণা। লাল।
ছোবল খেতে খেতে ছোবল খেতে খেতে
নীলপদ্মে ভরে উঠল গাছ।
আর গাছের আলিঙ্গনে
গুড়ো হতে হতে গুড়ো হতে হতে
সেই শঙ্খচুড় সাপটা
আলতা- সিদুরে রাঙা বিয়ের কনে।
আর এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে
আকাশের আইবুড়ো নক্ষত্রগুলো
হেসে গলে গা ঢলাঢলি করে বলে উঠল
আজ সারা রাত জাগব ওদের বাসর।

BANGLADARSHAN.COM

কয়েকটি জরুরী ঘোষণা ----হে সময় অশ্বারোহী হও

আগামী চোদ্দ বছর মহিষ কিংবা নেউল রঙের মেঘের মুখদর্শন করব না কেউ।
আগামী চোদ্দ বছর আমাদের কবিতা থেকে হিজড়ে- নাচন বৃষ্টির নির্বাসন।
স্বেচ্ছাচারী এবং হামলাবাজ হাওয়াকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছি আমি
আর পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় টেলিফোনে ট্রাঙ্কলে
রেডিওগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি
সমস্ত বিক্ষুব্ধ জলস্রোত যেন মাটিতে নাক- খত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়
দুর্গত মানুষের কাদা- পায়ে।
প্রত্যেক নদীর বাঁধকে বলে দিয়েছি হতে হবে হিমালয়ের কাঁধ সমান
প্রত্যেকটা নদীকে হতে হবে পাড়াগার লাজুক বৌ
প্রত্যেকটা ব্যারেজকে জননীর গর্ভ।
ভবিষ্যতে আর কোনদিন যদি মানুষকে ভাসতে দেখি শিকড়হীন উলঙ্গ
আর কোনদিন যদি মানুষের সাজানো- নিকোনো স্বপ্নসাধের ভিতরে ঢুকে পড়ে
দুঃস্বপ্নের খল- খল হাসি, আঁকাবাঁকা সাপ, মরা কুকুরের কান্না আর ভাঙা শাঁখা
আর কোনদিন যদি মানুষের শ্রেষ্ঠতম সংলাপ হয়ে ওঠে হাহাকার
আর কোনদিন যদি মানুষের আলতা সিদুর পরা সতী- লক্ষ্মী গৃহস্থলিকে
হেলিকপ্টার থেকে মনে হয় ছেঁড়া- কাঁথা কানির টুকরো
আমি বাধ্য হবো সভ্যতার বিরুদ্ধে ফাঁসীর হুকুম দিতে।
যতদিন মানুষের গায়ে দুর্দিনের দুর্গন্ধ এবং নষ্ট জলরেখা
রোদের কামাই করা চলবে না একদিনও।

মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমি দেখে যেতে চাই।
সমস্ত পুরুষ সূর্যমুখী, নারীরা ঝুমকো জবা আর শিশুরা
কমলা রঙের বোঁটায় শাদা শিউলি।

BANGODARSHAN.COM

কোনো কোনো যুবক যুবতী

---- হে সময় অশ্বারোহী হও

একালের কোনো কোনো যুবক বা যুবতীর মুখে
সেকালের মোমমাখা ঝাড়লণ্ঠন
স্তম্ভ ও গম্বুজ দেখা যায়।
দেখে হিংসা জাগে।

মানুষ এখন যেন কোনো এক বড় উনোনের
ভাত- ডাল- তরকারির তলপেটে ডাইনীর চুলের
আগুনকে অহরহ জ্বালিয়ে রাখার
চেলা কাঠ, কাঠ- কয়লা- ঘুটে।

মানুষ এখন তার আগেকার মানুষ- জন্মের
কবচ, কুণ্ডল, হার, শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও মুকুট
বৃষের মতন কাঁধ, সিংহ- কটি, অশ্বের কদম
পিঠে তূণ, চোখে অহংকার
সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা গগলস্ পেয়ে খুশি।
প্লাসটিকের মানিব্যাগ, নাইলনের জামা পেয়ে খুশি।
বোবা টেলিফোন পুষে তরতাজা বিল পেয়ে খুশি।
চারকোণা সংসারের চতুর্দিকে গ্রীল এটে খুশি।
বনহংসী উড়ে যায়, সে বাতাসে কাশের কথক
এয়ারকুলারে সেই বাতাসের বাসী গন্ধ পেয়ে বড় খুশি।

একালের কোনো কোনো যুবক বা যুবতীকে দেখে
অতীতের রাজশ্রীর, হর্ষবর্ষনের মতো লাগে।
দেখে হিংসা জাগে।

BANGODARSHAN.COM

কে তোমাকে চেনে? ----হে সময় অশ্বারোহী হও

ডাইনিং টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট ডিনার খাচ্ছ রোজ।
সে তোমাকে চেনে?
যে খাট- পালঙ্কে শুয়ে স্বপ্নে তুমি চাঁদ সদাগর
সে তোমাকে চেনে?
যে আয়নাকে শরীরের সব তিল, সর্বস্ব দেখালে
সে তোমাকে চেনে?
যেন মেয়ে- দেখা, এত বেছে ঐ পর্দা কিনেছিলে
ও তোমাকে চেনে?
এই কালো টেলিফোন, ওয়ার্ডরোব, লং প্লেয়িং, টিভি
এই সব থাক্- থাক্ বই, সোফা, নেপালী মুখোশ
কে তোমাকে চেনে?
একমাত্র কার্পেটের ধুলোটুকু, রোদটুকু ছাড়া
দরোজার জানালার ছেঁড়া- খোঁড়া আলোটুকু ছায়াটুকু ছাড়া
কে তোমাকে চেনে?

BANGODARSHAN.COM

কবি ----হে সময় অশ্বারোহী হও

ওহে দেখতো দেখতো
লোকটা চলে যাওয়ার সময় কি রেখে গেল?
ভারী লুকনো স্বভাবের ছিল মানুষটা।
ঘাড় গুজে, হাঁটু ভেঙে, চোখ জ্বালিয়ে
বন- বাদাড়, নুড়ি পাথর, আগুন অন্ধকার, ঘেঁটে ঘেঁটে
কী সব কুড়িয়ে বেড়াত দিনরাত।
দেখতো কী রেখে গেল যাওয়ার সময়?
সিন্ধুকটা খোল।
ভিতরে কি?
আজ্ঞে পাণ্ডুলিপি।
ভল্টটা ভাঙো।
ভিতরে কি?
আজ্ঞে পাণ্ডুলিপি।

BANGODARSHAN.COM

এখনো ----হে সময় অশ্বারোহী হও

কাগজ পেলেই আঁকচারা কাটা অভ্যেস।
একবার আঁকছিলুম রাজবাড়ি।
আঁকতে আঁকতে হয়ে উঠলো আলকাতরা মাখা দৈত্য,
কাগজ থেকে লাফ দিয়ে উঠলো দশ আঙুলের থাবা
খাঁবো, খাঁবো, খাঁবো।
সেই থেকে আর রাজবাড়ি আঁকি না।
আঁকি রাজহাঁস, ময়ুর, জলের ঘূর্নি, আর সেই সব শিকড়
যা ডুবে আছে আকুলি- বিকুলি তৃষ্ণার ভিতরে।
পদ্মপাতায় ডুমুরের গুছির মতো ফলে থাকে যে শিশির
আঁকতে যাই, পারি না।
অন্ধকারের খোঁপায় বাগান সাজিয়ে রাখে যেসব আলোর কুঁচি
আঁকতে যাই, পারি না।

প্রচণ্ড রাগে একদিন আকঁতে বসলুম ধ্বংসের ছবি
আঁকতে আঁকতে ফুটে উঠল আশ্চর্য এক নারী।
তখরও চোখ আঁকিনি, তবুও চন্দন গন্ধে হেসে।
তখনও হাত আঁকিনি, তবুও কপালের জচুল সরিয়ে বললে
শোনো
বলেই হারিয়ে গেল ধ্বংসের আড়ালে।
তাকে ধরবো, ছোঁবো, জড়াবো, নিংড়াবো বলে
কলকাতার ট্রামলাইন, মেটেবুরুজের বসি-
মুর্শিদাবাদের কবর, অন্ধ্রের ঝড়, রাজস্থানের বালি ডিঙিয়ে
ছুটে চলেছি। ছুটে চলেছি। ছুটে চলেছি।
এখনো।

BANGODARSHAN.COM

একমুঠো জোনাকী ----হে সময় অশ্বারোহী হও

একমুঠো জোনাকীর আলো নিয়ে
ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখাচ্ছে অন্ধকার।
একমুঠো জোনাকীর আলো পেয়ে
এক একটা যুবক হয়ে যাচ্ছে জলটুঙি পাহাড়
যুবতীরা সুবর্ণরেখা।
সাপুড়ের ঝাঁপি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একমুঠো জোনাকী
পুজো সংখ্যা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একমুঠো জোনাকী।
একমুঠো জোনাকীর আলো নিয়ে
ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখাচ্ছে অন্ধকার।
ময়দানের মঞ্চে একমুঠো জোনাকী উড়িয়ে
জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল যেন কারা।
রবীন্দ্রসদনে তিরিশজন কবি তিরিশদিন ধরে আউড়ে গেল
একমুঠো জোনাকীর সঙ্গে তাদের ভাব- ভালোবাসা।
ইউনেস্কোর গোল টেবিল ঘিরে বসে গেছে মহামান্যদের সভা
একমুঠো জোনাকীর আলোয়
আফ্রিকা থেকে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত হোগলা বন আর ফাটা দেয়ালে
সাজিয়ে দেবে কোনারক কিংবা এথেন্সের ভাস্কর্য।
সাত শতাব্দীর অন্ধকার এইভাবে
ফাঁকা মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে একমুঠো জোনাকীর আলোয়।

BANGODARSHAN.COM

একটি উজ্জ্বল ষাঁড়

----হে সময় অশ্বারোহী হও

একটি উজ্জ্বল ষাঁড় লিফটে চেপে উর্ধ্বে উঠে যান,
তখনই বন্দনা গান গেয়ে ওঠে, একপাল কৃতার্থ ছাগল।
জুলিয়াস সীজারের মতো তিনি, মিশরের ফারাও এর মতো
যেন এই শতাব্দীর তরুণ- বয়সী এক নবতম আলোকজাণ্ডার
পাতলা ক্রীমের মতো বুদ্ধের মহান হাসি মুখে
চেঙ্গিস খানের মতো চোখে বহুদূর
স্বপ্নের রক্তাক্ত সিড়ি, যেন জেনে দিয়েছেন তিনি
ভূ- মধ্যসাগর এসে পায়ে পড়ে হবে পুষ্করিণী।

প্রভু! কোনো দৈববাণী দেবেন কি আজ?
কোনো ধন্য সার্কুলার? অথবা সুসমাচার টাইপরাইটারে?
বিশ্বস্ত বাদুড়বৃন্দ এইভাবে নিজেদের ল্যাজের চামরে
নিভৃতে আরতি করে যায়।

একটি উজ্জ্বল ষাঁড় মেহগনি কাঠের মস্ত সিংহাসনে, একগুচ্ছ চাবি
খুলে যান সারি সারি প্রয়ার, ফাইল, খোপ- ঝোপ
যুদ্ধের ম্যাপের মতো দেগে যান রণক্ষেত্র আর আক্রমণ
তুরী- ভেরী জগঝম্প বাজে টেলিফোনে।

আমি চাই না লাল কালি দিয়ে কেউ কবিতা লিখুক।
আমি চাই না কারো ঘাড়ে আলোকশিখার মতো দর্পিত কেশর।
ধ্রুবতারা ভালোবেসে, ভালোবেসে বেহুলার ভেলা
গাছের শিকড় থেকে খোলা হাওয়া পেড়ে আনে যারা,
যাদের হৃৎপিণ্ড জুড়ে জেগে আছে সমুদ্রের শাঁখ
আমি চাই তারা সব ইদুরের গর্তে বসে খঞ্জনী বাজাক।
একটি উজ্জ্বল ষাঁড় এইভাবে পেয়ে গেছে তুরুপের সবকটি তাস।
শুনেছি এবার তিনি নক্ষত্রমণ্ডলে
সত্তর বিঘের মতো জমি কিনে করবেন আলু- কুমড়ো পটলের চাষ।

BANGLADARSHAN

উৎকৃষ্ট মানুষ ----হে সময় অশ্বারোহী হও

উৎকৃষ্ট মানুষ তুমি চেয়েছিলে
এই যে এঁকেছি।
এই তার রক্ত-নাড়ি, এই খুলি
এই তার হাড়
এই দেখ ফুসফুসের চতুদিকে পেরেক, আলপিন
সরু কাঁটাতার।
এইখানে আত্মা ছিল
গোল সূর্য, ভারমিলিয়ন
ভাঙা ফুলদানি ছিল এরই মধ্যে
ছিল পিকদানি
পিকদানির মধ্যে ছিল
পৃথিবীর কফ, থুতু, শ্লেষ্মা, শ্লেষ
অপমান, হত্যা ও মরণ।

উৎকৃষ্ট মানুষ তুমি খুঁজেছিলে
এই যে এঁকেছি!
ক্ষতচিহ্নগুলি গুণে নাও।।

BANGODARSHAN.COM

আশ্চর্য ----হে সময় অশ্বারোহী হও

কোমরে লাল ঘুনসি বাঁধা
পোড়া বিড়ির টুকরোর মতো
আমরা চতুর্দিকে ছড়ানো।
কেউ মুথোঘাসের তলপেটে
কেউ বুড়ো বটের গোড়ালির আড়ালে
কেউ নর্দমার এটোঁ শালপাতার ডিঙিতে।
নেশাখোরের মতো হাওয়া
একবার দৌড়চ্ছে ডাইনে, একবার বাঁয়ে।
এক জায়গায় জুটবো
মন- খোলা জোৎস্নায় আড্ডা জমবে সারারাত
হৈ হৈ গল্পের মাদল বাজিয়ে,
তালা খুলব, যে যার খুপরির
পাটে পাটে ভাঁজ করা স্মৃতি, জামা- পাজামা
কোনোটায় বেনারসীর জরির নকশা
কোনোটায় রক্তপুজের ছিটে,
ভালোবাসা ন্যাপথলিনের গন্ধের মতো
জড়িয়ে থাকবে আমাদের ধুতি- পাঞ্জাবী- রুমালে
তার উপায় নেই।
সময়টা খারাপ।
আকাশের ময়লা মেঘে বাঘছালের ডোরা।
মেঘে একবার বাজে দুন্দুভি
আরেকবার তাসা- পার্টির ন্যাকরা।
গাছপালাও ছন্নছাড়া।
যেখানে শিরদাঁড়া সোজা করার, সেখানে দুলছে,
যেখানে যজ্ঞের মন্ত্র সেখানে ঢুলছে
ঘুমে।
বোধিদ্রুমে
ধরেছে হতবুদ্ধির ঘুণ।

BANGODARS.COM

মুখ চুন করে আকাশের বারান্দায় নক্ষত্রেরা দাঁড়িয়ে।
নাম ভাঁড়িয়ে
ছিচকে জোনাকীরাই মস্তানী করে গেল সারারাত।
সূর্য
নিজের আগুনে নিজে পুড়ছে।
এখনো তারই দিকে চোখ রেখে জলবার ইচ্ছে
খিল্ আঁটা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে,
এইটেই আশ্চর্য।

BANGODARSHAN.COM

আজ্ঞে হ্যাঁ ----হে সময় অশ্বারোহী হও

সূর্য নামের ছোকরাটা বড় জ্বলতে শিখেছে, তাই না হে?
আজ্ঞ হ্যাঁ।
গনগণে চোখ, জ্বলজ্বলে ভূরু, উরু ভেঙে দিলে কেমন হয়?
আজ্ঞ হ্যাঁ।
আজকাল আর চাঁদে সে রকম রাবড়ির মতো জেল্লা নেই
আজ্ঞে হ্যাঁ।
টুনি বালবদের ফোলালে ফাঁপালে প্রতিভা ছড়াবে হাজার গুণ।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
নিজের লালার সরু সুতোর দিয়ে বেনারসী বোনে মাকড়সা।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
আমারও তেমনি, থুতু ছিটোলেই হীরে- জহরত আকাশময়।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
কানেই শুনেছো, দেখনি কখনো ঈশ্বর নামে লোকটাকে।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
কাল এসেছিলো, বেচতে চাইছে ধড়া- চূড়োসহ সিংহাসন।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
ঈশ্বর হয়ে প্রথমেই আমি বুনবো কঠিন শৃঙ্খলা।
আজ্ঞে হ্যাঁ।
পাহাড়গুলোকে পিঁপড়ে বানাবো, সব গাছ হবে ভেরেণ্ডা।
আজ্ঞে হ্যাঁ।

BANGODARSHAN.COM

আছি ----হে সময় অশ্বারোহী হও

সুখে আছি, দুখে আছি, নিজস্ব বুদবুদে ডুবে আছি
পোয়াতি নারীর মতো গর্ভে বহু স্বপনের ভ্রুণ নিয়ে আছি
সধবার নিরন্তর ভয় পাছে মুছে যায় সিঁথি- শুকতারা
সে রকমই ভয়ে- ভয়ে ঘাসের ভিতরে পোকা- মাকড়ের সঙ্গী হয়ে আছি।
পাখিরা রয়েছে সঙ্গে, রুমালের পাড়ে
লাল সুতো, নীল সুতো, নদীর বাঁশীর গান তারা বুনে দেয়।
জঙ্গলও রয়েছে সঙ্গে, এক- শৃঙ্গ গণ্ডারও রয়েছে
বাঘের নখের দাগ, আঠারো ঘায়ের রক্তপুঁজ, সে- সবও রয়েছে।
হাঙরের করাতের দাঁতে হাসি লেগে আছে, এই দৃশ্য দেখে
অপমানিতের মতো নুয়ে আছে বৃদ্ধ বৃক্ষগুলি ।
আকাশের রুখু চুলে উকুনের মতো ঘোরে দুর্দিনের মেঘ
চামচিকের রক্ত নখে হাওয়ারা হয়েছে কালো ভুত।

তবু

কাঁঠালপাতার থেকে নেমে এসে জ্যোৎস্না মুখে তুলে ধরে বাটি- ভরা দুধ।

দিনের পঞ্চান্ন ভাগ তুচ্ছতার ধুলো মেখে আছি
পুতুলনাচের সুতো সর্বাঙ্গের পেরেকে জড়ানো।
কিন্তু যেই ফিরে আসি নিজ ঘরে, নিজস্ব বুদবুদে
মাথায় মুকুট পরে জেগে ওঠে গোলাপের বনে জাহাঙ্গীর
আতর গন্ধের ঘ্রাণ নিয়ে আসে নুরজাহান চোখের রেকাবে।
ফৈয়াজ খাঁ- এর মতো গলা খুলে সারা দিনমান
কে যেন শুনিয়ে যায় মালকোষে পৃথিবীর, এশিয়ার, এই কলকাতার
যাবতীয় বন্দীশালা ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ভেঙে ভেঙে হবে খান্ খান্ ।

শীত- রাতে দুঃসময়ে পেয়ে গেছি এখনও কল্কাপেড়ে শাল
আত্মার ভিতরে এক সূর্য থাকে, তারই রঙে লাল।
সেই শাল গায়ে দিয়ে আছি।

BANGLADARSHAN.COM

৭নং শারদীয় উপন্যাস ---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

একটি কিশোর তার চ্যাটালো হাতের টানে আগাছা উপাড়ে়য়
তার বৌ মরাছেলে কাঁখে নিয়ে ধান ভানে তিনবেলা উপোসের পর
একটা মাটির হাঁড়ি একমুঠো চাল পেয়ে দশজনের ফ্যান- ভাত রাঁধে
এই দৃশ্য ৭নং শারদীয় উপন্যাস হবে না কখনো।

৭নং শারদীয় উপন্যাস হতে গেলে কি কি থাকা চাই
৭নং শারদীয় উপন্যাস লিখতে পারে কে কে কুস্তিগীর
তার জন্য কমিটি ও কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ম্যানেজার আছে
কার্পেট- রাঙানো ঘরে ক্লোজ- ডোর কনফারেন্স আছে।
মানুষ ভীষণ দুঃখে আছে, আহা, বড় কষ্টে আছে
বদ্যিনাথবাবু, আপনি রামধনু গুলে এই দুঃখ কষ্ট ঘোচাতে পারেন?
আপনার খিচুড়িটা শশীবাবু, গতবারে ঈষৎ আনুনো হয়েছিল।
আপনি কি সেকসের মধ্যে ধম্মোটম্মো মেশাবেন সখারামবাবু?
মধুবাবু, আপনি তো কেল্লা ফতে করেছেন গতবারে ন্যাংটো নাচ নেচে।
পাঁচকড়িবাবু, আপনি এবারে পাড়ুন তো একটা ইয়া বড় মাকড়সার ডিম।
এমন ক্লাসিক কিছু রচনা করুন যাতে কোনোরূপ মোদ্দাকথা নেই।

একটি শ্রমিক তার ফাটা প্যান্ট খুলে রেখে ছেঁড়া লুঙি পরে
তার বৌ একমাথা উকুন চুলকিয়ে নিয়ে বেচতে যায় ঘুঁটে
উনোনের পাড়ে বসে একগুচ্ছ মরা হাড় আগুনের স্বাদ খুঁটে খায়
৭নং উপন্যাস জীবনের এইসব ভাঙচুর লিখে ফেলে যদি
৭নং উপন্যাসে হঠাৎ ঘামের সঙ্গে রক্ত মিশে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় যদি
৭নং উপন্যাস যদি সব জাঁহাবাজ ঈশ্বরের খড়ে ও দড়িতে মারে টান
সেই ভয়ে ছয়খানা উপন্যাসে তৃপ্ত হয়ে আছে পুরু শারদীয়াগুলো।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নগুলি হ্যাঙ্গারে রয়েছে

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

মুহূর্তের সার্থকতা মানুষের কাছে আজ
বড় বেশি প্রিয়।
জীবনের স্থাপত্যের উচ্চতা ও অভিপ্রায়মালা
ছেঁটে ছোট করে দিতে
চতুর্দিকে উগ্র হয়ে রয়েছে সেলুন।
মানুষের ভাঙা- চোরা ভুরুর উপরে
চাঁদের ফালির মতো
আজ কোনো স্থির আলো নেই।
ছাতার দোকানে ছাতা যে- রকম ঝোলে
সেইভাবে মানুষের রক্ত ও চন্দনমাখা স্বপ্নগুলি
হ্যাঙ্গারে রয়েছে।

BANGODARSHAN.COM

সোনার মেডেল ---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

বাবুমশাইরা
গাঁগেরাম থেকে ধুলোমাটি ঘসটে ঘসটে
আপনাদের কাছে এয়েচি।
কি চাকচিকন শহর বানিয়েছেন গো বাবুরা
রোদ পড়লে জোছনা লাগলে মনে হয়
কাল- কেউটের গা থেকে খসেপড়া
রুপোর তৈরি একখান্ লম্বা খোলস।
মনের উনোনে ভাতের হাঁড়ি হাঁ হয়ে আছে খিদেয়
চালডাল তরিতরকারি শাকপাতা কিছু নেই
কিন্তু জল ফুটছে টগবগিয়ে।

বাবুমশাইয়া,
লোকে বলেছিল, ভালুকের নাচ দেখালে
আপনারা নাকি পয়সা দেন!
যখন যেমন বললেন, নেচে নেচে হদ্দ।
পয়সা দিবেন নি?
লোকে বলেছিল ভানুমতীর খেল দেখালে
আপনারা নাকি সোনার ম্যাডেল দেন।
নিজের করাতে নিজেকে দুখান করে
আবার জুড়ে দেখালুম,
আকাশ থেকে সোনালী পাখির ডিম পেড়ে
আপনাদের ভেজে খাওয়ালুম গরম ওমলেট,
বাঁজা গাছে বাজিয়ে দিলুম ফুলের ঘুঙুর।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

বাবুমশাইরা
সেই ল্যাংটোবেলা থেকে বড় শখ
ঘরে ফিরবো বুকে সোনার ম্যাডেল টাঙিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

আর বৌ- বাচ্চাদের মুখে
ফাটা কাপাসতুলোর হাসি ফুটিয়ে বলবো
দেখিস্! আমি মারা গেলে
আমার গা থেকে গজাবে
চন্দন- গন্ধের বন।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

BANGODARSHAN.COM

সাম্প্রতিক দিনকালগুলি

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

অনেক বিষয় নিয়ে লেখা হল। তাহলে কি বাকী?
রমণী বিষয়ে ঢের পাঁচালি হয়েছে, আর নয়।
আজকাল ফুলেরাও লজ্জা পায় স্তবস্তুতি শুনে।
মাকড়সা বা বাদুড়ের আতঙ্কজনক সব নৈপুণ্যও জানা হয়ে গেছে মানুষের।
আগেকার চেয়ে ঢের মশা মাছি মোসাহেব বেড়েছে এখন।
নদী কি বেড়েছে একটিও? অথবা পাহাড়?
বরং আগের চেয়ে স্নেহ ভালোবাসাহীন হয়ে গেছে জল।
বেয়াড়া হয়েছে বটে সাম্প্রতিক দিনকালগুলি।
হৃতসর্বস্বের মতো পার্লামেন্ট ফাঁকা করে রেখে
তার সব চেয়ারেরা মাঠে চড়ে। এবং চনচনে
ভোরের আলোর মধ্যে নেমে আসে চক্রান্ত- গোধূলি।
আমরা মাছটি খাবো। আঁশ খাবে জনসাধারণ।
মহামান্যদের মুখে এই সবচেয়ে শুদ্ধতম সংলাপ এখন।

BANGODARPAN.COM

মানুষের কথা ভেবে

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

মানুষের কথা ভেবে গাছ দীর্ঘ হয়।

মানুষের সমাজের ধুরন্ধর নাচা- কোঁদা দেখে
মানুষের স্বভাবের মড়ক দুর্ভিক্ষ দেখে দেখে
মানুষের চেতনায় খড়্গের আঘাত দেখে দেখে
অবোধ শিশুর মতো বহু প্রশ্ন গাছগুলি
নিজেদের দীর্ণ করেছিল
ভীষণ লজ্জিত হয়ে গাছগুলি নুয়ে পড়েছিল
গাছের সমস্ত পাতা জলের ফোঁটার মতো ঝরে
গাছের সমস্ত ছাল বেদনায় ফেটে গিয়েছিল।

আকাশের এত কাছে
তবুও মানুষ কেন আকাশের মতো সুস্থ নয়?
নক্ষত্রের এত কাছে
তবু তার রক্তশিরা
আঁধার জঙ্গল থেকে কেন শুধু খুঁটে নেয় ক্ষয়?
সমুদ্রের এত কাছে
তবু কেন এদোঁজল ঘাঁটবার প্রবণতাময়?

এইসব তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বহুদিন দীর্ণ হতে হতে
অবশেষে মানুষের উন্নয়নের কথা ভেবে
মানুষের চোখে এক মূল্যবান দৃষ্টান্তের অমরতা এঁকে
পুনরায় গাছগুলি আলোকরেখায় দীর্ঘ হয়।

BANGODARSHAN.COM

মানুষগুলো এবং ---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

মানুষগুলো ফাঁকা টেবিল পেয়ে গিয়ে
ভর্তি চৌবাচ্চার মতো টলমল।
গেলাসগুলো মানুষগুলো পেয়ে গিয়ে
সাবানের ফেনায় টইটম্বুর।
আস্তে আস্তে মানুষগুলো হয়ে যায় ফিনফিনে গেলাস
গেলাসগুলো শ্যাগালের ছবির উড়ন্ত ছাগল।
আর টেবিলগুলো মেঘপুঞ্জময় অরণ্যের গাছ।

ওয়েটারগুলো ছুটে আসে।
উড়ন্ত গেলাসগুলোকে তারা পেড়ে আনে
চাঁদনীরাতের মগডাল থেকে।
জঙ্গলের গাছ কড়া ধমকানি খেয়ে
আবার হয়ে যায় করাত- কাটা কাঠের টেবিল।
আর মানুষগুলো, যারা এতক্ষণ ছিল গেলাসের,
সোনালী মাছের মতো সাঁতার কাটে
পৃথিবীর হাড়হাভাতে হাওয়ায়।

আগুন নেভানো দমকলের ঘন্টাগুলো চেঁচিয়ে ওঠে
- কে যায়?
- আজ্ঞে আমরা,
জলজ্যান্ত দিনের বেলাটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল
খুঁজতে বেরিয়েছি গোটাকতক রাতপেঁচা।

BANGODARSHAN.COM

মানুষ পেলে আর ইলিশমাছ খায় না

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

আমি খুব চিকেন খেতে ভালোবাসি
চিকেনগুলো নালা- নর্দমা খেতে ভালোবাসে
নালা নর্দমাগুলো ভালোবাসে কলকাতার চিতল- পেটি অ্যাভিনিউ
অ্যাভিনিউগুলো ভালোবাসে সমুদ্র- কাঁকড়ার মতো ঝাঁকড়া গাছের কাবাব।
তবে কলকাতার এখন ডায়াবেটিস।
কলকাতার ইউরিনে এখন বিরানব্বই পার্সেন্ট সুগার।
কলকাতার গলব্লাডারে ডাঁই ডাঁই পাথর
গাছপালা খেয়ে আগের মতো হজম করতে পারে না বলে
কলকাতা এখন মানুষ খায়।
আগে বছরে একবার কোটালের হাঁক পেড়ে
নদীগুলো ঢুকে পড়তো গ্রাম- গঞ্জের তলপেটে
ভাঙা তক্তাপোষ থেকে ঘুমন্ত বৌ- বাচ্চাদের তুলে নিয়েই
লাল- ঘূর্ণীর হেঁসেলে।
এখন নদীর দেখাদেখি বড় বড় হাইওয়ে
হাইওয়ের গণ্ডারদের দেখাদেখি ইলেকট্রিক ট্রেনের চিতাবাঘ
ডাঙার চিতাবাঘের দেখাদেখি আকাশের পেট্রোল চালিত ঈগল
সকলেরই মানুষ খাওয়ার খিদে বেড়ে গেছে সাঁই সাঁই।

কেবল কলকাতা নয়
পৃথিবীর সমস্ত বৈদ্যুতিক শহর
এখন মানুষ পেলে আর ইলিশমাছ খায় না।
তরতাজা যৌবন পেলে ছুড়ে দেয় হ্যামবার্গারের ডিস
পোর্সেলিনের বাটিতে হাড়- মাস- ভাসানো তরল স্যুপ পেলে
মাদ্রিদ থেকে মোরাদাবাদ
তেহেরান থেকে ত্রিপুরা
গের্নিকা থেকে গৌহাটির
শিয়াল- শকুনের মুখে
বিসর্জনের রঘুপতি খিলখিল করে হেসে ওঠেন যেন।

BANGLADARSHAN.COM

বুঝলে রাধানাথ ----প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

একটা সাইকেল থাকলে বড় ভালো হতো
বুঝলে, রাধানাথ,
আরো ভালো হতো একটা মোটরবাইক থাকলে।

কাঠের বাকসে কুতকুতে খরগোস
সে- রকম আতুপুতু দিনকাল নয় এখন।
আগে নিজের কাছে নিজের গড়গড়ার নলের মতো
লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতো মানুষ।
এখন ৩৬ রকম বায়নাক্কা
বুঝলে রাধানাথ,
মানুষের এখন ৫২ রকম উবু- জলন্ত খিদে।
এক একটা মানুষের ড্রয়িংরুম এখন দিল্লিতে
বাথরুম ত্রিবান্দ্রমে
বেডরুম ৩২/এ গুলু ওস্তাগর লেনে।
এক একটা মানুষকে এখন একই সঙ্গে সামলাতে হচ্ছে
মেথর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং মন্ত্রী।
টেলিফোন নামিয়ে রাখলে টেলেকস
টেলেকস ফুরিয়ে গেলে টেলিগ্রাম
ব্যস্ত স্টেনোর আঙুলের মতো
এ থেকে ওয়াই
ওয়াই থেকে এফ
এফ থেকে জি কিংবা জেড পর্যন্ত
মানুষের মারদাঙ্গা দৌড়।

নিজস্ব রেলগাড়ি ছাড়া,
বুঝলে রাধানাথ
এত সব লাঞ্চ এবং ডিনার
এত সব ক্লাব, কনফারেন্স, সেমিনার

BANGODARSHAN.COM

এত সব সিড়ি, সুড়ঙ্গ এবং রঙ্গীন চোরাবালির কাছে
ঝট ঝট পৌছনো বড় হাঙ্গামার ব্যাপার।
একটা অ্যামবাসাডার থাকলে বড় ভালো হতো
বুঝলে রাধানাথ,
আরো ভালো হতো ছেলেবেলার শালিকের মতো
একটা পোষা হেলিকপ্টার থাকলে।

BANGODARSHAN.COM

বসন্তকালেই - - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

শুনেছি বসন্তকালে বনভূমি অহঙ্কারী হয়।
অথচ আমার সব সোনাদানা চুরি হয়ে গেছে এই বসন্তকালেই।
বসন্তকালেই সেই কপোতাক্ষী রমণীর কুষ্ঠ হয়েছিল
যে আমাকে বলেছিল তার সব নদী, গিরি, অরণ্যের আমি অধীশ্বর।
খুদ- কুড়ো খুঁটে খাওয়া গরীবের ছিটেবেড়া থেকে
তোমাদের মোজেইক বাগান- পার্টিতে এসে ফলার খাওয়ার
সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছিল বসন্তকালেই।

বসন্তকালেই আমি প্রধান অতিথি হয়ে পুরুলিয়া গেছি
বসন্তকালেই আমি ভূবনেশ্বরে গিয়ে কবিতা পড়েছি
বসন্তকালেই আমি আকাশের ছেঁড়া জামা সেলাই করেছি।
অথচ আমার সব সোনাদানা, জমি- জমা, কাপড়- চোপড়
স্মৃতি দিয়ে মাজা- ঘষা গোপনতা, অমর পরাগ
এবং বেসরকারী অস্ত্রাগার থেকে লুঠ গোলা ও বারুদ
ভিজে, ভেঙে, গলে, পচে, খসে, ঝরে, নষ্ট হচ্ছে
বসন্তকালেই।

BANGODARSLAN.COM

বন্ধুদের প্রসঙ্গে ---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

কাছের বন্ধুরা ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে
দূরের বন্ধুরা এগিয়ে আসছে কাছে।
আসলে কেউই সরছে না
বা নড়ছে না।
শিং এ আটকানো ডালপালার জট খুলতে খুলতে
আমিই খুঁজে চলেছি
নক্ষত্র এবং আগুন
একদিকে নক্ষত্র এবং আগুন
অন্যদিকে নগদ অভ্যর্থনা এবং উৎফুল্ল মাইক্রোফোন
এইভাবে ভাগাভাগি হয়ে গেছে বন্ধুরা।
আমি এখন চলে যেতে চাই
সেই সব বন্ধুদের পাশে
যুদ্ধের বর্শাফলকের মতো
যাদের কপালের শিরা।

BANGODARSTAN.COM

প্রিয়- পাঠক- পাঠিকাগণ

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ!
এখন থেকে আমার কবিতায় তুমুল ওলোট- পালট।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন
দমকলের ঘন্টায় বেহদ্দ বেজে বেজে
বহু শব্দের গা থেকে খসে পড়েছে প্লাস্টার এবং পালিশ।
একদিন সোফিয়া লোরেনের মতো মার কাটারি ছিল যে সব শব্দ
এখন গ্রন্থাবলীর অলিতে গলিতে তাদের হিঁজড়ে- নাচ।
অনেক সম্ভাবনাময় শব্দ এখন পয়লা নম্বরের বখাটে
সেইসব আনুনো কলমের পাল্লায় পড়ে,
শব্দের পালকিতে চেপে
যারা কোনোদিন বেড়াতে যায়নি ময়ূরভঞ্জের মেঘে।
প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ!
এখন থেকে আমার কবিতায় ‘বাগান’ দেখলেই বুঝবেন,
আমি বলতে চাইছি সূর্যসম্ভব সেই ভবিষ্যতেই কথা
যার ব্লু প্রিন্ট এখনো অন্ধকারের লালায় জবজবে।
আমি ‘কাঁকড়া’ লিখলেই বুঝবেন
আমার আক্রমণের লক্ষ্য সেই সব মানুষ
কুলকুচির পরও রক্তকণা লেগে থাকে যাদের মাড়িতে।
শোষণের বদলে আমি লিখতে চাই গণ্ডুষ
কবির বদলে নুলিয়া
এবং নারীর বদলে চন্দনকাঠ।
আগুনের খর- চাপে মানুষের মগজ থেকে গলে পড়ছে মেধা
অথবা অতিরিক্ত মেধার চাপেই
রক্তছাপে ভরে যাচ্ছে পৃথিবীর গৃহস্থের সাদা দেয়াল।
এই নষ্ট ভূ- দৃশ্যমালার দিকে তাকিয়ে আমাদের উচিত
ভাগাড় শব্দটিকে এমন সম্ভ্রান্ত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করা
যেন কঠোপনিষদের কোনো মন্ত্র।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার মধ্যে

---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল
এনভেলাপে ভূল ঠিকানা তাই
তোমার মধ্যে ভালোবাসাও ছিল
তারই আগুন জ্বালাচ্ছে দেশলাই।

তোমার মধ্যে ভালোবাসাও ছিল
লাল হয়েছে ছুরির নীল ধার
তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতাও ছিল
উপড়ে দিলে টেলিফোনের তার।

BANGODARSHAN.COM

তোমাদের প্রত্যাশা এবং পতাকা

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

তোমাদের প্রত্যাশাকে এখনো পরিয়ে দিতে পারিনি
ঠিক রঙের জামা,
দিগন্তের যেদিকে আঙুল দেখিয়েছিলে
তোমাদের পতাকা
এখনো পৌঁছিয়ে দিতে পারিনি সেখানে।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁপ ধরেছে বুকে

গোপন ছুরির ঘাগুলো এখনো দগদগে।
একটু জিরোচ্ছি।

এইতো ঘুম ভাঙল আকাশের
চোখে এখনো পিচুটি।
মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে, আলোয় কুলকুচি করে
ঠিকঠাক হয়ে নিক।
অরণ্যের শাঁখ বাজুক বাতাসে।

এইখানে, এই মুখো- ঘাসের মাদুরে
নিজেকে উলঙ্গ করে দিয়েছি আমি।
প্রত্যেক রোমকুপের ভিতর দিয়ে ঢুকে যাক
সাদা শিশির আর
লাল রোদ।
তারপর তোমাদের পতাকা এবং প্রত্যাশাকে
পৌঁছে দেবো।
ঠিক- মানুষের দরজায়।

BANGODARSHAN.COM

ডাক্তারবাবু, আমার চশমাটা

---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

ডাক্তারবাবু,
আমার চশমাটা বড় গোলমাল করছে আজকাল।
আপনি বলেছিলেন বাই- ফোকালের উপরেটা দুরের
আর নীচেরটা কাছের দৃশ্যের জন্যে।
আমি দূরের দৃশ্যগুলোকে দেখতে পাই বেশ বড় হরফে
কাছের দৃশ্যগুলো যেন বর্জেইস।
সেদিন উপরে ওঠার জন্যে পা দিয়েছি এমন এক সিঁড়িতে
যা নেমে গেছে আস্তাকুড়ে।
আপনি তো জানেন, বাতাসের কি অবস্থা আজকাল
বাতাসের ভিতরে ঢুকে পড়েছে কত রকমের কলকব্জা,
হাতুড়ি, পেরেক, আলপিন, কফ্, থুতু, টক্চা বমি
আর সাপের শিষ, কাপালিকের মন্ত্র।
এক একদিন একটু পরিষ্কার হাওয়া খেতে
গলি- ঘুজি থেকে বেরিয়ে পড়ি বড় রাস্তায়।
আর বড়ো রাস্তায় নামলেই
নাক- মুখ- থেৎলে গাছের দেয়ালে হোঁচট।
অথচ আপনি তো জানেন
কলকাতার মহীরুহরা মরে গেছে সেই বাপ- ঠাকুদ্দার আমলে।
গীর্জার চূড়োর মতো মহিমান্বিত সেই সব গাছ
ঘন্টা বাজাতো সকাল- সন্ধে দুবেলা
মানুষের জন্যে শুভদিন প্রার্থনা করে।

ডাক্তারবাবু,
দূরের দৃশ্যগুলোই বা
এত স্পষ্ট দেখতে পাই কেন আজকাল?
তাহলে সেদিনের ঘটনাটা বলি।

BANGLADARSHAN.COM

কারা যেন গত্তো খুড়ে রেখে গেছে
গড়িয়াহাটার মোড়ে,
কার্বঙ্কলের ঘায়ের মতো।
কী যে কৌতুহল হল, ঝুঁকে পড়লুম,
আর অমনি পরতে পরতে খুলে গেল
হাজার বর্গমাইল সুড়ঙ্গ।
ভিতরে বিস্তর সব মেশিনপত্তর, যন্ত্রপাতি
স্টেনো, টাইপিষ্ট, কম্পিউটার,
ছুঁরি- কাটারি, আর সেই পুরনো কালের গিলোটিন।
বাঘের চোখের মতো লাল আলো সাদা আলো
জ্বলছে নিভছে,
নিভছে জ্বলছে।
একটা চৌকো মেশিন, অনেকটা গণ্ডারের মতো,
প্রশ্ন করল আরেকটা গণ্ডারকে
পৃথিবীর শেষ ভূমিকম্পটা হবে কোনখানে?
এশিয়া না আফ্রিকায়?
অমনি ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ আগুনের ফুলকি
সাংঘাতিক সব যোগ- বিয়োগ।

চূড়ান্ত অপমৃত্যুর পর মানুষ পরবে কী রঙের জামা?
লাল না নীল?
গলায় কী রকম বকলস পরালে
মানুষের মনে হবে বেশ স্বাস্থ্যকর
এইসব নিয়ে প্রচণ্ড গবেষণা চলছে সেখানে।

আজকাল সাদা- সাপটা খবরের দিকে তাকালেও
শুনতে পাই ভিটে- মাটি থেকে উচ্ছেদের ঢোল- সহরত।
সামান্য দেশলাই কাঠি জ্বললে
ছারখার জনপদের হাড়- কঙ্কাল।

BANGLADARSHAN.COM

ডাক্তারবাবু,
আপনি কি লক্ষ্য করেছেন
আগে মানুষের সংসারে কত প্রজাপতি এস বসতো
বালিসে, বিছানায়, ছাদের কার্নিশে, হৃৎপিণ্ডে
কুমারী মেয়েদের লতায়- পাতায়, কুঁড়িতে।
লক্ষ্মীপেঁচার মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে
সেইসব মৌটুসী
যারা রাজকুমারের খবর পৌঁছে দিত রাজকুমারীকে।
এখন আর মানুষকে রাজমুকুটে মানায় না,
মানায় বেলবটসে আর মাস মাইনেয়।
আগে এক একদিনের আকাশ
পাছাপেড়ে রমণী সেজে।
মানুষকে জাগাতো ঢেউ দিয়ে।
এখন যেদিকে মানুষের মুখ
তার উল্টো দিকে উড়ে যাচ্ছে সমস্ত পাখি
জল এবং নৌকো।
আগে মানুষের একান্ত গোপনীয় অনেক কথাবার্তা ছিল
নক্ষত্রদের সঙ্গে,
এখন মানুষের দীর্ঘতম রোদনের
নক্ষত্রেরা নির্বাক।
গভীর শুশ্রুষা নামে কোনো ছায়া নেই আর কোনোখানে,
নেই হাসপাতালে
নেই আম- জাম- নারকেলের বনে
নেই বৃষ্টি বাদলে
নেই সংবাদপত্রের পাঁচের পাতার সাতের কলমেও।

ডাক্তারবাবু,

সত্যিই চশমাটা বড়ো গোলমাল করছে আজকাল।

BANGODARSHAN.COM

ছেঁড়া- খোঁড়া - - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

লোকালয় ছিঁড়ে- খুঁড়ে, ক্ষয় ক্ষতি দুহাতে ছড়িয়ে।
গেরিলা বাতাস গেছে নৈঋত কোণের দিকে বেঁকে।
এখন কোথাও শব্দ নেই।
এখন কোথাও সুখ নেই।
রেডিও, টিভিতে শুধু
সংবাদের নানাবিধ ধানভানা আছে।

অনেকদিনের পর আকাশে ফুটেছে দুটি তারা।
বহুদিন আগেকার তিনফোটা শিশিরের জল
হাতের তালুতে নিয়ে কচুপাতা জঙ্গলের একধারে সুখী হয়ে আছে।
অনেকদিনের পরে আকাশের ঘাঁটি থেকে মিলিটারি মেঘ
ব্যারাকে ফিরেছে বলে কার্ফু উঠে গেছে,
কার্ফু উঠে গেছে বলে ঘাস- ফড়িংয়ের ঝাঁক বেরিয়ে পড়েছে
বেড়ালের নখে- চেরা ওলোট- পালোট দৃশ্যে জাফরানের খোঁজে।

অনেকদিনের পরে জেগেছে রেলের ভাঙা বাঁধ,
আকাশের তাকিয়ায় চাঁদ
যদিও সর্বাঙ্গে তার নষ্ট- ভ্রষ্ট মানুষের মতো অপরাধ।
দুর্যোগ থেমেছে দেখে, এক হাঁটু সর্বনাশ ঠেলে
শহরে- জঙ্গলে আমি এসেছি আমার সব ছেঁড়া- খোঁড়া
পালক কুড়োতে।

BANGODARSHAN.COM

গোল অগ্নিকাণ্ড

---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

চৌকো অ্যাসট্রের ভিতরে
মাঝে মাঝে ঘটে যায় গোল অগ্নিকাণ্ড।
একটা আধমরা সিগারেট
দশটা মরা সিগারেটের সঙ্গে ফিসফিস
তারপরই এগারো নম্বর সিগারেট
আগুনের জামা পরে
রক্তমাখা সেনাপতির মতো জেগে ওঠে
ছাই ভস্মের ময়দানে।
সোফায় হেলান দেওয়া মানুষটি
অথবা
গম্বুজে হেলন দেওয়া মানুষগুলো
কোনো না কোনো সময়ে ভুল করবেই।
আর তখনই
চৌকো অ্যাসট্রের ভিতরে
গোল অগ্নিকাণ্ড।

BANGODARSHAN.COM

কেরোসিনে, কখনো ক্রন্দনে

---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

জ্যেতির্ময় বিছানা তোমার
তুমি বৃক্ষে শুকাও চাদর
তোমার বালিশ থেকে তুলো
উড়ে আসে আশ্বিনে- অঘ্রাণে।

পশমের লেপ ও তোষক
মসৃণতা ভালোবাসো তুমি
আমাদের নখে বড় ধুলো
মাংসাশীর হাড়- কাঁটা দাঁতে।

তুমি সূর্য ঘোরাও আঙুলে
নক্ষত্র- শাওয়ারে করো স্নান
আমাদের হ্যারিকেন জ্বলে
কেরোসিনে, কখনো ক্রন্দনে।

BANGODARSHAN.COM

কথা ছিল না ----প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

কাল রাত্তিরে
সূর্যের মুখে ফুটে উঠেছিল
হো চি- মিনের হাসি।
অথচ কাল রাত্তিরে
সূর্য ওঠার কথা ছিল না।

পরশু বিকেলে
সাত বছরের কালো গোলাপটা
থেঁতলে গেল
ইস্পাতের লরীতে।
অথচ কালো গোলাপটার
ফুটপাথে ফোটার কথা ছিল না।

আজ সকালে
বন্দুকের শব্দে সাদা হয়ে গেল
সবুজ বন।
অথচ মানুষের মুঠোয়
বন্দুক থাকার কথা ছিল না।

BANGODARSHAN.COM

আমি আছি আমার শস্যে বীজে

---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

আর কী দিয়ে পূর্ণ করবে তুমি
শূণ্য আমার খাঁচা?
যার সমস্ত লুট হয়েছে তারও
ফুরোয়নি সব বাঁচা।
কলসী থেকে খেয়েছো শুষে জল
আগুনে ছুঁড়ে দিয়েছো মখমল
বিছানা থেকে কেড়েছো কম্বল
দুধের থেকে সর
আকাশে- মেঘে রটিয়ে বেড়াও তবু
- আমিই তো ঈশ্বর।
নিজের ঘাস চিবিয়ে খাও নিজে
আমি আছি আমার শস্যে, বীজে
তোমাকে আর দরকারই বা কী যে
দগ্ধ এ উদ্যানে।
সর্বস্বান্ত হয়েও তো কেউ কেউ
বাঁচার মন্ত্র জানে।

BANGODARSHAN.COM

আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

সাইকেল রিকশায় চেপে আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে
সূর্যের নিকটে।
যেহেতু আমার সাদা গাড়ি নেই, রণ- পাও নেই
যেহেতু আমার লাল গাড়ি নেই, বকস- আপিস নেই
যেহেতু আমার নীল গাড়ি নেই, পদোন্নতি নেই
সাইকেল রিকশায় চেপে আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে
সূর্যের নিকটে।
মানুষ ও আকাশের মাঝখানে কোনো ব্রীজ নেই
পাড়াগাঁয়ে যে- রকম বাঁশের নরম সাঁকো থাকে।
শিরীষ ছায়ায় ঢাকা একফালি স্টেশন অথবা
খুব সরু বাস স্টপও নেই কোনো নক্ষত্রের কাছে পৌছবার।
হঠাৎ জরুরী কোনো ইনজেকশন নিতে হয় যদি?
হঠাৎ বোধের নাড়ি ছিড়ে যদি রক্তপাত হয়?
হঠাৎ বিশ্বাস যদি নিভে যায় মারাত্মক ফুঁয়ে?
মানুষ তখন কার কাছে গিয়ে বলবে – বাঁচাও?

যেহেতু আমার সাদা সুটকেশে সব আছে, অগ্নিকণা নেই
যেহেতু আমার নীল পাসপোর্টে সব আছে, অস্ত্রাগার নেই
যেহেতু আমার খাঁকী হোল্ড- অলে সব আছে, অমরতা নেই
সাইকেল রিকশায় চেপে আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে
সূর্যের নিকটে।

BANGODARSHAN.COM

আমরা ---- প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

মৃত্যুর মুহুর্ত আগে
‘সভাতার সংকট’ এর মতো তীব্র রক্তাক্ত আগুন
নিজের পাঁজরে যিনি জালিয়েছিলেন,
আমরা তাঁহারই যোগ্য বংশধরগুলি
দৈনিকের মাসিকের বার্ষিকের নিউজপ্রিন্টের
হলুদ মাঠের পরে গাণ্ডীবের ভাঙা বাঁট নিয়ে
খেলিতেছি অপূর্ব ডাংগুলি।

BANGODARSHAN.COM

আত্মচরিত ----প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

আমার বয়স ৪৮।
আমার মাথার প্রথম পাকা চুলের বয়স ২০।
এবং আমার স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতরে স্তবকে স্তবকে সাজানো যে- সব স্মৃতি
তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০০ বছরের চেয়ে পুরনো।
সর্বক্ষণ পাঁজবার আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকে যে- বিষাদ
একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কত বয়স হলো হে?
বললে, ২০০৬ এর কাছাকাছি এলে কানায় কানায় ৭০০ বছর।
কেননা দীর্ঘ বিদীর্ণ দান্তে নিজের রক্তে কলম ডুবিয়েছিলেন
আনুমানিক ১৩০৬ এ, লা দিভিনা কোমমেদিআ- র জন্যে ।
স্তম্ভ এবং তরবারির বিরুদ্ধে
আমি নয়, কেননা আমি খুব বিনীত, প্রায় লতানে গাছের মতো নম্র
এমন কি যে- কেউ যখন খুশী মচকে দিতে পারে এমনই রোগা পটকা,
স্তম্ভ এবং তরবারি এবং যে কোনা সুপারসোনিক গর্জনের বিরুদ্ধে
আমি নয়, আমার ভিতর থেকে তেড়ে ফুঁড়ে জেগে ওঠে
কামান বন্দুকের মতো শক্ত সমর্থ এক যুবক।
ঐ যুবকটির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিলো চতুর্দশ লুয়ের আমলে
১৭৮৯ এর প্যারিসে, বাস্তিল দুর্গের দরজার সামনে।

আমার বয়স ৪৮ কিংবা ৪৯।
কিন্তু আমার ভালোবাসার বয়স ১৮।
যেহেতু আকাশের সমস্ত নীল নক্ষত্রের প্রগাঢ় উদ্দীপনার বয়স ১৮।
যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত রূপসী নারীর
জ্যোৎস্না এবং অগ্ন্যুৎপাতের বয়স ১৮।

BANGODARSHAN.COM

আগুনের কাছে আগে

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

হৃদয়ের কাছে আমি আগে কত গোলাপ চেয়েছি
এখন পাউরুটি চাই, সিমেন্টের পারমিট চাই।
সেই রমণীর কাছে আগে কত ভূ- স্বর্গ চেয়েছি
এখন দেশলাই চাই, হাতপাখা, জেলুসিল চাই।

আগুনের কাছে আগে মানুষেরা নতজানু ছিল।
মানুষের সর্বোত্তম প্রার্থনায় বিস্তীর্ণতা ছিল:
আমাকে এমন জামা দাও তুমি, এমন পতাকা
হীরের আংটির মতো মূল্যবান এবং মহান।
আগুনের কাছে এসে এখন মানুষ করযোড়ে
ভোট চায়, কমিটির ডানলোপিলো- আঁটা গদি চায়
মহিষাসুরের নীল খড়্গ চায়, অথবা পিস্তল।

মানুষ মেঘের কাছে আগে কত কবিতা চেয়েছে
এখন পেট্রোল চায়, প্রমোশন, পাসপোর্ট চায়।

BANGODARSHAN.COM

অতিক্রম করে যাওয়া

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

অতিক্রম করে যাওয়া শিল্পের নিয়ম
ঘুটের ছাপের মতো
ক্ষতচিহ্নে ছেয়ে গেছে জীবন, সময়
রক্তের জানালা ভেঙে
তবু সূর্যকরোজ্জাল বাঁশি ডেকে যায়
ঝড়ের রাতের অভিসারে।
অতিক্রম করে যাওয়া
জীবনেরও নিশ্চিত নিয়ম।
পাহাড়ের চুড়োগুলো অতিক্রম করে গেছে
মেঘ।
কোনার্ক- রথের চাকা
বিংশ শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করে চলে যায়
আরো দূর শতাব্দীর কাছে।

তুমি খুব ভালোবেসেছিলে
তুমি খুব কাছে এসেছিলে।
এখন তোমারও সৌধ ভেদ করে
চলে যেতে হবে
আরো বড় বেদনার
আরো বড় আগুনের আরতির দিকে।

BANGODARSHAN.COM

অক্ষরমালার কাছে

- - - - প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ

অক্ষরমালার কাছে নতজানু হয়ে আছি আমি।

পুরনো এবং ছেঁড়াখোড়া শাড়ি- জামা- পাজামার বদলে
আমার স্ত্রী কিনে থাকেন ঝকঝকে বাসন।
মহৎ কিংবা রক্তিম আলোর ভাবনা
বেচতে আসে না কোনো ফেরিওয়ালা
সুতরাং নিজের হাতেই আমাকে খসাতে হয় নিজের ফাটল,
নিজের রক্তপাতের মাজাঘসায়
বাসী বাসনকে ঝকঝকে করতে হয় এটো- কাঁটা সরিয়ে।

এইভাবে
অক্ষরমালার কাছে নতজানু হয়ে আছি আমি।

BANGODARSHAN.COM

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা, তোমরা রয়েছ বলে আছি।
চামচিকের নাচানাচি গাঢ়তর করেছে আঁধার
কোলাব্যাঙ জেনে গেছে তার হাতে মেঘ, অন্নজল
মাকড়সারও বড় সাধ মাঝ গাঙে মাছ ধরবে জালে,
ইদুর সুড়ঙ্গ কেটে চলে যাবে চাঁদের পাহাড়ে।

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা, তোমরা রয়েছ বলে আছি।
শিকড়ে জড়ানো মাটি, হাঁটাহাঁটি ব্যস্ত শত মুলে
শাখায় সংসার, পুষ্প- পল্লবের উঠোন দালান
মৃত্যু আছে সেখানেও, খরা আছে, বহু ভাঙচোর
ঝড় কিছু কাড়ে, কিছু বৃষ্টিজল ভাসায়- পচায়
রোদ্দুর চিবোয় কিছু, ঝরে যায়, তবু ঢের থাকে
শিশিরে স্নানের যোগ্য। পৃথিবীর তামাটে প্রান্তরে
তোমারই একমাত্র শামিয়ানা, সুস্থ, সভা, সুদৃশ্য ভাষণ।

গরুর গাড়ির ধুলো বাতাসের যতটা গভীরে
যেতে পারে, শিশু যায় জননীর যত অভ্যন্তরে
তোমরা গিয়েছ এই পৃথিবীর ততটা নিকটে।
সূর্য থেকে কতটুকু অগ্নিকণা নিতে হয় জানো
মেঘ থেকে কতটুকু জ্যোৎস্না ও কাজল
মলিনতা থেকে মুক্তো, আবর্জনা থেকে খাদ্যপ্রাণ।
দিগন্তের কোন দিকে প্রকৃত আপন গৃহকোণ,
কে আত্মীয়, শ্মশানের বিশ্বস্ত সুহৃদও কারা জানো।

হে স্বচ্ছন্দ তরুলতা, তোমরা রয়েছ বলে আছি।
জেনেছি বাঁচার অর্থ, অবিচ্ছিন্ন ফোটা, জেগে থাকা
প্রত্যহ উৎপন্ন হওয়া, প্রতিদিন নবদুর্বাদল।

BANGLADARSHAN.COM

হিংসে করে ---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

তোমার ওষ্ঠ করবী গাছ
বাল্যকালের শিউলিতলা
পরিব্রাজক
কোঁচড় ভর্তি কুড়িয়ে নিলেও
অনেক থাকে আঁচল পাতার
উচ্চাভিলাষ।

মেঘ কখনো ফুরোয় নাকো
হাজার দাঁতে কামড়ে খেলেও
আক্রমণে
বৃষ্টি থেকে আঁজলা নিলে
বৃষ্টি থাকে সেই যুবতী
উচ্ছ্বসিত।

তোমার থেকে যা কিছু নিই
জলন্ত মোম সব গলে যায়
আগুন থাকে।
হিংসে করে, হিংস্র করে
তোমাকে কোনো ধুপের রাতে
ধ্বংস করি।

BANGODARSHAN.COM

সোনার কলসী ভেঙে যায়

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

সোনার কলসী ভেঙে যায়, উজ্জল সিঁড়িতে।

পাহাড়ও এমন করে ভাঙে
ঝর্ণার আছড়ানো জলে, সাদা ফেনা, ঘুর্ণিময় তোড়,
অথচ তা রক্তারক্তি যুদ্ধদাঙ্গা নয়।

এই ভাঙ্গা পরস্পর মিশে যাবে বলে
এর স্বাদ ওর, করতলে
ওর দেহে ঢলোঢলো শালবীথি- ভাসানো প্লাবনে
এর দেহ নেমে যাবে স্নানে।

সোনার কলসী ভেঙে যায়, উজ্জল সিঁড়িতে।

নবীন জলের ঢেউ ধাপে ধাপে নামে ও গড়ায়
বাহু থেকে ব্যাকুল আঙুলে
গর্তে গর্তে, রোমকুপে, প্রত্যেক প্রতীক্ষারত চুলে।
তরুলতা যে- রকম সর্বাঙ্গীন আত্মসমর্পণে
গাছকে জড়ায়
সেইভাবে ক্রমাগত সর্বস্ব হারিয়ে নেমে আসে
সর্বস্বের লোভে।
আজ সে সমুদ্রকুলে জ্যোৎস্নায় নদীর সঙ্গে শোবে।

জলের গেলাস যদি পেয়ে যায় রোদে পোড়া হাত
সেই ভাবে ভেঙে ভেঙে পরস্পর প্রিয় আত্মসাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য ও সময় ---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

হয়তো সূর্যের দোষে আমাদের রক্ত আর ততখানি অগ্নিবর্ণ নয়।
নিমের পাতার মতো নুয়ে গেছে হাত আর হাড়
কবে কবে কমণ্ডলু ভরে গেছে কার্তিকের হিমে, হাহাকারে।
যে- সব পাখিরা আগে মারা গেছে আকাশের আলোর উঠোনে ধান খুঁটে
সেই সব পাখিদের পালকের শতচ্ছিন্ন আঁশ
সেই সব পাখিদের দুবেলার কথাবার্তা, দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস
বাতাসের ভিড় ঠেলে এখন ক্রমশ এসে আমাদেরই কাছে ঠাঁই চায়।

সবই কি সূর্যের দোষে? সময়েরও বহু দোষ ছিল।
সময়ের এক চোখে ছানি ছিল অবিবেচনার
জিরাফের গলা নিয়ে সে শুধু দেখেছে দীর্ঘ অট্টালিকা, কুতুবমিনার
দেখেছে জাহাজ শুধু, জাহাজের মাস্তুলের কারা কারা মেসো পিসে খুড়ো
দেখেনি ধুলো বা বালি, ভাঙা টালি, কাঁথা- কানি, খড়, খুদ- কুঁড়ো
দেখেনি খালের পাড়ে, ঝোপে- ঝাড়ে, ছেঁড়া মাদুরেতে
আরও কি কি রয়ে গেছে, আরো কারা ঊর্ধ্বমুখী সূর্যমুখী হতে চেয়েছিল
কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ বিরুদ্ধতা ঠেলে।

সময়েরই দোষে
আমাদের বজ্র থেকে সমস্ত আগুন খসে গেল
যে রকম বাগানের ইচ্ছে ছিল পাথরের, কাঁকরের বর্বরতা ভেঙে
যে রকম সাঁতারের ইচ্ছে ছিল জলে স্থলে সপ্তর্ষিমণ্ডলে
ক্রমে ক্রমে সূর্য ম্লান
ক্রমে ক্রমে সময়ের সমস্ত খিলান
পোকার জটিল গর্তে, ঘুণে, খুনে জীর্ণ হল বলে
সোজা ঘাড়ে শাল ফেলে সে রকম হাঁটা চলা বাকী হয়ে গেল।

আবার এমনও হতে পারে
আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আলিঙ্গন, অঙ্গীকার, উষ্ণতার তাপ
কিছুই পায়নি বলে সূর্য ও সময়
প্রতিদিন নিজেদের সমুজ্জল প্রতিভাকে ক্ষয় করে করে,
বেদগানে যে রকম শোনা গিয়েছিল, তত অগ্নিবর্ণ নয়।

BANGLADARSHAN.COM

সব দিয়েছেন

- - - - আমিই কচ আমিই দেবযানী

দেবার সময় সব দিয়েছেন তিনি।
সাগর জলে নোনা এবং
চায়ের জলে চিনি।
রূপ দিয়েছেন
ধূপ দিয়েছেন
মনকে অন্ধকূপ দিয়েছেন
চাঁদের আলোয় বিষ দিয়েছেন রাতে
তাঁরই কাচের বাসন ভাঙে সামান্য সংঘাতে।
দেবার সময় যা দিয়েছেন
নেবার সময় সবই নেবেন তুলে।
থাকবে কিছু রক্তফোঁটা
ঘনান্ধকার রাত্রে ফোটা
ব্যথাকাতর দু- একটি আঙ্গুলে।

BANGODARPAN.COM

যখন তোমার ফুলবাগানে

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।
অপরাধের হাওয়ায় ছিল ত্বরিৎগতি
সেই কাঁপুনি ঝাউ পাতাতে, ক্ষয়ক্ষতি যার গায়ের ধুলো
এমন মাদল, যার ডাকে বন আপনি দোলে
পাহাড় ঠেলে পরাণ- সখা বন্ধু আসে আলিঙ্গনে
সমস্ত রাত পায়ে পরায় সর্বস্বান্ত নাচের নেশা।
দস্যু যেমন হাতড়ে খোঁজে বাউটি বালা কেউর কাঁকন,
জলে যেমন সাপের ছোবল
আলগা মাটির আঁচল টানে
দ্বিধাকাতর দেয়াল ভাঙে নোনতা জিভে
কালকে তোমার ফুলবাগনে তেমনি আমার নখের আঁচড়
লজ্জা দিয়ে সাজানো ঘর লুট করেছে।

কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি ।
ঝাঁপ দিয়েছি সর্বনাশের গোল আগুনে
উপরে কাঁটা নীচেয় কাঁটা শুকনো শেঁকুল
তার ভিতরে লুকিয়ে আঁটা সন্নেসীদের কাতান বঁটি
ধর্ম- কর্ম- নিয়ম- নীতি।
ঝাঁপ দিয়েছি উপোস থেকে ইচ্ছা- সুখের লাল আগুনে

পুড়বে কিছু পালক পুড়ুক
অশ্বমেধের ভস্ম উড়ুক বাতাস চিরে।
আলগা মুঠো, পাক, না কিছু খড়ের কুটো।
হ্যাংলা পাখি যা খেতে চায় ঠুকরিয়ে খাক।

লেপ তোষকের উষ্ণ আদর না যদি পাই
একটুখানি আঁচল পেলেই গায়ের চাদর।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক দিনের হাপিত্যেশে চোখের নীচে শোকের কালি
বুকের মধ্যে অনেকখানি জায়গা খালি শয্যাপাতার
তুলোর বালিশ ধুলোয় কেন মাথায় থাকুক।

কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।
কালকে ভীষণ গোঁয়ার্তুমি ঝাপটে ছিল পিঠের ডানায়
রক্তনদী কানায় কানায় উথাল- পাথাল
কামড়ে ছিঁড়ে নিংড়ে খাবে, ইচ্ছে চুরি
সমস্ত ফুল বৃন্ত কুঁড়ি, ডালপালা মুল
এমনকি তার পরাগ শুদ্ধ গর্ভকেশর।
কালকে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁকড়া চুলে
শাদা হাড়ের দরজা খুলে রক্তে ঢুকে
খেপিয়েছিল পাঁকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা জন্তুটাকে।
বাঁধ মানে না, ব্যাধ মানে না এমন দামাল
একটুখানি রক্তমাখা মিষ্টি হাসির গন্ধ পেলেই
পলাশ যেমন এক লহমায় রাঙা মশাল জ্বালায় বনে
তেমনি জ্বালায় নিজের চোখে বাঘের চোখের অগ্নিকণা
মুখস্থ সব অরণ্যানীর পথের বাঁকে
আক্রমণের থাবা সাজায় সংগোপনে,
বনহরিণীর চরণধ্বনি কখন আসে কখন ভাসে।

সেই কাঙালই সব কেড়েছে কালকে তোমার
কালকে তোমার ডাল ভেঙেছি, ফুল ছিঁড়েছি।

আজকে দেখি খালি মুঠোয়
অন্য রকম কষ্ট লুটোয় ছটফটিয়ে।
বাসর- ভাঙা বাসি ফুলে উড়ছে মাছি
কেবল স্মৃতি গন্ধ আছে, তাইতে আছি গা ডুবিয়ে।
ডুবতে ডুবতে সব চলে যায় অন্য পারে
সুর্য থেকে সন্ধ্যা ঝরে শিশির- কাতর।

BANGLADARPAN.COM

আরো অনেক ডুবতে থাকে হয়তো ছায়া, হয়তো ছবি
বৃহৎ শাড়ি যেমন ডোবে বালতি খানেক সাবান জলে।
আষ্টেপৃষ্ঠে কোমর দড়ি কেউ কি বাঁধে দিগন্তকে ?
নৌকাডুবির মতন গাঢ় আর্তনাদে
কেউ কি কাঁদে আঁধার- ভর্তি হলুদ বনে?
কালকে ছিল ঝলমলানো, আজকে বড় ময়লা ভুবন
এই ভুবনে আমার মতো করুণ কোনো ভিখারী নেই।
বুঝলে শুধু বুঝবে তুমি, তাকিয়ে দেখ
দুই হাতে দুই শুন্য সাজি, দাঁড়িয়ে আছি
উচ্ছ্বসিত পুষ্পরাজি যখন তোমার ফুলবাগানে।

BANGODARSHAN.COM

বোধ ----আমিই কচ আমিই দেবযানী

আমাকে ছুঁয়েছো তুমি
শরীর পেয়েছে প্রিয় রোদ।
আমার যা- কিছু ভেসে গিয়েছিলো
কুয়াশার পারে
সব ফিরে পেয়ে যাব এই তৃপ্ত বোধ
আমাকে করেছে নীল পাখি।

বৃক্ষরোপণ ----আমিই কচ আমিই দেবযানী

মেঘ দেখেছে, ঢেউ দেখেছে
আর দেখেছে কাছের অন্ধকার
পাড়া- পড়শী কেউ দেখেনি, সবটা গোপন
বৃক্ষরোপণ
সেদিন তোমার মর্মমূলে।
ভীষণ ভূমিকম্পে দুলে
হঠাৎ যেদিন ছিটকে যাবে সকল খেলা
লুকোচুরির
মস্ত ছুরির একক ঘায়ে ভাঙবে যখন
দখলদারির দালান- কোঠা
রঙীন সুতোর সমস্ত ফুল
এবং বোঁটা
প্রকাশ্য রোদ বৃষ্টি তাপে,
তখনো দুই স্পর্শকাতর মনের খাপে
বৃক্ষরোপণ
সেদিন তোমার মর্মমূলে।

BANGLADARSHAN.COM

বিষন্ন জাহাজ ----আমিই কচ আমিই দেবযানী

আমরা যেখানে বসেছিলাম
তার পায়ের তলায় ছিল নদী
নদীতে ছিল নৌকা
আর দূরে একটা বিষন্ন জাহাজ।
আমি যখন তোমার
তুমি যখন আমার ঠোঁটে বুনে দিচ্ছিলে
যাবজ্জীবনের সুখ
ঠিক সেই সময়ে ডুকরে কেঁদে উঠল জাহাজটা
ভোঁ বাজিয়ে।
তারপর থেকে রোজ
আমাদের যাবজ্জীবন সুখের ভিতরে
একটু একটু করে ঢুকে পড়ছে সেই বিষন্ন জাহাজ
তার সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ বাজিয়ে।

BANGODARSHAN.COM

পান খাওয়ার গল্প

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

সবুজ পাতায় প্রথম মাখালে চুন
আট- পহরের ঘাঁটা বিছানায় ধপ ধপে সাদা চাদর
তারপর সেই সাদা চাদরে জাঁতিকাটা ফালা ফালা সুপরি
বহু যুগের ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে যে মরেছে তার কঙ্কাল,
আরেকবার বাঁচার ইচ্ছেয় যার হাড়ের ফুটোগুলো
এখনো বাঁশীর মতো ব্যাকুল
অর্থাৎ আমি,
খানিক পরেই আমার পাশে এনে বসাল তোমাকে
কেয়া- খয়েরের কুঁচি
গা ফেটে বেরোচ্ছে ঋতুবতী রমণীর নরম গন্ধ
এমন গন্ধ যে ঘুমোতে দেয় না নিশ্বাসকে
এমন নরম যাতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় সর্বঙ্গ।

তিনদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে কে যেন মুড়ে দিল আমাদের
আর, হরিণের হলুদ মাংসে যেমন ব্যাধের তীর,
তেমনি একটি কঠিন লবঙ্গ ভেদ করে চলে গেল
তোমার মধ্যে আমাকে
আমার ভিতরে তোমাকে।

আমি বললাম, সুখী
এই বনগন্ধকেই তো শরীর ছিঁড়ে খুঁজেছি সারাটা গ্রীস্ম।
তুমি বললে, সুখী
তোমার চৌচির ডালপালাকে দেব বলেই তো সাজিয়েছি আমার বসন্ত।

আমাদের সামনে তখন অনন্তকাল।
আমাদের জিভের লালায়, দাঁতের কামড়ে, হাতের থাবায়

BANGODARSHAN.COM

পৃথিবীর যত বন, তার গন্ধের ফেনা
যত পাখি, তার পশমের রোদ
যত নদী, তার নুড়ি পাথরের গান।

অমরতার ময়ুর নাচ দেখাবে বলে
যখন একটু একটু করে পেখম মেলছিল রক্তে
ঠিক তখুনি, দুটি আকীর্ণ শরীরের গোপন ভাস্কর্যকে ভেঙে- চুরে,
কেউ একজন চিবিয়ে খেতে লাগল আমাদের খিলিশুদ্ধ।
আমরা রক্তপাতের মতো গড়িয়ে পড়ছি তার ঠোঁটের কশ বেয়ে।

BANGODARSHAN.COM

পাখি বলে যায়

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

ওপারে আমার ডিঙি পড়ে আছে, এপারে জল।
অনর্গল
পাতা ঝরে পড়ে। বৃদ্ধ বটের দীর্ঘশ্বাস
মেটে আকাশ
কালো থাবা নাড়ে, যেন গোগ্রাসে গিলবে সব
অর্বাচীন
পাখি বলে যায় আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।
ওপারে আমার ভিঙি পড়ে আছে, এপারে চর ধুলি কাতর
পথের দুধারে দুঃখিত বন, ঝাপসা চোখ।
ভীষণ শোক
যে- ভাবে কাঁদায়, সেইভাবে নামে নির্বিকার
মেঘলা দিন।
পাখি বলে যায় আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।

ওপারে আমার ডিঙ্গি পড়ে আছে, এপারে ঘাট
খোলা কপাট
ঘরে ডেকে আনে সেই হাওয়া যার হৃদয় নেই।
চারিদিকেই
মনে হয় যেন মরণপন্ন কারো অসুখ
চেতনাহীন।
পাখি বলে যায় আজ দুর্যোগ ক্ষমতাসীন।

BANGODARSHAN.COM

না ---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনির্বচনীয়তা
দাওনি।
আকাশ ভর্তি মেঘ করেছে, মেঘের হাতে তানপুরা
গাওনি।
পায়ের কাছে পৌঁছে দিলাম নৌকা বোঝাই বন্দনা
দাওনি।
গোপন কথা জানিয়েছিলাম, দুত ছিল রাজহংসেরা
পাওনি।
চাইবে বল রক্তকমল ভিজিয়ে দিলাম চন্দনে
চাওনি।
তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনির্বচনীয়তা
দাওনি।

BANGODARSHAN.COM

ধুপকাঠি বেচতে বেচতে

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

ধুপকাঠি বেচতে বেচতে কতদুর যেতে পারে একাকী মানুষ?
তাকে তো পেরোতে হবে বহু বন, বহু অগ্নি খাণ্ডব দাহন।
কিছু বন চিনি আমি, পেঁচারা যেখানে বসে কেবলই ধ্বংসের কথা বলে
মগডালে পা ঝুলিয়ে মড়কের হাসি হাসে উলঙ্গ বাদুড়।
দ্বাদশী চাঁদের চেয়ে কয়েকটা চিতাবাঘ পেলে তারা বড় খুশী হয়।
কিছু গাছ চিনি আমি, যাদের মজ্জায় রক্তে রয়ে গেছে আদিম সকাল।
বাইসনের মুণ্ডু ছাড়া আর কোনো উৎসবের নাচ যারা দেখেনি কখনো
কিছু গাছ চিনি, যারা এখনো শোনেনি কিংবা শুনে ভুলে গেছে
পৃথিবীতে প্রেম নামে একটা শব্দের চাবি কত দরজা খোলে
অহংকার শব্দটিকে ঘিরে কত বাউণ্ডুলে নক্ষত্রেরা আগুন পোহায়
বিষাদ শব্দের মধ্যে বয়ে যায় কি রকম আত্মঘাতী সাদা ঝর্ণাজল।
তারা শুধু কয়েকটি চৌকিদার ও দারোগাকে চেনে
চেনে কিছু শিকারীকে, বন্দুকের নল, কিছু আহত পাখির সরু ডাক।
কাড়া নাকাড়ার চেয়ে আর কোনো মর্মস্পর্শী সুর তারা শোনেনি কখনো।
মানুষ একাকী হেঁটে পার হবে অরণ্যের আগুনে গহ্বর
প্রতিভার মতো আলো, মেধার মতন খর রোদে
পৃথিবীকে প্রসারিত করে দেবে বহুদুর পর্বত সিন্ধুর পরপারে
এমন পথিক তারা কখনো দেখেনি, দেখে অট্টহাসি হাসে।
এই সব আহাম্মক গাছ মারা গেলে
কাঠ হয়, ইস্কুলের বেঞ্চি হয়, ব্ল্যাক বোর্ড, জলচৌকী হয়।
ইলেকট্রিক টাঙানোর খুঁটি হয় মাঠে খালে বিলে
ঘুণে জর্জরিত হয়, খসে খসে পচে মাটি হয়।
ধুপকাঠি বেচতে বেচতে যারা একা পৃথিবীর আঁশটে গন্ধ কাদাজলে হাঁটে
মৃত্যুর পরেও তারা কিছুকাল, চিরকাল বেঁচে থাকে স্মরণীয়তায়
মৃত্যুর পরেও বুদ্ধ যেরকম বেঁচে আছে বোধে, সাঁচীস্তুপে।

BANGLADARPAN.COM

দেবতা আছেন

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

দেবতা আছেন কোথাও কাছাকাছি
পায়ের চিহ্ন বনে
বনের চিহ্ন তারঁই তুলির টান
সরল রেখাঙ্কনে।
জানি না ঘর বসত- বাটী ডেরা
আছেন জানি শুধু
প্রতিদিনের কাঠে ও কেরোসিনে
উঠোন- ভর্তি দুঃখে ও দুর্দিনে
তাঁরই ব্যথার অগ্নিকণা ধু ধু ।

তুমুল হাওয়া, তরল রক্তপাত
চতুর্দিকে দাঁড়কাকেদের দাঁত
স্তুপীকৃত করাত- চেরা বুক।
কুরুক্ষেত্রে ভাঙা রথের চাকা
মৃত মানুষ জ্যান্ত শকুন ঢাকা
তীর ধনুকে ঝলমলিয়ে হাসে
তাঁহারই কৌতুক।

দেবতা আছেন কোথাও কাছাকাছি
হয়তো বোধে, হয়তো ক্রোধে, ক্ষোভে
অবিশ্বাসেও হয়তো কারু- কারু
তাঁরই ডাকে বজ্র ডাকে মেঘে
রৌদ্র ওঠে প্রতিজ্ঞায় রেগে
দৃপ্ত হাঁটে দীর্ঘ দেবদারু।

দেবতা আছেন কোথাও কাছাকাছি
জানি না ঘর বসত- বাটী ডেরা।
প্রতিদিনের খড়ে এবং কুটোয়
তার ভিতরেই বিদীর্ণ প্রায় তাঁহার
দুঃখী চলাফেরা।

BANGLADARSHAN.COM

কে খেয়েছে চাঁদ ---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

দাঁতে কামড়িয়ে কে খেয়েছে চাঁদ?
সন্ধেবেলায়?
মহাশূন্যের ছড়ানো টেবিলে
পড়ে আছে যেন ছিরিছাঁদহীন ভাঙা বিস্কুট।
কে খেয়েছে চাঁদ?
ক' দিন আগেও কোজাগরী শাড়ি লুটিয়ে হেঁটেছে
বর- বর্ণিনী।
যমুনার মতো চিকন অঙ্গ
বুকে তরঙ্গ, কাঁখে তরঙ্গ
আকাশের ঘাটে স্নান করে গেছে লজ্জা ভাসিয়ে
কলসী ভাসিয়ে।
কে খেয়েছে চাঁদ?

কার তৃষ্ণার উনোনে আগুন জ্বলে উঠেছিল?
আগুন দিয়ে কে মেজেছিল দাঁত?
ইচ্ছা- সুখের কালো ভীমরুল
কাকে কামড়িয়ে করেছিল লাল?
কে খেয়েছে চাঁদ?
রত্নের থালা কে এটো করেছে জিভের লালায়?
আলোর কুসুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মালা
কে গেঁথেছে মিহি মনের সুতোয়?
ফুসলিয়ে তাকে নদীর আড়ালে কে নিয়ে গিয়েছে?
সন্ধেবেলায়?
কে খেয়েছে চাঁদ?

BANGODARSHAN.COM

কাঠঠোকরা ---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

কুড়োলে কাটার বয়স হয়ে এল।
এবার চোখে ছানি, চুলে পাক।
এখনো তোর ক্ষিধে মিটল না হারামজাদা?
আমি কি গাছ আছি সেই আগের মতো?
ছাল ফেটে আটখানা, হাজারটা ক্ষত
হাড়ে- মাংসে এ- ফোঁড় ও- ফোঁড় সেলাই।
সুতোটা রঙিন, তাই রক্ষে
ফোঁপরা ভেতরটা এড়িয়ে যায় দশজনের চক্ষে।
যখন বয়স ছিল, দিয়েছি, যখন যা চেয়েছিস।
ঠুকরে খেয়েছিস।
চাইলি নদীর মতো শরীর, ভাসতে ডুবতে
চাইলি গন্ধ রুমাল, টাটকা ঠোঁট গোলাপে রাঙা,
পা ছড়িয়ে শোবার পালঙ্ক, পা ছড়িয়ে বসার ডাঙা।
চাইলি মানপত্র সোনার থালায়
তুমুল করতালি, কুর্চিফুল গলার মালায়
চাইলি জিরাফের গলা, আকাশ থেকে যা দরকার পাড়বি,
চাইলি লম্বা নখ, দ্রৌপদীর শাড়ি কাড়বি
রোদ চাইলি রোদ, জ্যোৎস্না চাইলি জ্যোৎস্না
সবই তো কাসুন্দির মতো চাটলি
এবার একটু থির হয়ে বোস না।
তা নয়, কেবল ঠোকর ঠোকর, ঠোঁটের ঘা।
খুদ- কুঁড়ো বলতে এখন আছে তো কেবল স্মৃতি
হতচ্ছাড়া! তাই খাবি? তো খা।

BANGODARSHAN.COM

ওলটপালট ----আমিই কচ আমিই দেবযানী

দরজা ভেঙে দেয়াল ভেঙে ভেঙে
ঘর করেছি খালি।
এখন শুধু অপেক্ষমান
মেঘ শোনাবে মন্দ্রিত গান
ঝড়ের করতালি।

মনের মধ্যে অসংখ্য ঝোপ- ঝাড়
নরুন, ছুঁরি, কাঁচি
কুড়োল কাটে গাছের গুড়ি
ফুল শুকিয়ে পাথর নুড়ি
তার ভিতরেই বাঁচি।

দরজা ভেঙে, দেয়াল ভেঙে ভেঙে
ঘর করেছি খালি।
এখন শুধু ঝড়ের হাসি
উড়বে আবর্জনারাশি
নোংরা ধুলোবালি।

মেঘের ঝুঁটি ঝড়ের কালো জটায়
দেখবো কেমন ওলটপালট ঘটায়।

BANGODARSHAN.COM

এখন সবচেয়ে জরুরী

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

পুরুলিয়ার জন্য এখন সবচেয়ে জরুরী মেঘ
বাঁকুড়ার জন্য সবচেয়ে জরুরী বৃষ্টি
আর আমার ভাঙা দেরাজের জন্য
সেই রমণীর ভালোবাসা।
অমনোযোগের চড়বড়ে রোদে পুড়ছি আমরা তিনজন
যেন যজ্ঞের কাঠ।
পুরুলিয়াকে বাঁচালে
পুরুলিয়া আবার ছৌ- নাচের ময়ুর।
বাঁকুড়াকে বাঁচালে
বাঁকুড়া আবার লক্ষীর ঝাঁপি।
আমাকে বাঁচালে
খরার বুকে নুড়ো জালিয়ে ভাঙা দেরাজে মেরামতির কাজ
দীর্ঘশ্বাসের ঘুণ সরিয়ে নতুন ঝাঁট- পাট, লেপা- পোঁছা,
পুজো- পার্বণের মতো পরিপাটি চুনকাম মনের এপিঠ ওপিঠ।
পাড়া- পড়শীদের চোখ তখন চড়ক গাছে –
আ মরণ।
সেই ঘাটের মড়াটা পুণ্যিমের চাঁদ হয়ে উঠল যে আবার।

BANGODARSHAN.COM

এই ডালে

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

এই ডালে দুঃখ এসে বসেছিল কাল।
বসে বসে দেখে গেল পাতা ঝরা, শিশিরের ঝরা
দৃশ্যকে নিহত করে হেমন্তের বাবুগিরি চাল
ফিনফিনে আদ্দির ওড়াওড়ি।

মন্দিরে আরতি নেই, দেখে গেল ধূপে ছাই ঝরা
দেখে গেল বালিশের ফাটা মুখে তুলোর বুদবুদ।
মঞ্চে মৃত অন্ধকার, চরিত্রেরা আসেনি এখনো,
শুধু ড্রপসীনে
পাহাড়ের গায়ে নদী, পলেস্তারা- খসা নীল বন।
এই ডালে দুঃখ এসে বসেছিল কাল।

BANGODARSHAN.COM

আমিই কচ আমিই দেবযানী

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

একটা দিকে খাট পালঙ্ক, আরেকদিকে ঘাম
মধ্যিখানে যজ্ঞে জলে কাঠ
এক পা ছোটে ভুবন জুড়ে দিগ্বিজয়ী ঘোড়া
আরেক পায়ে জড়ানো চৌকাঠ।
তুলতে যাই ভোরের ফুল শিশিরকণাসহ
অগ্নিকণা লাফিয়ে ওঠে হাতে
ফর্সা রোদে শুকোতে চাই ময়লা বালুচরি
হৃদয় ভেজে অকাল বৃষ্টিপাতে।
শিরীষশাখা শান্তি দেবে, এলাম তপোবনে
হিংসা হানে দুয়ারে করাঘাত
যে ঠুকরে খায় সোনার খাঁচা অপমানের দাঁতে
তাঁর হাঁটুতেই নম্র প্রণিপাত।
একটা চোখে প্রগাঢ় প্রেম, আরেক চোখে ছানি,
আমিই কচ, আমিই দেবযানী।

BANGODARSHAN.COM

আমারই ভুলে

- - - - আমিই কচ আমিই দেবযানী
আমারই ভুলে
আজ প্রত্যুষে সুর্য ওঠেনি, পাঁশুটে আকাশে আলোর আকাল
আমারই ভুলে
মূর্ছিত মেঘ, খোঁপা- ভাঙা চুল, জলে একাকার যাবজ্জীবন
আমারই ভুলে
স্বেচ্ছাচারীর মতন বাতাস লুটপাট করে যেখানে সেখানে
আমারই ভুলে
ঝরে অরণ্য, ঝরে অরণ্যে পুরনো চিঠির মতো মৃত পাতা
আমারই ভুলে
ভুলপথে নদী ভাসিয়ে দিয়েছে শতাধিক সুখ, সাজানো বিছানা
আমারই ভুলে
একটি রমণী একাকী এখন কৌটোবন্দী কাতর ভ্রমর
আমারই ভুলে
আমি ফিরে আসি রাজগৃহ থেকে, ভিজি স্মৃতিজলে, নোংরা বালিশে।

BANGODARSHAN.COM

অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে

---- আমিই কচ আমিই দেবযানী

‘ আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার সকল প্রাণমন’
অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে
আক্রান্ত পাখির মতো ঘুরে ঘুরে বিপুল রোদনে
চিত্রাঙ্গাদার কণ্ঠে এই আর্ত গান।
একি শুধু নাটমঞ্চে ক্ষণিকের খণ্ডদৃশ্য নয়নাভিরাম?
একি শুধু ব্রতচারী অর্জুনের পায়ের পাথরে
কোন এক রমণীর সনির্বন্ধ প্রার্থনা, প্রণাম?
এই স্পষ্ট উচ্চারণ আমাদেরও কথা নয় বুঝি?
সামান্য নারীর মধ্যে সর্বান্তঃকরণে যারা খুঁজি
রাজেন্দ্রনন্দিনী,
যারা জানি পৃথিবীর কোনোখানে রয়ে গেছে
করো দুটি প্রদীপের চোখ
আলো কিংবা আলিঙ্গন দিয়ে
অথবা সকল আলো নিঃশেষে নিভিয়ে
ধুয়ে মুছে দিতে পারে আমাদের নশ্বরতা, সর্বাঙ্গের শোক।

একটি ওষ্ঠের পদ্ম একবার যদি যায় খুলে
এই সব ট্রাম, ট্রেন, টিভি, টেরিলিন
এই সব ধুরন্ধর মাকড়সার মিহিজাল লালায় মসৃণ
এই সব আস্তাকুড়, অবিবেচনার ব্যাপ্ত ডামাডোল ভুলে
যারা জানি পেয়ে যাবো শুকনো ঠোঁটে সরবতের স্বাদ
এতো আমাদেরই আর্তনাদ।
আমাদেরও কণ্ঠনালী সারেঙ্গীর কিছু সুর জানে,
আমাদেরও বহু কান্না
জলন্ত উল্কা পিণ্ড, ঝরে গেছে শুন্যের শ্মশানে।
দুঃখের উদ্ভিদগুলো ক্রমাগত কঠিন শিকড়ে
বুক চিরে নামে।
অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্রমাগত দীর্ঘ অপেক্ষায়
সাজানো মঞ্চের মতো জেগে আছি পরিপুর্ণ আলোকসজ্জায়
তবু দৃশ্য ফোটে না সেখানে
যেহেতু জানি না কেউ চিত্রাঙ্গদা থাকে কোনখানে।

হে প্রসিদ্ধ অমরতা

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

হে প্রসিদ্ধ অমরতা
কী সুন্দর তোমার ভ্রূকুটি
ঘরের বাহিরে ডেকে এনে
ভাঙো ঘর, স্থিরতার খুঁটি।
ধ্বংসের আগুনে জলে ঝড়ে
তুমি রাখো মায়াবী দর্পণ
মহিমার স্পর্শ যারা চায়
রক্তপাতে তাদের তর্পণ
হে প্রসিদ্ধ অমরতা
কী উজ্জল তোমার পেরেক
বিদ্ধ ও নিহত হয় যারা
কেবল তাদেরই অভিষেক।

BANGODARSHAN.COM

স্থির হয়ে বসে আছি ----তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

স্থির হয়ে বসে আছি, তবু কলরোল।
মাছি জানে, ছাই- হওয়া সিগারেট জানে, কতখানি স্থির।
করতলে ভাগ্যরেখা, ইতিহাসে রাজার গৌরব, মাটিতে সমাধি
জলের ভিতরে গুঢ় আত্মহত্যা শুয়ে থাকে যতখানি স্থির,
মানুষের ছা- পোষা সংসারে
বদ্ধমূল নানাবিধ ভ্রান্তির মতন স্থির হয়ে বসে আছি, তবু কলরোল।
কাউকে দেখিনা, শুধু জনশূন্য পথে একা হাওয়া হাঁটে, গাছ মাথা নাড়ে
কাউকে দেখি না, শুধু বিমানের সাদা ডানা, বিধ্বস্ত গর্জনে
লজ্জিতা নারীর মতো মেঘ সরে যায়, ঘন ছায়া নামে বনে
পৃথিবী হঠাৎ
দরিদ্রের মতো ম্লান, কাক কেঁদে ওঠে।
লিখি না, আঁকি না, কোনো ভাঙাগড়া খেলাধূলা নেই
তবু কলরোল।
ডাকাডাকি আকাশে মাটিতে, ক্রমাগত অনবরতই
সভাসমিতির খাম, আমন্ত্রণ ও অভিবাদনে ক্রমাগত অনবরতই
দাঁড়ানো, দৌড়ানো, ছুটোছুটি
দোলাদুলি ঢেউয়ে লোকালয়ে।

ট্রেনের টিকিট যারা কেটে আনে কাউকে চিনি না।
রিজার্ভ কামরার সুখ, অতিথিশালার চাবি, আয়না, বাথরুম
যথেচ্ছ ভ্রমণ সেরে ভোরবেলা না- ভাঙার ঘুম, দীর্ঘ স্বপ্নের তালিকা
ক্রমাগত অনবরতই কেউ ডাকে, করস্পর্শে মনে হয় আত্মীয়স্বজন
যেতে হয়, থেকে যাই, কার কাছে থাকি তা জানি না।
যে সমুদ্রে কোনদিন ওলোট- পালোট হয়নি চুল
যে পাহাড় বহুদিন বিবাগী বন্ধুর মতো দুরদেশে ছিল
তারই কাছে স্টপেজ, স্টেশন, মেলামেশা, অঢেল আমোদ।

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যরাতে ছৌ- নাচ, মানুষের ভগ্ন দেহে দেবতার মুখোশ পেখম
কাড়া- নাকড়ার শব্দে কেঁপে ওঠে দশদিক, চতুর্থ প্রহর
মন্দিরে মন্ত্রের মতো ধ্বনি জাগে, যাগযজ্ঞে আছি মনে হয়
ঝর্ণা নামে রক্তস্রোতে, অব্যক্ত ও অব্যাহতিহীন কলরোল শুধু কলরোল।
আত্মপ্রকাশের এক গাঢ় ইচ্ছা
হটাৎ আকাশ ছুঁয়ে ফুটে উঠবার এক গাঢ়তর অসুখ ও জ্বর
বুকের ভিতরে এনে জড়ো করে ক্রমাগত, অনবরতই,
রাশীকৃত গাছপালা, শুকনো হাড়, শিকড়- বাকড়,
নৌকোর ভাঙা দাঁড়, অফুরন্ত কালো জল ও সুর্যকিরণ।

স্থির হয়ে বসে আছি তবু কলরোল।

BANGODARSHAN.COM

সিঁড়ি ---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

কত রকম সিঁড়ি আছে ওঠার এবং নামার
চলতে চলতে থামার।
সরল সিঁড়ি শীতল সিঁড়ি
পদোন্নতির পিছল সিঁড়ি
অন্ধ এবং বন্ধ সিঁড়ি
কদম ফুলের গন্ধ- সিঁড়ি
ওঠার এবং নামার
চলতে চলতে থামার।
কত রকম সিঁড়ির ধাপে কত রকম জল
পা পিছলোলে অধঃপতন
ভাসতে পারো মাছের মতন
ডুব সাঁতারে মুঠোয় পেলে সঠিক ফলাফল।
কত রকম জলের ভিতর কত রকম মাছ।
চুনো পুঁটি রাঘব বোয়াল যার যে রকম নাচ।
পেট চিরলে আংটি কারো
কারো শুধুই আঁশ
দীর্ঘতর ফুসফুসে কার ভরাট দীর্ঘশ্বাস।
সিঁড়ির নীচ জল এবং সিঁড়ির উপর ছাদ
মেঘও পাবে মাণিক পাবে
বজ্রধ্বনির খানিক পাবে
পুড়তে চাইলে রোদ
জ্যোৎস্না থেকে চাইতে পার সার্থকতাবোধ।

অনেকরকম সিঁড়ি আছে ওঠা নামা হাঁটার
ঊর্ধ্বে অভিষেকের তোরণ
নিচের ঝোপটি কাঁটার।

BANGLADARSHAN.COM

শোকাভিভূত ---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

শোকাভিভূতের ন্যায় বেলা বয়ে যায়।

বিশুদ্ধ গন্ধের মতো কোনো নারী দেখেছো কোথাও?
তার করতলে নাকি রয়ে গেছে মানুষের শোকের ওষুধ?

বাতাসকে এই কথা বলা মাত্র সমস্ত বাতাস
হো- হো হেসে লুটোপুটি খায়
বাগানবিহীন এই কলকাতার দেয়ালে- চাতালে।

ভীষণ ভ্রমের মতো কোনো স্বপ্ন দেখেছো কোথাও?
তার ছায়াতলে নাকি রয়ে গেছে মানুষের সুখের ওষুধ?

মানুষকে এই কথা বলা মাত্র সমস্ত মানুষ
টেরি কেটে ছুটে যায় যে যার নিজের গর্তে
নির্দিষ্ট শ্মশানে।
শোকাভিভূতের ন্যায় বেলা বয়ে যায়।

BANGODARSHAN.COM

লাল নীল সবুজ

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

আমার অনেক বন্ধুবান্ধুব।
কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ সবুজ।
লাল বন্ধুরা দশদিগন্তের পাহাড়- পাথর ঠেলে হাঁটে
সমস্ত রক্তপাত ডিঙিয়ে আসবে এক অভ্রভেদী ভোরবেলা
তাকে স্বাগত জানাবে যে, সেই শাঁখের ঠিকানায়।
নীল বন্ধুরা নগ্ন হয়ে নেমে যায় সপ্তসিন্ধুর জলে
সমুদ্রগর্ত থেকে নক্ষত্রলোকের ঘাটে বেড়াতে যাবে মানুষ
তাকে পারাপার করবে যে, সেই অলৌকিক নৌকোর খোঁজে।
আর সবুজ বন্ধুরা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে।

BANGODARSHAN.COM

রামকিঙ্কর ---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

খানিকটা পাথর দাও আর একটু বুক- খোলা মাঠ
হে কলকাতা, হে আমার রুগ্ন জীর্ণ মুহ্যমান শিল্পের সম্রাট
রক্তে নাচে ছেণী
বাতাসে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে যুবতীর বেপরোয়া বেণী
কিংবা কারো কালো চুলে অকস্মাৎ কালবৈশাখী
একটু পাথর পেলে আঁকি
মেঘ কিংবা ঝড়
পাড়াগাঁর অন্ধকারে রোদে জলে হিম রাতে স্থির আলো জ্বালে
ধুলোর সংসারে বসে যে সকল নিঃসম্বল পার্বতী ও পরমেশ্বর
কিংবা গাছ, গাছই ভালো, গাছের অরণ্যমুখী হাঁটা
আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘকায়, দৃপ্ত পদক্ষেপ, রোদমাখা ঋষি
ফুলের মশাল হাতে, বাকলে ফাটল, গায়ে কাঁটা
অথবা গাছের মতো কিছু
সুর্যের নিকটবর্তী, নক্ষত্রলোকের চেয়ে যৎসামান্য নীচু
মানুষ বা মানুষের বুকের নদীর মহোৎসব
ভালোবাসা ফুটে আছে, হাড় মাংসে আলোড়িত টব
অথবা জীবন, এই জীবনের নিশ্বাস- প্রশ্বাস রক্ত স্বেদ
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, খেদ
সাহস, সংগ্রাম,
অট্টহাসি, আর্তনাদ, গান
অনেক আগুনে পুড়ে তবুও বজ্রের ভঙ্গী যার
অঙ্গ নয়, শুধু অঙ্গ নয়
আমার ছেণীতে নাচে চৈতন্যের প্রতি অঙ্গীকার।
একটু পাথর দাও হে কলকাতা রক্তে আকুলতা
বাতাসে উড়িয়ে দিই যুবতীর আঁচলের মতো কোনো প্রিয় সত্য কথা।

BANGLADARSHAN.COM

যে টেলিফোন আসার কথা

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসেনি।
প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে
সূর্য ডোবে রক্তপাতে
সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে।
একান্তে যার হাসির কথা হাসেনি।
যে টেলিফোন আসার কথা আসেনি।

অপেক্ষমান বুকের ভিতর কাঁসর ঘন্টা শাঁখের উলু
একশ বনের বাতাস এসে একটা গাছে হুলুস্থুলু
আজ বুঝি তার ইচ্ছে আছে
ডাকবে আলিঙ্গনের কাছে
দীঘির পড়ে হারিয়ে যেতে সাঁতার জলের মত্ত নাচে।
এখনো কি ডাকার সাজে সাজেনি?
যে টেলিফোন বাজার কথা বাজেনি।

তৃষ্ণা যেন জলের ফোঁটা বাড়তে বাড়তে বৃষ্টি বাদল
তৃষ্ণা যেন ধূপের কাঠি গন্ধে আঁকে সুখের আদল
খাঁ খাঁ মনের সবটা খালি
মরা নদীর চড়ার বালি
অথচ ঘর দুয়ার জুড়ে তৃষ্ণা বাজায় করতালি।
প্রতীক্ষা তাই প্রহরবিহীন
আজীবন ও সর্বজনীন
সরোবর তো সবার বুকেই, পদ্ম কেবল পর্দানশীল।
স্বপ্নকে দেয় সর্বশরীর, সমক্ষে সে ভাসে না।
যে টেলিফোন আসার কথা সচরাচর আসে না।

BANGLADARPAN.COM

মানুষের কেউ কেউ

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

সবাই মানুষ থাকবে না।
মানুষের কেউ কেউ ঢেউ হবে, কেউ কেউ নদী
প্রকাশ্যে যে ভাঙে ও ভাসায়।
সমুদ্র সদৃশ কেউ, ভয়ঙ্কর তথাপি সুন্দর।
কেউ কেউ সমুদ্রের গর্ভজাত উচ্ছৃঙ্খল মাছ।

কেউ নবপল্লবের গুচ্ছ, কেউ দীর্ঘবাহু গাছ।
সকলেই গাছ নয়, কেউ কেউ লতার স্বভাবে
অবলম্বনের যোগ্য অন্য কোনো বৃক্ষ খুঁজে পাবে।

মানুষ পর্বতচূড়া হয়ে গেছে দেখেছি অনেক
আকাশের পেয়েছে প্রণাম।
মানুষ অগ্নির মতো

নিজে জলে জালিয়েছে বহু ভিজে হাড়
ঘুমের ভিতরে সংগ্রাম।
অনেক সাফল্যহীন মরুভুমি পৃথিবীতে আছে টের পেয়ে
ভীষণ বৃষ্টির মতো মানুষ ঝরেছে অবিরল
খরা থেকে জেগেছে শ্যমল।
মানুষেরই রোদে,
বহু দুর্দিনের শীত মানুষ হয়েছে পার
সার্থকতাবোধে।

সবাই মানুষ থাকবে না।
কেউ কেউ ধুলো হবে, কেউ কেউ কাঁকর ও বালি
খোলামকুচির জোড়াতালি।
কেউ ঘাস, অযত্নের অপ্রীতির অমনোযোগের

BANGLADARSHAN.COM

বংশানুক্রমিক দুর্বাদল।
আঁধারে প্রদীপ কেউ নিরিবিলি একাকী উজ্জল।
সন্ধ্যায় কুসুমগন্ধ,
কেউ বা সন্ধ্যার শঙ্খনাদ।
অনেকেই বর্ণমালা
অল্প কেউ প্রবল সংবাদ।

প্রশ্ন ----তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

ছটাক খানেক বুকে,
একটা গোটা আকাশ
এবং জলের স্থলের গা ভর্তি রং
সব পড়েছে ঝুঁকে।
কাকে কোথায় রাখি?
বুকের মধ্যে হেসে উঠল
শিকল- পরা পাখি।

BANGODARSHAN.COM

পাওয়া না- পাওয়ার কানামাছি

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

রঙীন রুমালে চোখ দুটো বাঁধা
নিজের সঙ্গে নিজের অষ্টপ্রহর কানামাছি খেলা
ভারী চমৎকার ধাঁধা।
যাকে ছোঁবার তাকে না ছুঁয়ে
আকাশ ধরতে হাত বাড়িয়ে আমি ধুলো মাটির ভূঁয়ে।
হাত বাড়ালে হাতে জলের বদলে শামুক
অথচ ভেতরটা পরাগসুদ্ধ ফুলের জন্যে আপাদমস্তক কামুক।
সিদুর রঙের কিছু দেখলেই মন উসখুস, ইচ্ছেয় আগুন
বিশ্বাসের বাকলে সত্যিই এল ফাল্গুন?
কাছে যাই, কাছে গেলেই সব অদলবদল, যথেচ্ছাচার কাণ্ড
রক্তপাতের শব্দে শিউরে ওঠে গাছপালা নদীনালাময় দেশ
চেনা ব্রহ্মাণ্ড।

তবু তো ছুতে হবে কিছু, কাউকে- না কাউকে
পুকুরপাড়ের নিমগাছ কি সাগরপারের ঝাউকে।
পা নিয়েই সমস্যা, কোথায় রাখি, হয় পাঁক
নয় অনিশ্চিতের বালি
ভিক্ষের ঝুলিটা তবু যা হোক ভরছে নানারকম ভালো এবং মন্দে
সমৃদ্ধ কাঙালী।

মনে হচ্ছে কোথাও নেই
অথচ আমার চেয়ার টেবিলে আমি ঠিকই আছি
রঙীন রুমালে চোখ দুটো বাঁধা
নিজের সঙ্গে পাওয়া না- পাওয়ার কানামাছি।

BANGODARSHAN.COM

নিজের মধ্যে ---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

গাছতলা ভরে গেছে ডেয়ো পিঁপড়েয়।
মাঝখানে মুনিঋষির মতো
নিজের মধ্যে নিজে।
ধূপ, ধুনুচি, ত্রিশূল
ত্রিশূলে টাঙানো ডমরু
গলায় রুদ্রাক্ষ, মাথায় বটঝুরি জট,
কিচ্ছু নেই।
শুধু খানিকটা আগুন পাঁজরার আড়ালে
পুড়বার মতো
কিছু কাঠ- কোঠরা
ইচ্ছে- অনিচ্ছের, লোভ- লালসার।
মুনিঋষির মতো বসে আছি গাছতলায়
ডেয়ো পিপড়েদের খুনখারাপি কামড়,
ক্ষতবিক্ষত অন্ধকারে
নিজের মধ্যে নিজে।

BANGODARPAN.COM

তাজমহল ১৯৭৫

- - - - তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
বহুদিন মণিমুক্তো, মহফিল, তাজা ঘোড়া, তরুণ গোলাপ
এবং স্থাপত্য নিয়ে ভাঙাগড়া সব ভুলে আছো।
সর্বান্তঃকরণ প্রেম, যা তোমার সর্বোচ্চ মুকুট, তাও ভুলে গেছো নাকি?
পাথরের ঢাকনা খুলে কখনো কি পাশে এসে মমতাজ বসে কোনোদিন?
সুগন্ধী স্নানের সব পুরাতন স্মৃতিকথা বলাবলি হয় কি দুজনে?
জানি প্রতি জোৎস্নারাতে তোমার উঠোনে বড় ঘোর কলরব
ক্যামেরার কালো ভীড়, আলুথালু ফুর্তিফার্তা, পিকনিক, ট্রানজিসটারে গান
তবু তো যমুনা সেই দুঃখের বন্ধুর মতো কাছাকাছি ঠিকই রয়ে গেছে।
হারানো উদ্যানে গাঢ় মেলামেশা মনে পড়ে গেলে
দুজনে কি কোনোদিন বেরিয়েছ নিমগ্ন ভ্রমণে
আকাশ ও ধরণীর চুম্বনের মতো কোনো স্থানে?

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
দেওয়ান- ই- খাসের ধুলো ভারতের যতটুকু সাম্প্রতিক ইতিহাস জানে
তুমি তার সামান্য জান না, আছো ভ্রান্তিতে ও ভয়ে।
আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে
এবং সে নিজে, কেউ বলেনি তোমাকে?
সবচেয়ে দুর্ধর্ষতম বীরত্বেরও ঘাড়ে একদিন মৃত্যুর থাপ্পড় পড়ে
সবচেয়ে রক্তপায়ী তলোয়ার ও ভাঙে মরচে লেগে
এই সত্যকথাটুকু কোনো মেঘ, কোনো বৃষ্টি, কোনো নীল নক্ষত্রের আলো
তোমাকে বলেনি বুঝি? তাই আছো ভ্রান্তিতে ও ভয়ে,
শব্দহীন গাঢ় ঘুমে, প্রিয়তমা পাশে শুয়ে, ভুলে গেছে সেও সঙ্গীহীন
তারও চোখে নিদ্রা নেই, সে এখনো মর্মান্তিক জানে
তুমি বন্দী, পুত্রের শিকলে।

BANGLADARSHAN.COM

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে, মারা যেতে হয়।
এখন নিশ্বাস নিতে পারো তুমি, নির্বিঘ্ন প্রহর
পরস্পর কথা বলো, স্পর্শ করো, ডাকো প্রিয়তমা!
সর্বান্তঃকরণ প্রেম সমস্ত ধ্বংসের পরও পৃথিবীতে ঠিক রয়ে যায়।
ঠিক মতো গাঁথা হলে ভালোবাসা স্থির শিল্পকলা।

BANGODARSHAN.COM

জনৈক ক্ষিপ্তের উক্তি

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

এই তো আমার ক্ষিপ্ত হবার সময় এলো।

মুঠোখানেক বৃষ্টি নিয়ে রোদকে ছুঁড়ে মারতে পারি
গঙ্গাজলকে বলতে পারি, সরে দাড়াঁও, ওপার যাবো।
ও কলকাতা হে কলকাতা
নেয়াপাতি ডাবের মাথা
সবকটাকে ঝুনো করে উকুন দিয়ে চষতে পারি।

এই তো আমার ক্ষিপ্ত হবার সময় হলো।

হাড়ের মধ্যে শুকাচ্ছে ঘি
পাঁজরা খুলে কার হাতে দি
চোখ জ্বেলেছে যজ্ঞশালা এবার তবে জপেই বসি
উপবীতটা হারিয়ে গেছে জলে কিংবা জনস্রোতে
নইলে দেখতে ব্রহ্মশাপে ভস্ম হতো বিশ্বভূবন।

এই তো এলো ক্ষিপ্ত হবার বিকেলবেলা।

হাতের মুঠোর রঙের শিশি পাঁচটা আঙুল পাঁচটা তুলি।
বুলিয়ে দিলেই আকাশটা লাল
বাতাসটা নীল কালচে সকাল
সবাই যেমন রগড় খুঁজছে তেমনি রগড় জুড়তে পারি।
গেরস্থ হে, ঘুমোতে যাও, বিছানা আছে হ্যাংলা হয়ে।
এখন আমি ভাঙবো তালা
সিধকাঠিতে বুকের জ্বালা
আকাশ জোড়া সোনার থালা না যদি পাই মরতে পারি।

BANGLADARSHAN.COM

ক্রেমলিনে হঠাৎ বৃষ্টি

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

অপর দেশের রোদে ভেসে আছি বিহ্বল বাতাসে
অকস্মাৎ ক্রেমলিনের চুড়ো থেকে বৃষ্টি ছুটে আসে।
সুতীব্র শীতের ঢাল, শত শত তীর, পথে হঠাৎ ঘেরাও।
কে তুমি হে? কোন দেশী?
জারের প্রাসাদ ভেঙে কোথা যেতে চায়?
আমি গুপ্তচর নই, বৃষ্টিকে বোঝাই কানে কানে;
ওরে তোর অস্ত্রশস্ত্র থামা,
উৎসুক অতিথি, যদি তুলে নিস হুকুমৎনামা
একটু ভিতরে যাই
পাথরের পাহারার ঘোমটা তুলে তাকাই খানিক
অনির্বচনীয়তার প্রতিমাকে ছুঁয়ে দেখি
কত মাটি, কতটা মাণিক।
নদীতেই নদী থাকবে, গাছ থাকবে গাছে
রাজার মুকুটে মুক্তো, রাজ্যপাট শৃঙ্খলা সংসার
সব থাকবে যে যেখানে আছে।
শুধু তোরা সুদুরে পালালে
কিছু স্মৃতি, কিছু গন্ধ মেখে নিয়ে যেতে পারি
আমার রুমালে।
দোভাযিয়া ইভানোভা কাছে এসে যেই ছাতা খোলে,
তুলে নেয় বৃষ্টি অবরোধ,
ক্রেমলিনের নীলাকাশে রোদ।

BANGLADARPAN.COM

কেবল আমি হাত বাড়ালেই

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়
হাওয়া তোমার আঁচল নিয়ে ধিঙ্গীনাচন করলো খেলা
সকাল বিকেল সন্ধেবেলা
চোখের খিদের আশ মেটালো লম্পটে রোদ রাস্তা ঘাটে
যখন হাঁটো সঙ্গে হাঁটে
বনের পথে হাঁটলে যখন কাঁটাগাছে টানলে কাপড়
চ্যাংড়া ছোঁড়ার ফাজলামিকে ভেবেছিলাম মারবে থাপড়।
একটা নদীর লক্ষটা হাত, ভাসিয়ে দিলে সর্বশরীর
লুটপাটেতে ছিনিয়ে নিলে ওষ্ঠপুটের হাসির জরির
জেল্লাজলুস।
কেবল আমি হাত বাড়ালেই, মাত্র আমার পাঁচটা আঙুল,
তোমার মহাভারত কলুষ।

রক্তে মাংসে মনুষ্যজীব, সেই দোষেতেই এমন কাঙাল।
কিন্তু তোমার খবর নিতে আমার কাছেই আসবে ছুটে
অনন্তকাল।

BANGODARSHAN.COM

কাকে দিয়ে যাব ----তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

কাকে দিয়ে যাব এই জলরাশি, দুকুল প্লাবন
কাকে দিয়ে যাব ভাঙা তীর
বিপদসংকুল বাঁশী যদি বাজে মধ্যরাত চিরে?
কে নেবে অঞ্জলি ভরে এই জল, পিছল সংসার
অসুখের মতো এই রক্তচিহ্নহীন ধুসরতা?
নুয়ে, শুয়ে, ভেঙে পড়ে বৃক্ষ, তরুলতা
যাদের শিকড় ছিল মাটির গভীরে বদ্ধমুল,
রক্তজাত ফুল
আকাশকে উপহার দিয়েছে প্রত্যেক শুভদিনে
পৃথিবীকে উপভোগ্য স্নেহ ও মমতা।
মহীরুহ শুয়ে আছে ঘাসে,
সোঁদা গন্ধ সরল বিশ্বাসে।
কাকে দিয়ে যাব এত ক্ষত, অক্ষমতা?

যে নেবে সে জয়ী হবে জানি
যে নেবে সে বিপন্নও হবে।

BANGODARSHAN.COM

আরশিতে সর্বদা এক উজ্জল রমণী

- - - - তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

আরশিতে সর্বদা এক উজ্জল রমণী বসে থাকে।
তার কোনো পরিচয়, পাসপোর্ট, বাড়ির ঠিকানা
মানুষ পায়নি হাত পেতে।

অনুসন্ধানের লোভে মুলত সর্বতোভাবে তাকে পাবে বলে
অনেক মোটর গাড়ি ছুটে গেছে পাহাড়ের ঢালু পথ চিরে
অনেক মোটর গাড়ি চুরমার ভেঙে গেছে নীল সিন্ধুতীরে
তারও আগে ধ্বসে গেছে শতাধিক প্রাসাদের সমৃদ্ধ খিলান
হাজার জাহাজ ডুবি হয়ে গেছে হোমারের হলুদ পাতায়।

আরশির ভিতরে বসে সে রমণী ভ্রূ- ভঙ্গিতে আলপনা আঁকে
কর্পুর জলের মতো স্নিগ্ধ চোখে হেসে বা না হেসে
নানান রঙ্গীন উলে বুনে যায় বন উপবন
বেড়াবার উপত্যকা, জড়িয়ে ধরার যোগ্য কুসুমিত গাছ
লোভী মাছরাঙা চায় যতটুকু জল আর মাছ
যতটুকু জ্যোৎস্না পেলে মানুষ সন্তুষ্ট হয় স্নানে।

স্নানের ঘাটে সে নিজে কিন্তু তারও স্নান চাই বলে
অনেক সুইমিং পুল কার্পেট বিছানো বেডরুমে
অনেক সুগন্ধী ফ্ল্যাট পার্ক স্ট্রীটে জুহুর তল্লাটে
ডানলোপিলোর ঢেউ ডাবলবেডের সুখী খাটে
জোনাকী যেভাবে মেশে অন্ধকারে সর্বস্ব হারিয়ে
প্রভাতে সন্ধ্যায় তারা সেইভাবে মিলেমিশে হাঁটে।

বহু জল ঘাঁটাঘাঁটি স্নান বা সাঁতার দিতে দিতে

BANGLADARSHAN.COM

মানুষেরা একদিন অনুভব করে আচম্বিতে
যে ছিল সে চলে গেছে নিজের উজ্জল আরশিতে।

প্রাকৃতিক বনগন্ধ, মেঘমালা, নক্ষত্রের থালা
কিংবা এই ছ' রকম ঋতুর প্রভাবে
এত নষ্ট হয়ে তবু মানুষ এখনও ভাবে সুনিশ্চিত তাকে কাছে পাবে
কাল কিংবা অন্য কোন শতাব্দীর গোধুলি লগনে
কলকাতায়, কানাডায় অথবা লণ্ডনে।

BANGODARSHAN.COM

আত্মচরিত ০১ ----তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

যখন ছ' সাত বছর বয়স
ঈশ্বর আকাশে কাঁপতেন কখন কী করে বসি
তাঁর নিপুণ সংসারে।
এক একটা আস্ত পুকুর এবং গণ্ডুষে গিলে
আবার অন্য পুকুরে রুই কাতলার ভিতরে ডুবসাঁতার।
জল থেকে উপড়ে আনা শালুক ছিল
অবিকল রাজকন্যের মুখ।
এখন চল্লিশ।
এখন রক্তক্ষরণের শব্দে বুকের নিশ্বাস নিভে যায়।
যখন সাত- আট বছর বয়স
ঝকঝকে চোখ বলিদানের কাতান
বুকে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টা দিনরাতের পুজো পার্বণ
পা দুটো রাণা প্রতাপের চৈতক
চৈত- বোশেখের ঝড়ে কেবল ছুটছে ব্রহ্মাণ্ডের গায়ে লাথি মেরে।
ঈশ্বর সারাটা দুপুর আকাশে থাকতেন পাহারায়,
পাছে ঐ দুর্দান্ত বয়সটা আকাশের পথ চিনে ফেলে।

এখন চল্লিশ।
এখন নিশ্বাসের ভিতর কেবল স্বপ্নের দরজা ভাঙে।

যখন আঠারো বছর বয়স
দীর্ঘকার এক মন্দির তুলেচিলাম নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
তার ভিতরে ধুপ, ধুপের ভিতরে পুস্পগন্ধ, পুস্পের ভিতরে নারী
নারীর ভিতরে আকাশময় ওষ্ঠ, ওষ্ঠের ভিতরে কেবল প্রবহমান
চুম্বন।

এখন চল্লিশ।
এখন স্বপ্নের ভিতরে ঈশ্বরের তুমুল অট্টহাসি।

BANGODARSHAN.COM

আত্মচরিত ০২ ----তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

বৃষ্টি এলে ষোলো বছর বয়সটা ভিজতে ভিজতে
ফিরে আসে আবার।
পায়ের তলায় বন্যার জল, রুপোর মল পরা ঢেউ
মখমল মাটি, শামুক, কাটা, পায়ের রক্তের দাগ,
সব ফিরে আসে আবার।
কার যেন ভিজে চুলের ডাকাডাকি, আকাশময়
যেন একটাই কাজল- পরা চোখ।
চাঁপা ফুলের গন্ধ পুড়তে থাকে দুপুরবেলার রোদে
আমি তার হাহাকারের হাত ধরে ঘুরে বেড়াই।
সেই হাহাকার কতবার তোমার ভেজানো ঘরের দরজার
শিকল ধরে দিয়েছে টান
আঁচলটুকু ধরতে দিয়ে বাকি সব লুকিয়ে রাখতে
লজ্জার কৌটোয়,
চোখের আয়নায় একটু মুখ দেখতে দিয়ে বাকি সব।
সেন্টমাখানো রুমাল কোমরে গুঁজে
স্বপ্নে বেড়াতে আসতে রোজ ।
স্বপ্নে আঁচলহীন ছিলে তুমি।
স্বপ্নে লজ্জাহীন ছিল গোপন চিঠির খসড়াগুলো।
দিনের আলোয় তাদের অশ্লীলতা
ছেঁড়া পাতা হয়ে উড়ে যেতো বাজবরণের ঝোপে।

বৃষ্টি এলে ষোলো বছর বয়সটা ফিরে আসে আবার
আবার আকাশময় এক কাজলপরা চোখ।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মচরিত ০৩

---- তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

স্মরণাতীত জীবন মনে পড়ে।
মাথায় আঁটা বটের পাতার মুকুট,
খোলামকুচি ধুলোর তেপান্তরে
ছুটছে তার পক্ষীরাজ ছুটুক।
রাজার ছেলে ময়লা পেন্টুলুন
তল্‌তাবাঁশের কঞ্চি ধনুর্গুণ
ধুলোয় তার বিপুল রাজ্যপাট
বুকের মধ্যে রাজকুমারীর খাট।
কাজল চোখে বিস্ময়ের ঘোর
আকাশে আঁকা মনের ঘর- দোর।

পালক পড়ে পিছন পানে পলক পড়ে পিছন পানে যেই
কত সকাল সাঁঝের দেখি বর্ণ গেছে হিমে ভিজে বর্ণমালা নেই।

তখন ছিল পিদিম জ্বালা ঘর
বয়স ছিল সোহাগে তৎপর।
বয়সে ছিল মৌমাছিদের ক্ষুধা
মুড়ির সঙ্গে গুড় মিশলেই সুধা।
চোখের সঙ্গে চোখ মিললেই ঝড়।
প্রতিদিনই পালকী- চাপা বর।
তখন ছিল নিত্য খোঁজাখুঁজি
আকাশ- পাতাল সিন্দুকের চাবি
কড়ির বয়েম। কেবল ভাবাভাবি
ভীষণ কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বুঝি।
গাছ খুঁজতে ফুলের থোকা থোকা
ফুল খুঁজতে গিয়ে বিষম বোকা
ফুলের মতো ফুটল কবে ঐ

BANGLADARSHAN.COM

কাল যে ছিল এক সাঁতারের সই।

হরিণ কবে চাউনি দিল ওকে?
ঘুমিয়ে পড়ি হরিণ- হারা শোকে?

জলে সাঁতার জলে শালুক জলের মধ্যে গুলি- সুতোয় গোপন টেলিফোন।
এখন শুধু ডাঙায় হাঁটা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে জ্বলের নিকেতন।

স্মরণাতীত জীবন মনে পড়ে।
হারিয়েছিলাম ঈশানকোণী ঝড়ে
বিদ্যুতের বিপুল টর্চ জেলে
পৌঁছে দিয়ে গেছে আকাশ ঘরে।
তখন ছিল হারিয়ে যাওয়ার সুখ
হারিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে বন
পাতায় পাতা। দিগন্তে উৎসুক
দিন দুবেলার সবুজ নিমন্ত্রণ।
নরম মাটি, শক্ত গাছের ঘাড়ে
কাঠের বেঞ্চে, বাজবরণের ঝাড়ে
খোদাই করে লিখেছিলাম নাম ।
সরলতার ছুরিতে ক্ষুরধার।
চোখের ভাঁজে ভালো মানুষ ভান
রক্তে নাচে রঙীন অত্যাচার।

খাতার পাতা আকাশে ঘুড়ি খাতার পাতা হালকা জলে নৌকা হয়ে নাচে
দুপুর রোদে গা ডুবিয়ে খাতার পাতা পৌঁছে দেওয়া ঝড়- বাদলের কাছে।

তখন ছিল নানান না- এর বেড়া
দেউড়ি- দালান নিষেধ দিয়ে ঘেরা।
না যেখানে সেইখানেতেই ঘাঁটি
পাঁচিল ভেঙে সরল হাঁটাহাঁটি।

BANGLADARPAN.COM

আঁচল দিয়ে আড়াল যত কিছু
চোখের চলা কেবল তারই পিছু।

ছুঁতে গিয়ে সরলো যদি কেউ
সাপের ফণা অভিমানের ঢেউ।
অভিমানের সকল জাগা জুড়ে
ক্রমশ বাড়ে একলা হতে থাকা
সন্ন্যাসীর রাগের রোদে পুড়ে
সরল তৃণ খড়্গসম ক্রোধ
একলা হওয়ার দুঃখজনক বোধ।
একলা গাছে একলা পাখি ডাকে।
একলা গাছে একলা ফোটায় ফুল
ছায়ার মধ্যে ছড়িয়ে এলোচুল
একলা এক রূপসী শুয়ে থাকে
বাগানজুড়ে, বসতবাটি, ভুঁই।
তাকে পেলেই একলা আমি দুই।

হারিকেনের আলোয় কাঁপে সজনে পাতায় শিরশিরোনো একলা হিমের রাত
পদ্য লেখার পাতায় কেবল জ্যেৎস্না হয়ে ফুটতে থাকে সকল অসাক্ষাৎ।

স্মরণাতীত জীবন মনে পড়ে।
কাঁসর- ঘন্টা বিপুল ঐকতান
হ্যাজাক- জালা চাতালে চত্বরে
রাসমঞ্চ, গাজন, পালাগান।
গানের মধ্যে গর্জে ওঠে মন
ভাঙতে হবে শিকল ঝনাৎঝন
খুলতে হবে গুপ্তধনের তালা।
বুকের মধ্যে ব্যথার ডালপালা
হাঁকিয়ে তোলে ঝাঁকড়া চুলের ঝড়।
ভিক্ষা নয়, ঘোষণা অতঃপর।

BANGODARSHAN.COM

কে দেবে দাও বাড়িয়ে আছি মুঠো
ভালোবাসার সামান্য খড়কুটো।
কে দেবে দাও বাড়িয়ে আছি ক্ষুধা
স্পর্শ, গন্ধ, পরিতৃপ্তির সুধা।
কে দেবে দাও মেলেছি জাগরণ
সার্থকতা, সোনার সিংহাসন।
দিল কি কেউ? দেয়নি বুঝি সব।
ঘোচেনি আজো মনের আর্তরব।

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি, তুমি তো ছিলে আবাল্যকাল সঙ্গী রাত্রিদিন।
কার কাছে কি পাওনা আছে জানিয়ে দিও, কার কাছে কি ঋণ।

BANGODARSHAN.COM

আত্মচরিত ০৪

- - - - তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

নতজানু হয়ে কারো পদতলে বসি, ইচ্ছে করে
অকপটে সব কথা তার সাথে বলাবলি হোক।
খুলে দিই কপাটের খিল
পর্দার আড়াল, ঘন বনবীথি ছায়া, ভিজে ছায়া
নোনাধরা পুরনো পাঁচিল
দেয়ালে কামড়ে থাকা সুপ্রাচীন ঘন অন্ধকার
স্যাঁতলার নানাবিধ মুখভঙ্গী, ফাটলের দাগ
তেল ও জলের দাগ, পান পিক, পিপাসার দাগ
সব চিহ্ন, সব ছারখার
সমস্ত গোপন দুঃখ শোক
অকপটে বলাবলি হোক।

আমাদের কতটুকু প্রয়োজন ছিল পৃথিবীর?
নিজস্ব জননী ছাড়া আমরা কি আর কারও সাধের সন্তান?
আর কারও প্রিয় প্রয়োজন?
সদ্ভাবে ও স্নেহে কারো ভ্রাতা?

আমরা অসুস্থ হলে কোনখানে খুঁজে পাব ত্রাতা?
অবশ্য এ পৃথিবীর বহু জল, মাটি, ধুলো, রোদ, বৃষ্টি, ঘাস
টেনে ছিঁড়ে লুটেপুটে আমরা করেছি ক্ষয়, অপচয় গ্রাস।
তখন ধারণা ছিল আমাদেরই করতলে ভুবনের সব চাষ- বাস।
পৃথিবীর বুকের ভিতরে
উজ্জয়িনী আরেক পৃথিবী
আমাদেরই গড়ে দিতে হবে চমৎকার।
আরেক রকম দেশ, রাজধানী, সমৃদ্ধ নগর
আটচালা, পাঠশালা, স্কুল

BANGLADARSHAN.COM

খালে জল, মাঠে ধান, ব্রীজ, সাঁকো, বিদ্যুৎ, বাজার
স্টেশনের ডান দিকে শিরীষ গাছের ডালে লুটোপুটি ফুল
উৎসবের মতো দিন
মন্ত্রোচ্চারণের মতো মানুষের মুগ্ধ কণ্ঠস্বর
সারা ভু- মণ্ডল জুড়ে একখানি ঘর।
মাটির আঁতুড় ঘরে জন্মলগ্নে ছিল ম্লান প্রদীপের শিখা
আকাশে জ্যোৎস্নার অহমিকা।
শৈশবে ছিল না রথ
ছিল রুক্ষ, রুঢ় তেপান্তর
শৈশবেই জেনে গেছি ঝড়ে ওড়ে কতখানি খড়
ক'খানা সংসার ভাসে কোটালের বানে।
কারা ভাত খাবে বলে কারা ধান ভানে।

অনেক ভিখারী ছিল পথে পথে, কালো কালো হাত
চর্তুর্দিকে হাতড়ায়, যদি পায় কোনখানে সুখের সাক্ষাৎ।
অনেক ভিখারী ছিল, তারা ভিন্ন লোক
ভিন্ন ক্ষুধা, ভিন্নতর সন্ধান ও শোক
ভিন্ন প্রতিজ্ঞায় তারা বেঁধেছিল হাতে রক্তরাখী
যতক্ষণ স্বাধীনতা বাকি
ততক্ষণ রণ।

মৃত্যুতে মহিমাময় হয়ে গেছে তাদের জীবন।
সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী ভিখারীর বংশধরগণ
আজ সোফা, সিগারেট, এয়ারকুলার, সিমেন্টের
সুগন্ধী সেন্টের,
পেট্রোলের, ইনকাম ট্র্যাক্সের দুমুখো খাতায়
অম্লান, অপরিসীম কত সুখ পায়।

বহু সুখী দৃশ্যপট দেখা হল, বহু গৌরবের

BANGLADARSHAN.COM

মানুষও গাছের মতো কত গন্ধ ছড়ানো আকাশে
গ্রহে, উপগ্রহে, শুন্যে, মহাশূন্যে মরুভুমিতলে
কল্পনার, কৃতিত্বের সার্থকতা আর সৌরভের।

কত রক্তপাতময় দৃশপটও দেখা হল বিমুঢ় লজ্জায়।
হাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল চুরি
স্বাভাবিক মানবতা তামার তারের মতো রোজই হল চুরি।
কত ট্রেন থেমে গেল অনাদৃত, অজ্ঞাত স্টেশনে।
অচরিতার্থতাবোধ প্রসব ব্যথার মতো রয়ে গেল স্থির
মানুষের চেতনার গর্ভের আঁধারে।

আমার সকলই আছে জামা জুতো, ছাতা, টেরিলিন
মেডেল ও মেডেলকে ঝোলাবার সরু সেফটিপিন
মাসান্তে মাসান্তে পে- প্যাকেট
তাতে কেনা হয়ে যায় গ্রীষ্মের বাতাবিলেবু, শীতের জ্যাকেট।
ভিখারীর হাত পেতে আরও কিছু পেয়ে যাই একানি দুয়ানি
বিভিন্ন দয়ালু ব্যক্তি ছুঁয়ে দেয় ছেঁড়া কাঁথাকানি।
নিজের ঘামের নুনও চেটে খাই, পরিতৃপ্ত গাল,
বাহিরে যে থাকে সে তো অসি' সার আজন্ম কাঙাল।
বাহিরে ভিখারী কিন্তু সম্রাট রয়েছে অভ্যন্তরে
লুব্ধ চুরি রক্তে খেলা করে।
উচ্চাকাঙ্খী আঙ্গুলের গাঁটে গাঁটে ছিনতায়ের লোভ
পান থেকে চুন গেলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

যে দিকে সুন্দর আছে, সুষমামণ্ডিত শিল্পলোক
যে দিকে নদীর মুখ, পর্বত চুড়ার অভ্যুদয়
ঊর্ধ্বলোক চিনে নিয়ে যে- দৃষ্টিভঙ্গিতে বীজ বনস্পতি হয়
যে সিন্দুকে ভরা আছে পূর্বপুরুষের রাত্নাগার
যে ওষ্ঠের মন্ত্রপাঠে ধ্রুবপদ বাজে বারবার

BANGLADARSHAN.COM

বাতাসকে গন্ধ দেয় যে সকল আত্ম ও শরীর
সব চাই, সব তার চাই
আগুনের সব শিখা, সব দগ্ধ ছাই।

কাকে পাপ বলে আমি জানি
কাকে পুণ্যজল বলে জানি
মুকুটের কাঁটা কয়খানি।
অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ, আবেগে বালক,
জাত গোত্রহীন হয়ে ভেসে আছি সময়ের নাড়ীর ভিতরে
উলঙ্গ পালক।

BANGODARSHAN.COM

সেই গল্পটা ----আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

আমার সেই গল্পটা এখনো শেষ হয়নি।
শোনো।
পাহাড়টা, আগেই বলেছি
ভালোবেসেছিল মেঘকে
আর মেঘ কী ভাবে শুকনো খটখটে পাহাড়টাকে
বানিয়ে তুলেছিল ছাব্বিশ বছরের ছোকরা
সে তো আগেই শুনেছো।

সেদিন ছিল পাহাড়টার জন্মদিন।
পাহাড় মেঘকে বললে
আজ তুমি লাল শাড়ি পরে আসবে।
মেঘ পাহাড়কে বললে
আজ তোমাকে স্নান করিয়ে দেবো চন্দন জলে।

ভালোবাসলে নারীরা হয়ে যায় নরম নদী
পুরুষেরা জ্বলন্ত কাঠ।
সেইভাবেই মেঘ ছিল পাহাড়ের আলিঙ্গনের আগুনে
পাহাড় ছিল মেঘের ঢেউ- জলে।
হঠাৎ,
আকাশ জুড়ে বেজে উঠল ঝড়ের জগঝম্প
ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে ছিনতাইয়ের ভঙ্গিতে ছুটে এল
এক ঝাঁক হাওয়া
মেঘের আঁচলে টান মেরে বললে
ওঠ্ ছুড়ি! তোর বিয়ে।

এখনো শেষ হয়নি গল্পটা।
বজ্রের সঙ্গে মেঘের বিয়েটা হয়ে গেল ঠিকই
কিন্তু পাহাড়কে সে কোনোদিনই ভুলতে পারল না।
বিশ্বাস না হয় তো চিরে দেখতো পারো
পাহাড়টার হাড় পাঁজর,
ভিতরে থৈ থৈ করছে
শত ঝর্ণার জল।

BANGLADARS.COM

রাত গাঢ় হলেই ---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

রাত গাঢ় হলেই আমি নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারি
পৃথিবীর রক্তাক্ত নাড়ির খামচা থেকে।
রাত গাঢ় হলেই বুঝতে পারি সমস্ত শব্দের ঠিক ঠিক মানে,
সমস্ত ঘটনার ছাল ছাড়িয়ে পৌঁছতে পারি তার হৃৎপিণ্ডে।

যত রকম জিজ্ঞাসা আছে তার সব কিছুকে জুড়লে একটা মানুষ।
মানুষের জিজ্ঞাসা মানুষকে টেনে নিয়ে যায়।
মাটির থেকে উপরে, খানাখন্দ সাঁকো সুড়ঙ্গের উপরে
ফিনফিনে শান্তি, এমনকি ধপধপে কাচা নিরাপত্তার উপরে
এমন সৌরলোকে, যেখানে আলোর বর্শা থাক থাক করে সাজানো।

রাত গাঢ় হলেই নক্ষত্রগুলো উজ্জল হয়ে ওঠে
তপঃক্লিষ্ট ঋষিদের মতো,
এবং তাঁরা নেমে আসেন পৃথিবীর খরখরে অন্ধকারের অলিতে
গলিতে।
আর সেই সুযোগে আমার দেখা হয়ে যায়।
প্রত্যেকটি স্তম্ভের ভিতরকার ফাটল
প্রত্যেকটি হিতৈষী পুরুষের ছোরার মতো চোরা হাসি
প্রত্যেকটি ঘড়ির কাঁটায় বিস্ফোরণের গোপন নির্দেশ।

রাত গাঢ় হলেই নিজের পৃথিবীকে কাছে পাই আমি।
হাজার মাইল ফলন্ত শশ্যের ক্ষেত হয়ে যায় আমার ভাবনাগুলো।
আর উন্মাদ পুরুষ যেভাবে নারীকে ভালোবাসে নিংড়ে নিংড়ে
সেই ভাবে সময়ের সঙ্গে আমার
তুমুল ভালোবাসাবাসির সংঘর্ষ।

BANGLADARSHAN.COM

মাছটি আমার চাই ---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

তরল জলে সরল পুঁটি বেড়াচ্ছিল খেলে
লোকটা তাকে হঠাৎ দেখতে পেলে।
দেখতে পেয়েই চোখ হল তার কনে দেখার আলো
মনটা যেন হাত- বাড়ালো খিড়কি দুয়োর ঠেলে
মাছটি আমার চাই।

বেনারসীর শাড়ি চাইলে বেনারসীর শাড়ি
সাতমহলা বাড়ি চাইলে সাতমহলা বাড়ি
আলতা, সিদুর আতর, সাবান লংপ্লেইং এ গান
জর্দামাখা পান চাইলে জর্দামাখা পান
মাছটি আমার চাই।

হৃদয় জুড়ে শতেক ফুটো খড় কুটোতে ঢাকা
জীবন যেন গত্তে- পড়া গরুর গাড়ির চাকা।
তরল জলে সরল পুঁটি মনমোহিনী আঁশ
এক ঝিলিকেই কী সুখ দিলো, সুখ যেন সন্ত্রাস।
ওকে পেলেই শোক পালাবে
শোক পালালে স্বর্গ পাবো, চন্দ্রালোকে ঠাঁই
মাছটি আমার চাই
শোনো, মাছটি আমার চাই।

BANGODARSTAN.COM

মন কেমন করে ---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

ভীষ্মদেবের জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে
আবার যামিনী রায়ের জন্যেও।

সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকার ভিতরে ঢুকে পড়েছে আগুনের শিকড়
সমস্ত প্রাচীন বইপত্রে উইপোকার তছনছ সুড়ঙ্গ
সমস্ত সুফলা গাছের গায়ে কুড়োলের আঠারো ঘা আর রক্ত পুঁজ।

আমীর খাঁর জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে
আবার জীবনানন্দের জন্যেও।

গান এবং ছবি যখন যে পথ দিয়ে মানুষের কাছে আসতে চায়
সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে কড়কড়ে মেঘ আর বাতাসের লম্ফ- ঝম্ফ।
আমাদের সামনে দৃশ্য বলতে এখন চুনকাম করা দেয়াল
আর শব্দ বলতে সেই সব উল্লাস, যা সারমর্মহীন।

ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটার জন্যে মন কেমন করে
আবার সেনেট হলের সিঁড়ির জন্যেও।

সেই সব মহিমাময় নক্ষত্রেরা মরে গেছে
যারা জীবনের গায়ে জড়িয়ে দেয় ভয়ঙ্কর উচ্চাভিলাষ।
সেই সব ছলবলে নদীরাও শুকিয়ে গেছে মানচিত্রে
যাদের মুখস্থ ছিল মহাদেবের জটার ঠিকানা।
ক্রমশ কমে যাচ্ছে সেই সব মানুষ যারা মৃগনাভির মতো।

মাঝে মাঝে গাণ্ডীবের জন্যে মন কেমন করে
আবার একতারার জন্যেও।

BANGLADARSHAN.COM

বুকে লেবুপাতার বাগান

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

গত মাসের কাগজে আমাকে ঘোষণা করা হয়েছে
মৃত।
একাধিক ময়না তদন্তের রিপোর্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ওরা খুঁজেছে লেবুপাতার গন্ধ
আর রূপোলী ডট পেন।

যেহেতু লেবুপাতার গন্ধেই আমি প্রথম পেয়েছিলাম
পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার স্বাদ।
আর ঐ রূপোলী ডট্ পেন আমাকে শিখিয়েছিল
অক্ষর দিয়ে কিভাবে গড়তে হয় শাখা- প্রশাখাময় জীবন।

গত মাসের কাগজে মৃত ঘোষণার পরেও
ওরা কিন্তু তন্ন তন্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দামাল শালবন।
ওদের বুট জুতোয় থেঁৎলে যাচ্ছে
সুর্যকিরণে জেগে ওঠা জল,
মানুষের মধ্যে যাতায়াতকারী সাঁকো।

আমি এখন উদয় এবং অস্তের মাঝামাঝি এক দিগন্তে।
হাতে রূপোলী ডট পেন
বুকে লেবুপাতার বাগান

BANGODARSHAN.COM

বজ্র শব্দটাকে ----আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

বজ্র শব্দটাকে আমরা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে ভুলে গেছি
আর বৃক্ষ শব্দটাকেও।
টাকা- পয়সা শব্দটার ভিতরে লুকনো আছে একটা ঝুমঝুমি
এবং উচ্চারণ করা খুব সহজ।
ঘরবাড়ি শব্দটা সোফায় হেলান দেওয়ার মতো আরামদায়ক
এবং উচ্চারণ করা খুব সহজ।
গাড়িঘোড়া শব্দটা যেন সমুদ্রতীরের হৈ হৈ হাওয়া
এবং উচ্চারণ করা খুব সহজ।
সাহিত্য সংস্কৃতি এইসব শব্দ বুট জুতোর মতো ভারি ছিল বলে
আমরা বানিয়ে নিয়েছি হালকা চপ্পল।
মুক্তি শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে
একবার আমাদের হাড়েমাসে ঢুকে পড়েছিল কনকনে শীত।
তাই সংগ্রাম শব্দের মতো তাকেও আমরা যৎপরোনাস্তি এড়িয়ে চলি।
নানাবিধ ছোটলাট বড়লাটের পায়ে
কচুপাতার মতো অনবরত আছড়াতে আছড়াতে
বৃক্ষ শব্দটাকে আমরা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে ভুলে গেছি
আর বজ্র শব্দটাকেও।

BANGODARSHAN.COM

পোশাক- পরিচ্ছদ

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

নতুন জামা- জুতো পরলে পরিচয়হীন অন্যলোক হয়ে যাই আমি।
তখন নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কেমন আছেন ? ভালো?
একবার বিদেশে গিয়েছিলাম অন্য লোকের ওভারকোট পরে
সকালসন্ধে সেই ওভারকোট পরা মানুষটাকে দেখে মনে হতো
মিলিটারি- কামড়ানো কোন রাজ্যের পলাতক রাষ্ট্রপতি।
এইসব দেখেশুনেই আমার ধারণা, মানুষের কোন ধরা- বাঁধা পোশাক
না থাকাই ভালো।
স্বাধীন চড়ুই- এর মতো যখন যে- রকম খুশী পোশাক- পরিচ্ছদে ঢুকে পড়ুক।
রমণীদের এত ভালো লাগে এ জন্যেই । প্রতিদিন নতুন। আলাদা আলাদা।

যেদিন সবুজ শাড়ি, যেন ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে- পড়া লতানো জুঁই- এর ডাল
হাত ধরে ডেকে নিয়ে যাবে ঝাউবনের গোপন আঁধারে,
আগুনের উল্কি এঁকে দেবে হাতে, বুকে। দাঁতে চিবোতে দেবে লাল লবঙ্গ।
যেদিন লাল শাড়ি, কোমরের ঢাল থেকে উকি মারে তুর্কি ছোরার বাঁট।
কমলারঙের ছাপা শাড়ি যেদিন, বুঝতে পারি এই সেই চিতাবাঘ
মোলায়েম উরুর উপর শুইয়ে যে আমাকে চেটে- পুটে খাবে এখন ।
বেশ মজা পাই, নিজেকে নানান পোশাক- পরিচ্ছদে পুরে।
মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করে তাগড়াই ঘোড়ার কেশরে,
মাঝে মাঝে টিয়া টুনটুনির পালকে।
একবার এক বিকলাঙ্গ জটায়ুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম
তার রক্তক্ষতময় ডানা,
একবার এক মৃত হরিণের কাছে তার ভ্রমনবিলাসী সোনালী ছাল।
বাঘের চেযে আমার অনেক ভালো লাগে জিরাফের ডোরা।
কিন্তু জিরাফের চেয়ে ভালো লাগে বাঘের সম্রাট- সুলভ চালচলন।
এক- একদিন খেলতে খেলতে হেরে গিয়ে শামুক- গুগলির মতো ছোট হয়ে যাই

BANGLADARSHAN.COM

তখন সর্বাঙ্গ কাতর হয়ে ওঠে শজারুর বর্শাফলকের জন্যে।
এক- একদিন কারখানা কিংবা কারখানার ম্যানেজারবাবু
বুকের বোতলে প্লাস্টিকের সরু স্ট্র ঢুকিয়ে লম্বা চুমুকে শুষে নেন
সমস্ত জল, জলস্তম্ভ, জোয়ার।
তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, বন্ধুগণ।
গণ্ডারের চামড়া এনে দিতে পারেন কেউ? অথবা বাইসনের সিং?

BANGODARSHAN.COM

নিসর্গ ----আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

ছিঃ ছিঃ।
ছেঁড়া- খোঁড়া এক ফালি সবুজ রুমালের জন্যে আমাদের হা- পিত্যেশ,
আর তুই মাছরাঙা রঙের সাত- সাতটা পাহাড়
আর মিছিলের মতো লম্বা আঠারো মাইল শাল- মহুয়ার বন
আর গায়ে হলুদের কনের মতো একটা গোটা নদী আঁকড়িয়ে?
আবার নীল মেঘের খোঁপায় কি গুজেছিস ওটা?
সূর্যাস্তের লাল পালক?
চলতে- ফিরতে পায়ে বাজছে রুপোর মল
ভিতরে একশো গণ্ডা পাখির স্বর।
আদরখাকী, বেশ আছিস তুই রাজবাড়ি বিছিয়ে।
তোর কাছে এলে সোনালী কুকুরের মতো লাফিয়ে ওঠে জন্মজন্মান্তর
মনে পড়ে যায় পুরনো শতাব্দীর সেই সব খেলাধুলো
যখন আমরাই ছিলাম দিগদিগন্তের রাজাধিরাজ
হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে আমাদের মুক্তাঞ্চল
আমরাই পদ্মপাতায় ওলোট- পালট হাওয়া
মেঘের ভিতরে আমাদের কাশবন, বাঁশবন, নাগরদোলা
জলের ভিতরে অফুরন্ত মৃগয়া
সন্ধের চাঁদকে আমরাই জাগিয়ে দিয়ে বলতাম, যা, বেড়িয়ে আয়।

এখন আমরা কলের গানের মতো এটেঁ গেছি কাঠের চৌকো বাক্সে
আমাদের ঘর আছে কিন্তু জানলা নেই
জানলা আছে কিন্তু নিসর্গ নেই।
শক্তিশালী করাতে প্রত্যহ আমাদের কাট- ছাঁট
কত্তার মর্জিমাফিক কখনো দৈত্য দানবের মতো লম্বা
কখনো ভিখিরির দুপয়সার মতো চ্যাপ্টা।

গরবিনী, হঠাৎ ছুটি- ছাটায় চলে এলে
তোর মায়াকাননের অন্তর্বাস খুলে দিবি তো ঘুমের আগে?

BANGLADARPAN.COM

দৈববাণী

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

বৃক্ষ হবো
চারপাশে আলোকিত জলের বাঁক
জলের গভীরে নারীর সাজবদলের মতো দৃশ্য
দৃশ্যের গভীরে সুগম্ভীর ঘন্টাধ্বনি
মাতৃজঠর থেকে আমরা শুনে আসছি এই সব দৈববাণী।

ব্রাহ্ম মুহূর্তের রাঙা আবীরের মতো আমাদের ভ্রমণ হবে ভূ- পৃষ্ঠময়
ঋষিকুমারের মতো আমরা খচিত হবো দুর্লভ প্রবালে
নানা রকমের লাল দেয়ালে কালো অক্ষরে
নানা রকমের কালো দেয়ালে লাল অক্ষরে
নানা রকমের গাঢ় এবং ফিকে পতাকার মিছিলে, দুন্দুভিতে
মাতৃজঠর থেকে শুনে আসছি দৈববাণী।

আহলাদে লাফিয়ে উঠেছে দুশো বছরের পুরনো কার্পেটের ধুলো
উন্মাদ নেচে উঠেছে বাঁশবাগান, ঘুঁটের দেয়াল
ভাঙা তক্তাপোষের পেরেক।
গম্বুজ থেকে গম্বুজে, রেলব্রীজ থেকে সাঁকোয় এবং ফ্লাইওভারে
রেডিও থেকে টিভিতে, ট্রাকটরে, ইঞ্জিনে গরুর গাড়ির কান্নায়
ভিটামিনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এইসব দৈববানী।

বৃক্ষের কালো চিমনিগুলো এখন উগরে চলেছে শোকবার্তা
বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে জলের উদ্দাম গীটার
জলের ভিতরের দৃশ্যবলীতে ঢুকে পড়েছে জণ্ডিসের হাত।

দেখতে দেখতে যাদের বয়স ছিল আঠারো, এখন আটচল্লিশ,

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চদশীরা প্রৌঢ়া,
চামড়া ফেটে বল্কল, চোখে ছানি, হাঁটুতে ঘুণ।
উড়ন্ত পাখিরা হাওয়ার ভিতরে হিমের ফোঁটার মতো মুমূর্ষু!
আর ক্রমশ সূর্যাস্তের দিকে হেলে পড়ছে মহীয়ান সব ভাস্কর্য
বেঁকে যাচ্ছে পিতৃপুরুষের আজানুলম্বিত খিলান
ক্রমশ শঙ্খধ্বনির চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ঠিকানাহীন
শিয়াল- কুকুরের ডাক।
সমস্ত দৈববানীর গায়ে পিত্তি, পরগাছা এবং পোকামাকড়।

BANGODARSHAN.COM

দুঃখ দিয়েছিলে তুমি

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

দুঃখ দিয়েছিলে তুমি
আবার লাইটারও দিয়েছিলে।
বোতাম ছিড়ে আমাকে লগ্ন করেছো
তুমি আবার বুনে দিয়েছো নাইলনের সবুজ জামা।
কমলালেবু নিংড়ে নিংড়ে বানানো সরবৎ
ভিতরে মিশিয়ে দিলে গোপন কান্নাকাটি
স্মৃতির পেস্তা- বাদাম
সেই সরবৎ খেতে হবে এখন প্রত্যহ
বাইশ বছরের যুবকটা যতদিন আমার
চুলের ভিতরে আঁচড়াবে
আগুন রঙের চিরুনি।

BANGODARSHAN.COM

দু- পাল্লা জানালা

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা
দু- পাল্লা জানালা কেউ পেয়ে যায় মর্মের ভিতরে
দৈববাণী আসে সেই পথে।

তোমরা বিদীর্ণ হও, যারা গাও নক্ষত্রের স্তব
তোমরা রক্তাক্ত হও, যারা চাও দুষ্প্রাপ্য লণ্ঠন
তোমরা একাকী হও, যারা খোঁজো মানুষের মুখে
মহাবল্লীপুরমের স্তম্ভের মতন কারুকাজ।
ভিজে তোয়ালের মতো নিজেকে নিংড়িয়ে শুকনো করো
চিরতৃণ হয়ে ফোটো শ্মশানের কাঠ- কয়লা চিরে।
ভিখারীর প্রিয়তম আধুলির মতো যোগ্য হও
পৃথিবীর ভাঙাচোরা অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে।

দু- পাল্লা জানালা কেউ পেয়ে যায় মর্মের ভিতরে
ঈশ্বর সেখানে এসে এইভাবে কথা বলে যান।

BANGODARSHAN.COM

দীপেন বললেই

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

দীপেন বললেই
একটা প্রকাণ্ড গাছ
ঝড়কে যার থোড়াই কেয়ার।
একটা চওড়া বাঁধ
যার কাছে নতজানু
সমস্ত প্লাবনের জল।

কি চমৎকার আগুন নিয়ে খেলা করতো
দীপেন
পুড়তো না কিছু
শুধু জলজল করে উঠতো
চারপাশের নুড়ি, পাথর, ধুলোবালি।

কী চমৎকার বাঁশী বাজাতো
দীপেন
সাপের ফণাগুলো
মুখোশ খুলে ছুটে আসতো
আলিঙ্গনের লতাপল্লবে।

দীপেন বললেই
লক্ষ্নৌ এর বাদশাহী রাত,
আমাদের আদি যৌবনের
তুলকালাম দাপাদাপি।
আবার
গানের কলির অলিতে গলিতে
কাকে খুঁজে বেড়ানো।

BANGODARSHAN.COM

দীপেন বললেই
ময়দানের ঘাসে
হাজার পতাকার হৈ হৈ হাসি
শুকনো মুখের কুলঙ্গীতে
সার সার প্রদীপ।

দীপেনকে
সব গোপন কথা বলতে পারি আমি।
দীপেনকে
ছুরির ফলায় টুকরো করতে পারি আমি।
বাতিল কাগজের মতো দলা পাকাতে পারি আমি।
দীপেন শুধু বলবে
আয়! বোস হতভাগা
মুখে জয়জয়ন্তী হাসি।

দীপেন
আমি তোর শোকসভায় গিয়েছিলাম।
তুই লম্বা হতে হতে
ভালোবাসার আলোয় ভোরের মতো
রাঙা হতে হতে
ফুলের মালায়
ক্লান্ত হতে হতে
কোথায় যেন চলে যাচ্ছিস।
কোথায়?
তুই বললি
বোস্ হতভাগা। আসছি।

BANGODARSHAN.COM

তোমার জন্যে, ও আমার প্রিয়া

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

(জ্যাক প্রেভেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে)

আমি গেলাম পাখির বাজারে
তোমার জন্যে পাখি কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
পাখির বাজারে পাখি নেই।
থিক খিক করছে লোহা- লক্কড়ের খাঁচা
আর সরু মোটা শিকলি
আর সেই সব দাঁড়িপাল্লা যাতে রক্তশুদ্ধ ওজন হয়
সেরা জাতের পাখিদের সবুজ হৃৎপিণ্ড।

আমি গেলাম ফুলের বাজারে
তোমার জন্যে ফুল কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
ফুলের বাজারে ফুল নেই।
থিক থিক করছে নীল মাছি হলুদ ডানা
আর চিমসে পোকামাকড়
আর বেশ্যার দালারদের সেই সব ফলন্ত মগজ
রাংতাকে সোনার দামে বেচতে বেচতে
যারা লাট- বেলাট।

আমি গেলাম গয়নার বাজারে
তোমার জন্যে গয়না কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
গয়নার বাজারে গয়না নেই।
গিজ্ গিজ্ করছে লম্বা ঠ্যাঙের কাঁটা কম্পাস
আর খরখরে দাঁতের করাত

BANGLADARS.COM

কুড়োল, কাটারি, কর্ণিক।
আর পরোপকারী সেই সব তুখোড় কম্পিউটার
যারা এক নিশ্বাসে বলে দিতে পারে
পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্তহত্যা অথবা ষড়যন্ত্রকে
কত দিয়ে ভাগ
অথবা কি কি দিয়ে গুণ করলে
ফলাফল হবে অমায়িক একটা মুখোশ।

আমি গেলাম বইয়ের বাজারে
তোমার জন্যে বই কিনতে
ও আমার প্রিয়া।
বইয়ের বাজারে বই নেই।
ঝলমল করছে শাড়ি শায়া ব্লাউজ সেন্ট সাবান
আর কত রকমের চিকন লেস
আর সেই সব অলৌকিক রুমাল
যাদের বশীকরণ মন্ত্রে
খুন- জখমের রক্ত- ছাপ অন্ধকারকেও মনে হয়
পরমাশ্চর্য ঘুম।

BANGODARSHAN.COM

চেনা যায়

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

অন্ধকার ছিলে বুঝি?
গাছের আড়ালে ছিলে, গর্তে ছিলে
ভিজে খড়ে জড়াজড়ি ছিলে?
মাথাভর্তি লণ্ডভণ্ড চুল।
সারা গায়ে রক্তের আঁকচারা।
যুদ্ধে ছিলে, সেনাপতি ছিলে?
এখনও তোমার চোখে আগুনের ছাই
প্রকাণ্ড কপাল জুড়ে থাকে থাকে
গুপ্ত অস্ত্রাগার।
বহুদিন পরে দেখা তবুও তোমাকে ঠিক অভিমন্যু বলে
চেনা যায়।

BANGODARSHAN.COM

গাছপালাগুলো

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

গাছপালাগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল।
কেউ কেউ স্নান করেনি কতদিন
কেউ কেউ চুল কাটেনি কতদিন
কেউ কেউ বাসি জামাকাপড় পরে আছে কতদিন।

মনে হয় মাঝরাতে ঘুসঘুসে জ্বর হয় কারো কারো
কারো কারো হাঁপানির শ্বাসকষ্ট শুনতে পাই মাঝরাতে
স্বপ্নের মধ্যে এপাশ- ওপাশ আইঢাই করে কেউ কেউ।
কেউ কেউ নিশ্বাস ফেলে আগুনে- হাপরের মতো।

গাছপালাগুলো সত্যি সত্যি কেমন হয়ে গেছে আজকাল।
একটু সব্য- ভব্য হ।
বাইরে যখন ঝড়- ঝাপটার ওলোট- পালোট হাওয়া
ঘরে শুয়ে বসে থাক দুদণ্ড।
দেখছিস তো দিনকাল খারাপ
মেঘে মেঘে দলা পাকাচ্ছে গোপন ফিসফাস
দেখছিস তো ইঁট চাপা পড়ে ঘাসের রঙ হলুদ।
দেখছিস তো যে- পাখি উড়তে চায় তার ডানায় রক্ত।
একটু সাবধান সতর্ক হ।
সে- সব কথা কানে ঢোকে নাকি বাবুদের?
উড়নচণ্ডের মতো কেবল ঘুরছে আর পুড়ছে,
যেন এক একটি বদরাগী বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র।
এক- একদিন না চেঁচিয়ে পারি না।
– ও হতভাগারা! যাচ্ছিস কোন চুলোয়?
– ভাঙতে।
– কী?
– সেই সব থাম, যাদের গায়ে সাত শতাব্দীর ফাটল।

BANGODARSHAN.COM

– তারপর?

– সেই সব পাথর, যাদের দেবতা সাজিয়ে আরতি হচ্ছে ভুল মন্ত্রে।

– তারপর?

– সেই সব তালা, যার ভিতরে ডাঁই হয়ে আছে যুগ যুগান্তের লুটের মাল।

– তাহলে ফুল ফোটাবি কবে?

– আগে গায়ে-গা লাগিয়ে অরণ্য হই

পরাস্ত অন্ধকারের কবর খুঁড়ি এঁদো জঙ্গলে

তারপর ডালপালা ঝাঁপিয়ে ফুল

ফুলের মশাল জ্বালিয়ে আহলাদে আটখানা হৈ হৈ উৎসব।

– তবে মরগে যা! মরে আকাশ পিদিম হ।

এই বলে আমি খিল তুলে দিই আমার খিড়কি দরজায়।

BANGODARSHAN.COM

গভীর ফাটল তবু

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

বনে ও জঙ্গলে রোদ ছায়া গুলে আলপনা আঁকে
আকাশের আর্শীবাদ তৃণ শস্য সারা গায়ে মাখে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

মেঘ নামে, বৃষ্টি পড়ে, বীজেরা ভুমিষ্ট হতে থাকে
যুবতীর ভঙ্গিমায় তরুলতা দিনে দিনে পাকে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

মানুষের ঘুম ভাঙে বনবাসী পাখিদের ডাকে
আকাঙ্ক্ষাকে কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায় সাঁকো পার হয়ে দূর বাঁকে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

পুরনো সংসারে ধুলো চমকে ওঠে অবেলার শাঁখে
নতুন বধুর লাল শাড়ির এয়োতী- রঙ পদ্ম মুখে মাখে।
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

নারীরা পুরনো হয়, যুবকেরা বেঁকে যায় দুঃখে দুর্বিপাকে
জননীরা তুলে নেয় মৃত্যুর সংসার কোলে- কাঁখে
গভীর ফাটল তবু পৃথিবীর মাঠে পড়ে থাকে।

BANGOBARSETAN.COM

একি অমঙ্গল

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা
তোমার হাতে ছুঁচ- সুতোটি
আমার হাতে ফুল
দেখতে পেয়েই আকাশ জুড়ে হিংসা হুলুস্থুল।
তোমার হাতে রঙের বাটি
আমার হাতে তুলি
দেখতে পেয়েই শুকনো মড়া চোখে জ্বালায় চুলি।
তোমার হাতে ধান- দুর্বো
আমার হাতে শাঁখ
দেখতে পেয়েই আকাশ চিরে শকুন পাড়ে হাঁক।
তোমার হাতে জলের ঘটি
আমার ঠোঁটে জল
দেখতে পেয়েই দৈববাণী: এ কি অমঙ্গল!

BANGODARPAN.COM

আসুন, ভাজা মৌরী খাই

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

দেখুন, দেখুন, প্রজাপতিগুলো
এবেলা- ওবেলা ঝুলতে ঝুলতে কেমন বাদুড়
আর শুঁয়োপোকাগুলোর কেমন বাঁই বাঁই উড়োজাহাজে পিঠ এলিয়ে
আর ঘরবাড়িগুলো
কী বিশ্রী রকম কোঁৎ পেড়ে চলেছে প্রসব- যন্ত্রণায়।
আসুন এই ফাঁকে আমরা একমুঠো ভাজা মৌরী খাই
আর টুথ পিকে দাঁতের মাংস খুঁটি।

দেখুন দেখুন, লম্বা মানুষগুলো
কেমন বেঁটে হয়ে যাচ্ছে গায়ে নামাবলী জড়িয়ে
আর শক্ত দেয়ালগুলো
কেমন কুঁজো হয়ে পড়েছে প্রতিশ্রুতির বড় হরফের ভারে
আর আবহাওয়ার তলপেটে
কেমন গোঁ গোঁ করছে নতুন বিপদ- আপদ।
আসুন এই ফাঁকে আমরা একুমঠো ভাজা মৌরী খাই
আর টুথ পিকে দাঁতের মাংস খুঁটি।

দেখুন দেখুন, ঝড় নেই
তবু ভেঙে পড়ছে ইস্পাতের পঞ্চবার্ষিকী কাঠামো।
ভেঙে পড়ছে মুখোশের হাড়গোড় এবং বক্তৃতামঞ্চ।
আর ঝড়ের পাখিগুলো।
নতুন গ্রামোফোনে গেয়ে চলেছে পুরনো কাওয়ালি।
আসুন এই ফাঁকে আমরা একমুঠো ভাজা মৌরী খাই
আর টুথ পিকে দাঁতের মাংস খুঁটি।

BANGODARSHAN.COM

আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

আমরা যারা চল্লিশের চৌকাঠ পেরিয়ে পঞ্চাশের দিকে
সেদিন আঠারো বছরের উথাল- পাথাল বাউণ্ডুলে সেজে
সারারাত তুমুল হৈ- হল্লা।
আগুনের পিণ্ডি গিলে গিলে, আগুনের পিণ্ডি গিলে গিলে
প্রত্যেকে এক- একজন তালেবর।
'বুঝেছি, পৃথিবীটাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে ছোঁড়াগুলো ।
নিজের মনে গজ গজ জানলা খুলে পালিয়ে গেল হাওয়া।
'বুঝেছি, একটা কেচ্ছা- কেলেঙ্কারী না ঘটিয়ে এরা ছাড়বে না।
ভয়ে এক ঝটকায় নিভে গেল সমস্ত টিউব লাইট।
আমাদের উড়ো চুলগুলো তখন মনুমেন্ট- মুখো মিছিলের পতাকা
আমাদের শরীরের খাঁজে খাঁজে তখন বিরজু মহারাজের কথক
গলায় আমীর খাঁকে বসিয়ে কোরাস ধরেছি
– জগতে আনন্দ যজ্ঞে

গান থামতেই, যেন রেডিওতে শোকসংবাদ, এমনি গলায়
শান্তি বলে উঠল –
'জানিস, আর মাত্র কুড়ি বছর পরে খতম হয়ে যাচ্ছে
পৃথিবীর সমস্ত পেট্রোল আর তারপরেই কয়লা –,
অমনি মরা আগুনে ঘি পড়ার মতো দাউ দাউ
আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা।
শান্তি থামতেই নীলামদারের মতো হাঁক পাড়ল সুনীল –
'মেরামতের অযোগ্য এই পৃথিবীটার অন্যে আমি কিনতে চাই
একটা ব্রহ্মাণ্ডজোড়া ডাস্টবিন।
অমনি একশোটা ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি উল্লাসে
আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা।
তার পরই রক্তাক্ত যীশুর ভঙ্গীতে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়াল পৃথ্বীশ।

BANGLADARPAN.COM

‘বন্ধুগণ!
যে- যার হাফ প্যান্টগুলো কাচিয়ে রাখুন
খোঁড়া তৈমুর আবার জেগে উঠছে কবর ফুঁড়ে
গেরিলা যুদ্ধের সময় দারুণ কাজে লাগবে।
অমনি আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা
মিলিটারি ব্যাণ্ডের মতো ঝমঝমিয়ে।

হিমালয় থেকে গড়াতে গড়াতে
প্রকণ্ড বোল্ডারের মতো জেগে উঠল শক্তি।

‘এবার আমি কিছু বলতে চাই।
গাছ এবং পাথর এমনকি ফুলের ছেঁড়া পাপড়ির সম্বন্ধে
সাংঘাতিক কিছু কথাবার্তা জেনে গেছি আমি,
বুড়ো শালিকগুলোর ঘাড়ের রোঁয়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে
এখন আকুপাংচারের মতো ঢুকিয়ে দিতে হবে সেগুলো।’
অমনি শান্তির গলা জড়িয়ে আমি
আমার কোমর জড়িয়ে সুনীল
সুনীলের পায়ের তলায় পৃথ্বীশ
পৃথ্বীশের পাকস্থলীতে শক্তি
শক্তির নাইকুণ্ডলীতে সুনীল, সুনীলের জুলফিতে আমি
আমার উরু কিংবা ভুরুতে শান্তি
এইভাবে দলা পাকাতে পাকাতে
আমাদের তুমুল হৈ- হল্লার রাতটাকে
নদীনালার দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
কলকাতার অন্ধকুপের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
কী যে দুর্দান্ত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছি, কিচ্ছু মনে নেই।

BANGLADARPAN.COM

আগুনের খোলা ঝাঁপি ----আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

সময় প্রতিমা!
আগুনের ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে,
আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম।

ক্ষৌরকার ডেকে এনে কাল- পরশু মাথা ন্যড়া হবো
রাজার পোষাক ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবো গঙ্গাজলে।
গায়ে বড় আঁট হয়ে, বাঁশের গাঁটের মতো খোঁচা হয়ে আছে যে সকল
স্বর্ণ বর্ণ- অলঙ্কার, লকেট, মেডেল
সেই সব মণি- মুক্তো বেনাবনে শুকোবে এখন

দেবদারু গাছগুলি তাদের দুঃখের সব গোপনীয় কথা শুধু আমাকেই বলে
ক্ষুধিত বেড়ালে নখে চিরেছে যে সব ডালপালা
তার সব আর্তনাদ আমার ঘুমের মধ্যে হাতুড়ি পেটায় ঝন্‌ঝন্‌ ।
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই
সমুদ্রের ঢেউগুলি দরজার কাছাকাছি এসেছে কখন,
তখন মেঘের পাখি ভোরবেলার আলতা রং মেখে
শিয়রের কাছে বসে কথা বলে আত্মীয়ের মতো।
নোংরা জল ঢুকে ঢুকে নিঃস্ব হয়ে যাচেছ সব পৃথিবীর খনিগর্ভগুলি
এই রকম অতর্কিত শিরোনাম ফুটে ওঠে জানালায় গায়ের আকাশে।

সময় প্রতিমা!
আকাঙ্ক্ষার ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে।
আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম।

তুমি যদি যুদ্ধে যাও, আমার সমস্ত সৈন্য পাবে।
রেলকলোনীর মাঠে তুমি যদি জনসভা ডাকো
হিম হাওয়া, অন্ধকার, কাঁটাতার, রক্ত- হাসি ঠেলে
প্রত্যেকটি ব্যথিত গাছে আলোর লণ্ঠন আমি টাঙাবো একাই
তোমার তুণীর আমি ভরে দেবো, বিজয় উৎসবে।

BANGLADARSHAN.COM

অলৌকিক

---- আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

অলৌকিক এইভাবে ঘটে।
হঠাৎ একদিন ফাঁক হয়ে যায় সাদাসিধে ঝিনুক,
ভিতর থেকে ঠিকরে বেরোয় সাদা জ্যোৎস্না।

সেদিন মুক্তোর মতো গড়িয়ে এলে আমার হাতে।
অমনি বদলে গেল দৃশ্য।
আমার ডান দিকে ছিল মেঘলা দিন
হয়ে গেল ডালিম- ফাটানো রোদ।
আর বাঁদিকে ছিল ইটের পাঁজা
হয়ে গেল লাল টালির ডাকবাংলো।

অলৌকিক এইভাবে ঘটে।

BANGODARSHAN.COM

অনেক বছর পরে

- - - - আমাদের তুমুল হৈ- হল্লা

অনেক বছর পরে তোর কাছে এসেছি, মল্লিকা!
বহুদিন আপিসের কাজে- কম্মে ডুবুরির মতো
বহুদিন মেশিনের যন্ত্রপাতি হয়ে
বহুদিন বাবুদের গাড়ির টায়ার হয়ে সুদূরে ছিলাম।

তোর পাশে চাঁপা ছিল, টগর, ঝুমকো- জবা ছিল।
তারা কই ? মারা গেছে ? সে কি ? কবে ? সাতাত্তর সালে ?
এত মৃত্যু ঘটে গেল একাত্তর বাহাত্তর তিয়ত্তর সালে
এত হত্যা ঘটে গেল চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালে।
আজ আর ধ্বংস, হত্যা, মৃত্যু কারো হৃদয়ের ভুমিকম্প নয়।
মল্লিকা ! দুঃখের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বল।
মল্লিকা ! নিজের স্বপ্ন- শরীরের গল্প- টল্প বল।
চাঁদের আলোর নিচে আমাদের আশাতীত খেলাঘর ছিল
সেই বাল্যকাল, সেই হরিণশিশুর কথা বল।

বহুদিন বাবুদের বাগানবাড়ির মালী হয়ে
বহুদিন বৃক্ষহীন দ্বীপান্তরে বেহুঁশ ছিলাম।
মল্লিকা ! বুকের দুধে বহু যত্নে যাকে পুষেছিলি
কই সে কিন্নরকণ্ঠী খঞ্জনীটা ? সে আসে না কেন?
মারা গেছে ? সে কি? কবে ? সাতাত্তর সালে?
এত মৃত্যু ঘটে গেল একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে
এত হত্যা ঘটে গেল চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালে।

বৃহৎ আকাশ তবু রাজছত্র ধরে আছে মানুষের মাথার উপর।

BANGLADARPAN.COM

সেই পদ্মপাতাখানি

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

সেই পদ্মপাতাখানি ছুঁয়ে আছি তবু।
যতই ফুঁ দাও ঝড়ে নেভাতে পারবে না
মোমের আগুন।

এত ভূল কর কেন যোগে ও বিয়োগে?
ত্রিশূলের কতটুকু ক্ষমতা ক্ষতির?
নির্বাসনদণ্ড দিয়ে মুকুট কেড়েছ,
তবু দেখ পৃথিবীর পাসপোর্ট আত্মীয় করেছে।

আমার পতাকা উড়ছে
পাখিদের স্বাধীনতা ছুঁয়ে।

BANGODARSHAN.COM

শামসুর রাহমান, ৬০

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

তোমার মুকুট ঘিরে থাক কাঁটাতারে
বিদ্ধ করুক পেরেকের অপমান।
জানবে তোমার খোঁজ নেয় রোজ গারো পর্বতমালা
কেমন আছেন শামসুর রাহমান?

তোমার তূণীর ভরা থাক বিশ্বাসে
শব্দ বুনুক বজ্রের বীজধান।
হয়তো একদা মেঘে শোনা যাবে মেঘনার তোলপাড়
আমি হতে চাই শামসুর রহমান।

ছেনী ও হাতুড়ী ধরা যাক দৃঢ় হাতে
রূঢ় প্রস্তর খুঁজে পাক গূঢ় প্রাণ।
আজ সকালেই সোনার কলমে সূর্য লিখল রোদে
ইতিহাস হোক শামসুর রাহমান।

যুদ্ধ

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

যে আমাকে অমরতা দেবে
সে তোমার ছাপাখানা নয়,
সে আমার সত্তার সংগ্রাম
নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়।

BANGODARSHAN.COM

বিরুদ্ধাচরণ

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

শিল্পের শৃঙ্খলা ভেঙে, নৈতিকতা ভেঙে
তুমি যদি বায়ুমুখ নৈরাজ্যের কুহকে বাঁকিয়ে
নিজের সিদ্ধিকে ভাবো সভ্যতারই আরও উত্তরণ
বিরুদ্ধাচরণ ব্রত হবে।

যে গেলাসই জল দেয়
ছুঁড়ে ভাযো, অথচ তোমার
জল চাই মুহুর্মুহু,
জল চাই, জলস্তম্ভ চাই।
সমস্ত গেলাস ভেঙে, জলাধার ভেঙে
যদি চাও নিরাপদ সমুদ্র- শোষণ,
বিরুদ্ধাচরণ ব্রত হবে।

তোমার মোহর থেকে ঝলসানো সাফল্য ও সুখ
যে কেনে কিনুক।
আমি শ্রমে অকাতর, আমার নির্মাণ
পেশী পক্ষপাতী।
আমি জানি সৃজনের ভিতরের নিঃশব্দ দহন।

তুমি যদি আগুনের শিখা ও শিকড়
পুষতে চাও পকেটে, লাইটারে
বিরুদ্ধাচরণ ব্রত হবে।

BANGODARSHAN.COM

পাহাড় গন্তব্য ছিল

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

বইয়ের উপর থেকে ধুলো মুছে নিলে
আরো ধুলো রয়ে যায় অক্ষরের স্থাপত্যকে ঘিরে।
ফলে ব্যাঙই সাপ খায় গিলে।

মানুষ যে- যার মতো চোখে- ধুলো ব্যাখ্যা দিতে জানে,
সূর্য, শিল্প, শ্রম, শান্তি, শস্য বা সংহতি
আগুন- বীজের মতো এইসব মহাপ্রাণ শব্দেরও সহজতর মানে।

মঞ্চ থেকে যে- মুহূর্তে প্রেরণার যোগ্য সম্ভাষণ
বসন্তের বিস্ফোরণ বাতাসের শিরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
কুঠার চিহ্নকে মুছে যুবক- যুবতী সাজে বন।

সে শুধু ঋতুর মতো আসা- যাওয়া, থেকে যাওয়া নয়।
সময়ের ঝাঁট দেওয়া ধুলোর পরত জমে জমে
মানচিত্র পোকা- খাওয়া, বিশ্বাসের অবিশ্বাস্য ক্ষয়।

পাহাড় গন্তব্য ছিল, অবশেষে নুড়ি ঘেঁটে ফেরা।
বিকেলের চশমায় নিশুতি রাতের কালো ছোপ,
অভিযানযোগ্য পথ ইজারা নিয়েছে গহ্বরেরা।
আলো আসে, আলো চলে যায়।
জল থাকে, খুঁটি ধরে টেনে রাখে উচ্ছৃঙ্খল জল,
নিরীক্ষণ স্থির হতে পারে না ডাঙায়।

ফুল্লরার বারমাস্যা, চতুর্দিকে সংকটই সম্রাট।
এত যে রচনাপর্ব, দোয়াতে রক্তের কালি, রক্তিম বিষয়ে আলোচনা
এসবই কি ধুলোর মলাট?

BANGLADARSHAN.COM

নতুন শব্দ : সফদার হাসমি

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

এই মৃত্যুশোক
কাঁধ থেকে নামানো যাবে না কোনোদিন।
আর বর্বরতা কি নির্বোধ।
যেন মৃত্যু হলেই মুছে যায়
প্রতিজ্ঞার প্রাণ।
আক্রমণ কোনো নতুন শব্দ নয়।
হিংসা কোনো নতুন শব্দ নয়।
নতুন শব্দ – সফদার হাসমি।

সফদার হাসমি মানে জাগা,
জেগে থাকা,
জাগানো।

BANGODARSHAN.COM

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

প্রখর তুলির পাশে কতদিন অবনত হয়েছি বিস্ময়ে।
এ কী টান! বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত এ কী বলবান
রেখার সংহত রূপ, রেখা যেন গর্বিত গাণ্ডীব,
যেন জানে শত্রুপক্ষ, যেন জানে কোথায় সংগ্রাম
এবং বিষাদও জানে, হাহাকারে সঙ্গী হতে জানে।

তখন দিগন্ত ছিল রক্তে ও রক্তিম আকাঙ্ক্ষায়
একই সঙ্গে একাকার, দুঃসময় ঘরে ও বাহিরে।
বিশ্বাসের দুর্গ ভাঙে, অবিন্যস্ত বাতাসে ছড়ায়
প্রশ্ন শুধু, প্রশ্ন বীজ প্রশ্ন বৃক্ষ হয়।
সেই দীর্ণ সময়ের দিনগুলি, দগ্ধ রাতগুলি
একটি তুলির কাছে যখনই চেয়েছে বরাভয়,
পেয়েছে বুকের বর্ম, মানচিত্র, দৃপ্ত যাত্রাপথ।

তাঁর কোনো নামাবলী নেই, তিনি নিঃসঙ্গ পথিক
ভ্রমণ বিলাসী তিনি, দুর্গমে দুরূহে নিত্য পাড়ি।
কানাকড়িহীন কিন্তু হাসিতে ঠিকরোয় রত্নকণা,
রাজাধিরাজের মতো এই নিঃস্ব এখনো প্রেরণা।

BANGODARSHAN.COM

তোমারই সঙ্গে

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

তোমারি সঙ্গে যুদ্ধ প্রহরে প্রহরে
তোমারই সঙ্গে সন্ধি,
তোমারই মূর্তি নির্মাণে আমি নিজেকে
করেছি পাথর চূর্ণ।
সর্বনাশের পাশা নিয়ে খেলা দুজনের,
অথচ লক্ষ্য শান্তি।
আক্রমণের তীর ও ধনুকে জ্বলছে
ক্ষমার সৌরদীপ্তি।

তোমার মৃত্যু যখন আমার কান্নায়
তুমি উল্লাসে পদ্ম,
আমার মৃত্যু যখন তোমাকে ছিঁড়ছে
আমি মুখরিত শঙ্খ।

প্রহরে প্রহরে নিহত হয়েও আমরা
অগ্নিপালকে রক্তিম,
পরস্পরের নিঃস্বতা পরিপূরণে
অর্জন করি প্রজ্ঞা।

BANGODARSHAN.COM

তোমার মুখের দিকে

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

প্রণাম করব। কিন্তু পা কই? আগুনে ও হিমজলে পা ডুবিয়ে
এখনো তো তাঁর অফুরাণ হাঁটা
বরণ করব। কিন্তু কই সে শব্দদল যা ছুঁতে পারে
তাঁর বোধের এলাকা?

তাহলে?
জ্বলন্ত সিড়ি ভেঙে ভেঙে শিখরের দিকে যাঁর এগিয়ে চলা,
অনুজের অভ্যর্থনা কীভাবে পৌঁছবে সে অগ্রজে?
তবে কি বিশেষণ- বিড়ম্বিত স্তব কোলাহলেই শেষ হবে সে আরতি?

না। ভীষণ নীরবে চাইব এই খবরটুকু পৌঁছে দিতে শুধু –
আরো দীর্ঘতর প্রতীক্ষায় আমরা প্রস্তুত।
আরো নতুনতর বিস্ফোরণের আলোয়
উত্তাপে আবীরে ঘোর লাল হয়ে উঠুক আমাদের আকাশ।

আমরা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে।
তুমি মুখ ঘুরিও না।
যজ্ঞাগ্নির সামনে কী দিব্য তোমার দহন!

BANGODARSHAN.COM

গায়ত্রী মন্ত্রের আলো

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

কবিতা লেখার রাত
ভিজে গেছে অঘ্রাণের উদাসীনতায়।
সব ক্ষীপ্র অত্যুৎসাহে
উদ্যোগে ও কর্মকাণ্ডে আজ লেগে আছে
শিশিরের সাদা ফোঁটা
জল বসন্তের গুচ্ছ বীজ।

সাদা বালি, লাল বালি
বারুদ গুঁড়োর গুঢ় বালি
চরাচর থেকে উড়ে আমাদের জানালার গায়।
বিস্ফোরণে পুড়ে পুড়ে বাতাসের নীল কণ্ঠনালী
তবু ন্যায়- নীতি মেনে কি জানাতে চায়
শুনে রাখা ভাল।

পায়ে রক্তদাগ,
সূর্যে রাহুর দাঁতের কালো ছায়া।
সন্ত্রাসের মেঘ চিরে
প্রসবব্যাথার চোখে নক্ষত্রেরা তাকিয়ে রয়েছে
কবিতার দিকে,
গায়ত্রী মন্ত্রের আলো চেয়ে।

BANGLADARPAN.COM

গাছ

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

রাজকোষের মতো বোঝাই
কুঁড়িতে, পাতায়, শতপুষ্পে, গন্ধের পেখমে।
তবু শিকড়ের চোখে আত্মগোপনকারী যোদ্ধার আত্মসমালোচনা।
নিজের ভিতরে গভীর কোনো জল- উৎস খুঁজতে খুঁজতে
খুঁড়তে খুঁড়তে ক্লান্ত এবং
বিপদাপন্ন।
কখনো কখনো সোনালি মেঘের শিরা- উপশিরাও
তার কাছে করাতের দাঁত।

কখনো কখনো মেঘ সে নিজেই।
মেঘের ভিতরে নিজেকে দীর্ণ করতেই বানিয়ে চলেছে
বজ্র- ডমরুর গুরুগুরু।

কোন্ কথা মন্ত্র হবে

- - - - রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

কোন কথা মন্ত্র হবে কেউ তা জানে না।
তবু তো ঘুমের কাছে বেচে দিতে পার না সিন্দুক।
কঠিন মৃগয়া ছেড়ে বিছানার বালিশে- তোশকে
লুকোতে পার না ধনুর্বাণ।
যেহেতু নিয়েছ বেছে ব্যাধের ভূমিকা
তোমাকে তো যেতে হবে দুর্গমের গূঢ় অভ্যন্তরে
সময়ের শতজট, ভূল- হাতছানি ভেদ করে।

যে কোনো তপস্যা চায়
নতজানু শুচিতা ও শ্রম।

BANGLADARSHAN.COM

কে?

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

দরজা খোলা
আর দরজা বন্ধের শব্দ।

কে হাঁটো?
লাল নকশা পাড়ে
বিবেচনাহীন ঝাঁপিয়ে পড়ার ঢেউ।

কে হাসো?
দেয়াল ভরে যায়
খাজুরাহোর অলৌকিকে।
কে টালমাটাল করো
স্মৃতির ওয়ার্ডরোব?
উত্তর নেই।

দরজা খোলা
আর দরজা বন্ধের শব্দ।

BANGODARSHAN.COM

করাত কেটে চলেছে

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

করাত কেটে চলেছে ভিতরে
বাইরে তুলকালাম পিকনিক।
অস্ত্রাঘাতের শব্দে শিউরে উঠল কে?
বাতাস।
এক শ্মশান থেকে আর শ্মশানে ছুটছে কে?
যৌবন।

করাত কেটে চলে ভিতরে
বাইরে তুলকালাম পিকনিক।

পায়ের তলায় গুমরে গুমরে উঠছে কি?
প্লাবন।
মাটির দেয়ালে ক্রমশ লতিয়ে উঠছে কি?
মড়ক।

করাত কেটে চলছে ভিতরে
বাইরে তুলকালাম পিকনিক।

BANGODARSHAN.COM

একটি দুটি তিনটি যুবক

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

কলকাতা শহরে মাত্র একটি দুটি তিনটি মানুষ
এখনো যুবক হয়ে আছে স্বেচ্ছাচারে।
ফুটবলের মতো তারা
কারো পায়ে থাকে না কখনো।
ক্রিকেট ব্যাটের মতো
ঘূর্ণি বলে যৌবনের জৌলুস হাঁকায়।
একেকটি শীত আসে
একেকটি যুবক খসে পড়ে।
উল্কাবৃন্তচ্যুত তারা আকাশের কিনারা হারিয়ে
সরপুটি, চাঁদা পুটি,
অল্প জলে অতিকায় খেলা।
হে গভীর! এখানে এসো না।
কলকাতার ক্ষণপ্রভ ভিড়ে এলে তুমিও হারাবে
আতরদানের শিশি, চশমা ও উষ্ণীষ।
তূণীর মরচেয় গুড়ো হবে।

কিংবা এসো, এসে দেখে যাও
করাতকলের পাশে একটি দুটি তিনটি যুবকের
অগ্নিসাক্ষী রাখা অহঙ্কার।

BANGODARSI.COM

আমি কি ধরিত্রীযোগ্য

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

আমি কি ধরিত্রীযোগ্য?
এই প্রশ্নে কেঁপে ওঠে তার
অসুখের ঘূণ- লাগা শরীরের অস্থি মজ্জা হাড়।
তাকে ঘিরে আছে মেঘ
তাকে ঘিরে ব্যাধের উল্লাস।
অক্ষর অন্বিষ্ঠ তার,
হাতের মুঠোয় মরা ঘাস।

প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ নিয়েছে কেড়ে নিজের থাবায়
সংক্রামক কুয়াশা ও হিম
মানুষের হাত থেকে কখন নিয়েছে কেড়ে বিরক্ত সময়
অন্ধকার চিনবার মঙ্গল পিদিম।
কাঁটায় ছিঁড়েছে হাত
লুকনো রক্তের ফোঁটা লেগে
পাণ্ডুলিপি ভিজে একাকার।
আমি কি ধরিত্রীযোগ্য?
এই প্রশ্নে সে এখন সেতারের ছিঁড়ে যাওয়া তার।

BANGODARSHAN.COM

আত্মসমালোচনা

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

এও এক ধরনের অসুখ
এ বোধ, অতৃপ্তির আর অসম্পূর্তার।
এর জ্বরও ওঠে, নামে, কাঁপায়।
গভীর বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে ফেরার পর
এও হয়ে যায় হাড়- পাঁজরের কফ- কাশি।

ভীষণ টঙ্কারের মতো মুহূর্তগুলো
যা বাজে তার ভিতরকার গণনাহীন কাঁপনগুলোকে
চিনিয়ে দিতে, আর ধরার আগেই মিলিয়ে যায়
ক্রমশ দূর প্রতিধ্বনিহীনতায়
হৃতসর্বস্ব হতে হতে।

BANGODARSHAN.COM

আগুনে আঙুল রেখে

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

আগুনে আঙুল রেখে ঠায় বসে আছি
কেউ ডাকলে যাতে সাড়া পায়।

ঘরের বাইরে গোল সার্কাসের মাঠ।
নিরাপত্তা- বিধায়ক যথারীতি ভেজানো কপাট।

কবে বৃষ্টি হয়েছিল
তারই বাসি গন্ধ শোঁকে মাটি।
বুদ্ধিজীবী বাতাসের চতুষ্পাঠী চেপেছে নিলামে।
মুখ- আঁটা গোপনীয় খামে
চিঠি চালাচালি চলে সন্ধি ও সংগ্রামে।
ছুঁচের সেলাই ছেঁড়া শার্ট
দুমড়ে মুচড়ে যেভাবে বাতিল
তার চেয়ে হীনমন্যতায়
রৌদ্র আজ লোকালয় ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে চায়
জঙ্গলে ও ইলেকট্রিক খুঁটির ওপারে।
ঘরের বাইরে সব।
ঘর ফাঁকা, ঘরে শুধু পেরেক রয়েছে,
স্মরনীয়তার ছবি নেই।
আগুনে আঙুল রেখে বসে আছি ঠায়
সঠিক ঠিকানা খুজেঁ কেউ এলে যাতে সাড়া পায়।

BANGODARSHAN.COM

অথচ

---- রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাই বারবার।

এত আক্রমণ
পরস্পরবিরোধী এত শোকমিছিলের মধ্যেও
কী অনায়াসে বুনে যাচ্ছ লাল পশমের শৃঙ্খলা।
উদ্ভিদের চেয়ে নীরব,
ছাপানো মহাভারতের চেয়ে উদাসীন।

অথচ
পিছনের দেয়ালেই রক্তছাপ
অথচ
বুকের শাড়ি সরালেই
অনাবৃষ্টির চৌচির।

BANGODARSHAN.COM

হে স্তন্যদায়িনী

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন?
তোমার দুধের মধ্যে এত ঘন বিশৃঙ্খলা কেন?

রক্ত- ঝড়ে না ভেজালে
কোনো সুখ দরজা খোলে না।
ময়ূরও নাচে না তাকে দু- নম্বরী সেলামী না দিলে।
হাতুড়ির ঘায়ে না ফাটালে
রাজার ভাঁড়ার থেকে এক মুঠো খুদ খেতে
পায় না চড়ুই।
স্বপ্নে যারা পেয়ে গেছে সচেতন ফাউন্টেনপেন
তাদেরও কলমে দেখ
সুর্যকিরণের মতো কোনো কালি নেই।

হে স্তন্যদায়িনী
তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন?
তোমার দুধের মধ্যে
প্রতিশ্রুত ভাস্কর্যের পাথর কেবল।

BANGODARSHAN.COM

সে আছে সৃজন সুখে

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

সে আছে সৃজন- সুখে
নিজস্ব কর্ষণে
তাকে অত ভীড়ে, অত লোকালয়ে, খররৌদ্রপাতে
তোমাদের দু- বেলার সংঘাতে ও সঙ্গের চত্বরে
সহসা ডেকো না।
যেহেতু সে তোমাদেরই একান্ত আপন
শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থনকারী
তোমাদেরই রক্তচিহ্ন
রেখেছে সে কপালের ত্রিশূল- রেখায়।

সে আছে সৃজন- সুখে
সুখ মানে উলুধ্বনি নয়!
সে নিমগ্ন হয়ে আছে
সময়ের বিনষ্ট ফাটলে।
পরিপক্ক দ্রাক্ষা নয়
তার প্রিয় অন্বেষণ দ্রাক্ষার গভীর অগ্নিমূল।

BANGODARSHAN.COM

ভ্রমণ কাহিনী

- - - - গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

‘Withches in Macbeth are part of the landscape’- Jan Kott

এপারের জঙ্গলগন্ধ অন্ধকারে আমাদের নামিয়ে
অল্প দূরের ব্রিজে বিসর্জনের তুমুল তাসায় এক ঝলক নেচে
রেলগাড়িটার লম্বা দৌড় ওপারের দিকচিহ্নহীনতায়
তারপর সমস্ত শব্দের ঢলে- পড়া ঘুম।
আমরা কেউ ওভারব্রিজের খোঁজে ঘাড় ঘোরাই
কেউ আকাশে যেমন- তেমন একট চাঁদ অথবা চেনা নক্ষত্রের খোঁজে।
আকাশের যে জায়গাটায় চাঁদ থাকার কথা।
নিদেনপক্ষে ছুটকো- ছাটকা ইনভার্টারে জ্বালানো লণ্ঠন
ইসকেমিয়ার ঘোলাটে চাউনীতে সব লেপাপোঁছা।

পাহাড়টা কোন্ দিকে? উত্তরে না দক্ষিণে ?
কেউ একজন প্রশ্ন করে।
পাহাড়ের আগে শাল- মিছিলে ঘেরা হ্রদ। দক্ষিণে, না উত্তরে?
অন্য কারো জানার ইচ্ছে।
ওভারব্রিজটা সামনে, না পিছনে?
কেউ একজন শুনিয়ে দেয় জবাব:
সব স্টেশনের ওভারব্রিজ থাকে না কিন্তু
অনেক স্টেশন কার্ড- বোর্ডে কাটা মানুষের মতো সমতল।
কে কার সঙ্গে কথা বলছি
বুঝতে পারি শুধু কণ্ঠনালীর সৌজন্যে।
দুর্গদেয়ালের মতো অন্ধাকারে আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন।

আমাদের বলে দিয়েছিল স্টেশন থেকে নামলেই

BANGODARSHAN.COM

লাল মাটির সোজা রাস্তা।
হয়তো আছে, কিন্তু অন্ধকারের দরজায় তো ফুটো নেই কোনোখানে।
আমাদের বলে দিয়েছিল স্টেশনে নামলেই
এক দৌড়ে পৌঁছে দেওয়ার এক্কা।
হয়তো ছিল, কিন্তু এখন তো মূর্ছিত চেতনার মাঝরাত।

হঠাৎ কার যেন মনে পড়ে যায় টর্চের কথা।
টর্চ, টর্চ। টর্চ জ্বালাচ্ছিস না কেন?
নেমে আসি বালি কাঁকরের ঢালু প্রান্তরে,
পথপ্রদর্শক, টর্চের আলোর প্রেতচক্ষু।

ডাইনে আলো পড়ে টর্চের। ওটা কি?
ঝাঁঝরা কঙ্কাল, কোনো এক সময়ের সাতমহল অমরাবতীর।
টর্চের আলো ঘোরে বাঁয়ে। ওটা কি?
সমুদ্র- জাহাজের ভাঙচুর কাঠকাটরা আর নষ্ট নোঙর।

পথ আর পৌছনার মাঝখানে
কী দুঃস্বপ্ন শাসিত ব্যবধান!
মন্ত্র আর আরতির মাঝখানে
গণনাহীন বলির রক্তরেখা।

জন্ম থেকেই তো আমরা এই রকম, ঠিকানাহীন,
কেউ একজন বাতাসে ভাসিয়ে দেয় তার দীর্ঘশ্বাস।
সমস্ত রেলগাড়িই আমাদের বেলায় ছত্রিশ ঘন্টা লেট,
কেউ একজন বুক থেকে নিংড়ে আনে তার কুয়াশা।

হঠাৎ ঝড় উঠলে হয়তো সাড়া পাওয়া যেত লোকালয়ের,
কে যেন ঘাই মেরে উঠল তার বিষন্নতার বুদবুদ সরিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

রমণীসুলভ হ্রদের কোমর জড়িয়ে শালবনের মাতাল যৌবন
তাকে পেরোলেই সম্রাট মহিমার পাহাড়
আমাদের পৌছনোর কথা সেইখানে।
সেইখানেই বিশ্বস্ত লাল রোদের কেন্দ্রে
আমাদের সবুজ বাংলো রক্তকরবীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।
ছেলেবেলার পানের ডাবর থেকে লাফিয়ে- ওঠা কেয়াখয়েরের উল্লাস নিয়ে
বাতাস বুনছে বীজানুহীন অভ্যর্থনা।
টর্চের আলো ঘোরে উত্তরে। ওটা কি?
ঝড়ে উলটোনো মহান বটের মাথামুণ্ডুহীণ আধখানা।
টর্চের আলো ঘোরে দক্ষিণে। ওটা কি?
ভূল স্রোতের ফাঁদে- পড়া নদীর অকাল- ধ্বস।

BANGODARSHAN.COM

বিশাখার প্রশ্নে শ্রীরাধা

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

বিশাখা। একি! এ যে সারা গায়ে জ্বলছে উনোন!
চোখে যেন অগ্নিবৃষ্টি হয়েছে কখন, পুড়ে লাল
ঠোঁট নীল, চামড়া হলুদ
কপালে ফাটল, ভস্ম মুখে।
চাঁপাকলি আঙুলেরা কাটারি কুড়োলে কাটা ডাল।
মেঘময় কুন্তলের দশা দেখলে হাসবে আঁস্তাকুড়
মরা কচ্ছপের মতো মাথায় উপুড় বাসি খোঁপা
নদীতে আছাড় খেয়ে কপাল ভাঙার পরে নৌকারা যেমন
স্রোতে আত্মসমর্পিত ভেসে থাকা ছাড়া
ভূলে যায় গন্তব্য ও গমনাগমন
সেই হাল জ্বরে-পোড়া তোর শরীরের।
কদমতলার জন্যে তবু চোখ উড়াল ভ্রমর।
চন্দ্রাবলি, শোন!
ভালোবাসাবাসি নিয়ে খেলা হল ঢের
ঢের বাঁশী শোনা হল, ঢের হল গাগরী ভরণ।
আমার মিনতি, যদি না চাস মরণ,
কলসী নামিয়ে রাখ, খুলে ফ্যাল পায়ের নুপুর,
নীলাম্বরী, কাঁখে চন্দ্রহার।
যমুনা আকাশ-কন্যা, জলে গাঢ়, যৌবনেও গাঢ়
যমুনা কালকেও থাকবে কেউ তাকে খাচ্ছেনাকো শুষে
কদমতলাও থাকবে, কুঞ্জছায়া, নিখোঁজ কিংখাব
এবং অগুরু গন্ধে নিকানো দখিন হাওয়া তাও পাওয়া যাবে।
তোর শ্যম থাকবে তোরই শ্যাম।
ডাকাতের বাঁশী শুনে পুড়ে-থাক হওয়া ব্যামো ছেড়ে
আজকে নে নিখাদ বিশ্রাম।

শ্রীরাধা। শরীরের কথা রাখ,

BANGLADARSHAN.COM

শরীরেরই যত জ্বর- জ্বালা
নৌকাডুবি, খরা বানে- ভাসা,
বারোমাসে বারোশো মুখোশ।
আমি কি আমার এই শরীরের হাটে কেনা দাসী?
শুধু তার উঠোনেই ঝাঁট- পাট দিয়ে যাব ঋতু গুনে গুনে?
আমি যে ভূমিষ্ঠ সে কি শুধু শরীরের
সমান্তরাল হব একটুকু মিছরী দানা সুখে?
শরীরেরও কতটুকু যথার্য শরীর?
বিশাখা! যখন সূর্য ওঠে,
কিংবা সূর্য ডুবে যায়, যাবার আগের সন্ধিক্ষণে
রাজমহিষীর প্রাপ্য ভালোবাসা দিয়ে
রক্ত ওষ্ঠে দিগন্ত রাঙায়
তখন কে খুশি হল বল?
শরীরের অন্তর্গত চোখ? না শরীর?
নাকি ভিন্নতর কেউ
বুকের ভিতরে গুহা বানিয়ে আলোর স্তব যার?

বিশাখা। আহা! সে তো অন্য আলো!
আকাশের আত্মউন্মোচন।
সে আবীর যত মাখো, চোখ দিয়ে যত করো পান
অবসানহীন।
ঘরের আলোর মতো সে তো আর নিয়মের জ্বলার নেভার
ফাই ফরমাস খেটে গৃহস্থকে খুশি করবার
মাপা- জোপা আলো কিংবা আলো- কণা নয়।
সে এক দ্বিতীয় আলো
দৃষ্টির সুড়ঙ্গ বেয়ে তার অভিযান
চেতনা- শিখরে।

শ্রীরাধা। বিশাখা। তাহলে তুই একটু আগে বললি কি করে
ঢের ভালোবাসাবাসি, ডাকাতের বাঁশী?

BANGLADARSHAN.COM

সাজানো সংসার, স্বামী সমাজ- শৃঙ্খলা
ভিজে কাপড়ের মতো খুঁটিতে ঝুলিয়ে
আমি যার কাছে যাই সেই এক দ্বিতীয় আলোই।
কতটুকু মাছ- মাংসে শরীর সন্তুষ্ট হয় জানি
শরীরের খিদে মিটলে আরো বড় খিদে জেগে ওঠে।
আমার এ জীবনের কতটুকু ছারখার পুড়বার নশ্বর কঙ্কাল
কতটুকু পৃথিবীর রোদে- জলে মেঘে ঝড়ে চিরকাল লিখে রাখবার
স্বজন মহলে বাধ্য বিনোদিনী হয়ে বেশি সুখ
নাকি বিদ্রোহিনী হলে সমস্ত ললাট জুড়ে আকাশের আর্শীবাদ পাবো।
তারই মূল্যায়ন কিংবা সেই আত্মপরিচয় পেতে
সর্বস্বের বিনিময়ে আমি তার কাছে ছুটে যাই।
দ্বিতীয় আলোর মতো ঐ এক দ্বিতীয় পুরুষ।
তার কাছে পৌঁছলেই পেয়ে যাই নিজের শিকড়,
সংসারের কাটা- ছেঁড়া প্রত্যহের ছোট ছোট মরা
নিমেষে সেলাই এক জরির সুতোয়,
অসি- ত্বে অস্ফুট পদ্মে শত পুষ্প গেয়ে ওঠে গান।
জাগে জন্মান্তর, জাগে নতুন জন্মের নৃত্যতাল
যেন আমাকেই ঘিরে চর্তুদিকে শঙ্খের উৎসব
অন্বিষ্ট রয়েছে যার, তার হাঁটা অগ্নি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
রক্ত- রেখা পথে, শুধু তাকেই মানায় প্রতিশ্রুত
ঝড়ের রাতের অভিসার।

BANGODARS.COM

প্রশ্ন

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

কতটা গভীর হলে
নিরন্তর বেগবান নদী হওয়া যায়।
তুমি তার মাপ জানো নাকি?
মহান বৃক্ষের কাছে
একটি মানুষ এসে
একদিন প্রশ্ন করেছিল।

কতটা আগুন লাগে
নিখিলদহনে পুড়ে
পরিশুদ্ধ মানুষের অবয়ব পেতে
তুমি তার পরিমাণ জানো?
মানুষের কাছে এসে
এই প্রশ্ন করেছিল
কোনো এক ক্ষুধিত পাহাড়।

BANGODARSHAN.COM

পল এলুয়ার ---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

কাল সারা রাত ভোর করে দিলে তুমি।
মনে হচ্ছিল শিকড় নামছে সারা গায়ে, যেন ক্রমশ গভীর মাটি
টানছে আদরে, ওদিকে উপরে আকাশেরও মুখে জননীর মতো হাসি।
হাওয়া বিলোচ্ছে পাতায় পাতায় শিরশিরে সুখ, ফলে- ফুলে ভরে গেছি।
গাছ থেকে গাছ, প্রতি মূহুর্তে জন্ম এবং পূর্ণতা আর বিস্তৃত হতে থাকা
গাছ থেকে গাছ, হাজার গাছের বনরাজি যেন শোভাযাত্রায় হাঁটে
একটি যুবক হয়ে গেল যুব- উৎসব কাল কাঁপলো এমন ঝড়ে।

অক্ষর থেকে অদৃশ্য এক নারীর শরীর উঠে এল যেন কাছে।
আঙুর গুচ্ছে ভরেগেল হাত, বিছানা, বেদনা, সকল শূন্যস্থান।
যে- সব সুখের জন্যে মানুষ ছিড়েছ নিজের চামড়া, রক্ত- নাড়ী
সেই সুখ নিয়ে বন্দরে এল সাতশো জাহাজ গর্বিত হাসি হেসে।
যে সব ক্ষতের রক্ত কখনো শুকোবার নয় এমনই মর্মঘাতী
তাও মুছে গেল অবিশ্রান্ত ঝর্ণার সাদা জলে।
গায়ের যা কিছু পুরনো ময়লা নরম তোয়ালে ঘষে ঘষে তুলে দিল,
শব্দে বাজাল সোনার চুড়ির নিক্কণ সেই অক্ষরজাত নারী।

২

হঠাৎ ঘুরে যায় দৃশ্যপট
হঠাৎ বনে বাজে নদীর শাঁক
প্রেমিক হয়ে ওঠো তপস্বী
শোনাও স্বাধীনতা মন্ত্র পাঠ।

প্রেয়সী, যার চুলে আকাশ পাও
প্রেয়সী, যার চোখে তিন ভুবন
তাকেও ফেলে রেখে দূরত্বে
এগিয়ে চলে এলে প্রান্তরে।

তখন তুমি যেন অন্য লোক
বিষাদ আর গাঢ় প্রতিজ্ঞায়

BANGODARSHAN.COM

দৃপ্ত দেহখানা দীর্ঘকায়
বৃষ্টিভারাতুর উচ্চারণ।

৩

শিশুর জন্যে নরম তুলোর বিছানা
যদি কেঁদে ওঠে দুগালে চাঁদের চুমো,
নারীর জন্যে দীপাবলী জ্বালা রজনী
ঘরকন্নায় কম ছায়া বেশি আলো।
পুরুষ, যাদের কর্মঠ কাঁধ, সকলে
বৃক্ষের মতো ভরপুর হবে ফসলে।
সংক্ষেপে ছিল প্রতিশ্রুতিরা এইসব।
শত্রু ছুঁড়েছ কামান ও কালো ধোঁয়া।
যেখানে যা- কিছু আলোর শিল্পসজ্জা
যেখানেই খাঁকি সৈন্যের লাফালাফিতে
ঘনান্ধকার পিশাচের মতো হেসেছে।
প্রস্তুত হও, সকলে এবং তুমিও
প্রেয়সী আমার চুম্বনগুলো তোলা থাক
ধ্বংস পেরোনো নীল রাত্রির জন্যে।
কাল সারারাত এইভাবে ভোর হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।
উৎপীড়ন এবং উজ্জীবনের মাঝামাঝি
প্রচণ্ড প্রেম এবং প্রবল ঘৃণার মাঝামাঝি
দূর নেপথ্য এভং নিকটবর্তী প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি
সজ্জিত মঞ্চের সিড়ি ভেঙে ভেঙে ক্রমশ উপরে ওঠা।
ঝাউবনের সঙ্গে যে- ভাষায় কথা বলাবলি
বিপন্ন নৌকার সঙ্গে যে- ভাষায় জোয়ার জলের আলাপ- আলোচনা
সেই ভাষায়, মঞ্চের উপর থেকে, তুমি বাড়িয়ে দিলে বন্ধুত্ব।
কীভাবে স্পন্দিত হতে হবে এখন আমি জেনে গেছি।

এখন আমার হাতে যে- কেউ একটা মরা পাখি তুলে দিক।
আমি প্রথমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবো বন্দনায়
দ্যাখো, দ্যাখো, প্রাচীন গ্রীওসর যাবতীয় সৌন্দর্য এর পালকে।
তার পরেই আমার গলায় ঝনঝন করে উঠবে আক্রমণ
হত্যাকারী! তুমি দেওয়ালের দিকে মুখ রেখে দাঁড়াও।।

ডাকাডাকি কেন?

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

এত ডাকাডাকি কেন?
আমি তো রয়েছি জেগে সর্বসমক্ষেই।
ঐ তো আমার ছেঁড়া চটি জুতো পড়ে আছে
উদ্দাম সোপানে।
আমার তুলির দাগ তোমাদের কাগজে মলাটে
আমার রক্তের দাগও খুঁজে পাবে ধুলোয় আগুনে।
জেগে আছি বীজে, বৃক্ষে, ফুলে।
তবু এত ডাকাডাকি কেন?
তোমাদের ঝলমলে শিকড়বিহীন মত্ত উল্লাসের চেয়ে
আমার নিভৃত এই অন্ধকার
ভাঙা সিড়ি
গোপন প্রদীপ
ঢের বেশি প্রেয়সীর মতো।

BANGODARSHAN.COM

গোলাপসুন্দরী পড়ে

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

তোমাদের মনে হতে পারে ছেলেখেলা, ইয়ার্কি ফাজলেমির নশ্বরতাও হয়তো বা,
কিন্তু এই বুদ্‌বুদগুলো প্রকৃতপক্ষে আমার নিজস্ব অহঙ্কার!
হাওয়া, যে- কোনো ওড়াউড়িময় সৃষ্টির সম্পর্কে বিরুদ্ধতার জন্যে যে বিখ্যাত,
সরাসরি তার সঙ্গে এক গোপন পাঞ্জার লড়াইও বলতে পারো এটাকে।
সেই কারণেই আমার হাতের এনামেল বাটিতে সাবান জল
আর এখন আমি এই পাহাড়- সদৃশ হাসপাতালের খৃষ্টপূর্ব প্রাচীনতার সামনে
যার খোপে খোপে মৃত্যুর শৈশবের দিকে
শৈশবের মৃত্যুর দিকে যবনিকাহীন যাতায়াত।
এই বুদ্‌বুদগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছবে আমার জানা নেই
কিন্তু এদের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে আমি শতকরা নিরানব্বই ভাগ সজাগ।
এই রঙীন অহঙ্কারময় খেলাটি আমি আশ্চর্যভাবে শিখে যাই বাল্যকালে
বাল্যকালের পক্ষে যে- সব গল্প প্রবন্ধ কবিতা উপন্যাস ছবি এবং গান অপরাধমূলক
তার প্রত্যেকটির মধ্যেই আমি দেখতে পাই এই সাবান জল
আর সাবান জলের উপরে ঝুকে পড়া সেই সব মানুষদের
যাদের ক্ষতবিক্ষত মুখের ভাস্কর্য- রেখার উপরে, সমকালীন নয়,
ভবিষ্যৎ শতাব্দীর সুর্যরশ্মি অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত।
বস্তুত এই সাবান জল আমি পেয়ে গেছি একপ্রকার উত্তরাধিকারসূত্রেই
এখনকার এই বুদ্‌বুদগুলোই শুধু আমার।
ভ্রাম্যমান অক্ষর!
যাও, আকাশে একটা নতুন এলাচ- গন্ধের দ্বীপ গড়ে এসো।
ভ্রাম্যমান অক্ষর!
ঐ বিশ্বাসহীন যুবকটিকে বলে এসো আকাঙ্ক্ষারই অন্য নাম জীবন।
ভ্রাম্যমান অক্ষর!
অসহ্য রক্ত- প্রবাহের পিছনে যে বিশ্বাসঘাতক অস্ত্র
তাকে জানিয়ে দাও একদিন এর প্রতিশোধ নেবে যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর সব গোলাপ।

BANGODARSHAN.COM

কাঠের পায়ে সোনার নূপুর

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

পাগুলো কাঠের
আর নূপুরগুলো সোনার
এইভাবেই সাজানো মঞ্চে নাচতে এসেছি আমরা
একটু আগে ছুটে গেল যে হলুদ বনহরিণী
ওর পায়ের চেটোয় সাড়ে তিনশো কাঁটা।
সারাটা বিকেল ও শুয়েছিল রক্তপাতের ভিতরে
সারাটা বিকেল ওকে ক্ষতবিক্ষত করেছে
স্মৃতির লম্বা লম্বা পেরেক।
অথচ নাচের ঘন্টা বাজতেই
এক দৌড়ে আগুনের ঠিক মাঝখানে।

বাইরে যখন জলজ্যান্ত দিন
সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে তখন কালশিটে অন্ধকার।
যে- সব জানলার উপরে আমাদের গভীর বিশ্বাস
তাদের গা ছুয়েই যতো রাজ্যের ঝড়- বৃষ্টির মেঘ।
অথচ এইসব ভয়- ভাবনার ভিতরেই আমাদের মহড়া
আমাদের ক্লারিওনেট
আমাদের কাঠের পায়ে সোনার নূপুর
আমাদের ডোন্ট- কেয়ার নাচ।

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

কলকাতা বড় কিউবিক।
যেন পিকাশোর ইজেলে- তুলিতে
গর- গরে রাগে ভাঙা।

কলকাতা সুররিয়ালিষ্ট।
যেন শাগালের নীলের লালের
গূঢ় রহস্যে রাঙা।

কলকাতা বড় অস্থির।
যেন বেঠোফেন ঝড়ে খুঁজছেন।
সিমফনি কোনো শান্তির।

কলকাতা এক স্কাল্পচার।
রদাঁর বাটালি পাথরে কাটছে
পেশল- প্রাণের কান্তি।

BANGODARSHAN.COM

একটি মৃত্যুর শোকে

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

একটি মৃত্যুর শোকে
আজকের ভোরবেলা ভরে গেল স্মরণীয়তায়।
অনেক দিনের পরে
রৌদ্রকেও মনে হল শিল্পসচেতন।

ঝাউবনে হাওয়ার বিলাপ:
শুনেছো তো,
মানুষটি জ্বরে ঘুমোতে গিয়েছে?
এতদিন আমাদের নাড়ী ও নক্ষত্রে মিলেমিশে
এতদিন আমদের পরবাস- যাপনের অলৌকিক পুরাণ শুনিয়ে
এতদিন প্রিয়মুখস্মৃতিগুলি সরু টানে এঁকে
দেবতার দুহিতাকে আমাদের রোজকার বৌ- ঝির সিঁথিতে সাজিয়ে
বর্ণকে মন্ত্রের ন্যায় নিনাদিত করে
ঘুমোতে যাওয়ার মতো
মানুষটি চলে গেল আরও বড় স্বপ্নের ভিতরে!

মৃত্যুর বর্ণাঢ্য শোকে
আজকের ভোরবেলা ভরে গেল শিল্পমহিমায়।

BANGODARSHAN.COM

আমারই তো অক্ষমতা

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

আমারই তো অক্ষমতা
তোমার গোলাপ জানি সারারাত খুলে রেখেছিল
সাদা অন্ধকারে লাল বাঁকা সিঁড়ি দিক নির্ণয়ের
সবুজ কম্পাস।
আঙুরবীথির পথ পরীর ডানার মতো উড়ে গেছে
সংগীতের দিকে।
আমার দীক্ষার কথা ছিল ঐখানে।
পায়ে পায়ে এত সব শিকড়- বাকড়
নাট- বল্টু, জট্ গুল্মটান
পৌছতে পারিনি।
পরাধীনতার চেয়ে ঢের বেশি বেদনার ভার হয়ে উঠেছে এখন
নানাবিধ স্বাধীন শিকল।
অক্ষরের থেকে আলো
বীজের ভিতর থেকে প্রাণকোষ ছিড়ে নিংড়ে নিয়ে
খোসার উৎসব বেশ জমজমাট বাজারে- বন্দরে।
সমুদ্র আড়াল করে সার্কাসের তাঁবু।
অর্ফিউসের বাঁশি
দিকপাল ক্লাউনেরা পা দিয়ে বাজায়।

আমারই তো অক্ষমতা
সৌররশ্মি দুহাতে পেয়েও
গড়িনি কুঠার।

BANGODARSHAN.COM

আমরা কথা বলি

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

আমরা কথা বলি
ভিতরে ঢুকে পড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাত।

আমরা বলি
শাক সবজির মতো সরল সাদামাঠা কথাবার্তা।
যে- সব রাজবাড়ি ভেঙে পড়ছে
তার ইটগুলো কারা কিনবে,
পুরনো বন্ধুরা মারা যাওয়ার আগে
কে স্বপ্ন দেখেছিল কেমন,
কাঁকড়া বিছে এবং মাকড়শার মধ্যে
কে বেশি বিষাক্ত,
পৃথিবীর সমস্ত বসন্তকালকেই
শীত ঠেলে ঠেলে আসতে হয় কেন
এইরকম সব পাতলা ঝিরঝিরে
ঝাউপাতার মতো কথাবার্তা।

আমরা কথা বলি
ভিতরে ঢুকে পড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাত।
যে কবিতা ভালোবাসে
সে মনের মেঘ- বৃষ্টি নিয়ে কথা বলে।
যে হাসপাতাল ভালোবাসে
সে মৃত্যুর দক্ষিণ দিকের জানলা নিয়ে কথা বলে।
যে স্নেক- লুডো ভালোবাসে
সে নানারকম সন্ত্রাসের কথা।
কথার মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের হারানো ছেলেবেলা
গোল আয়নার মতো ঝকঝকে যার চিবুক,
আর সেইসব পুরনো ঘন্টার ধ্বনি

BANGLADARSHAN.COM

যার শব্দে নুয়ে পড়ে মহানিমের ডাল,
আর সেইসব ময়লা ফটোগ্রাফের মতো ভালোবাসা
যার গল্প শুনতে
এখনো সমুদ্রের জল ছুটে আসে তটরেখায়।

আমরা কথা বলি
ভিতরে ঢুকে পড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাত।

কথার মধ্যে
রঙিন মলাটে ঝলসে ওঠে
আমাদের সমস্ত না ছাপা বই
কথার মধ্যে
আমরা রিপু করে নিই
গত বছরের জামা পাজামার ফাটল।
কথার মধ্যে
ভুলে যাই আমাদের ছেড়া জুতোর পেরেক
শোবার ঘরের ভাঙা বালব।
আর কথার মধ্যেই
পৌছে যাই এমন সব জঙ্গলে
গত রাত্রেও নরবলি হয়েছে যেখানে।
আমরা কথা বলি
ভিতরে ঢুকে পড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাত।

একটা চিয়ারে তিনজন
এক চিলতে ঘরে একশো হয়ে যাই আমরা
কথা বলতে বলতে।
তখন আমাদের তোবড়ানো গালের খোঁদলগুলো
ভরে যায় জলোচ্ছ্বাসে, জ্যোৎস্নায়।
নক্ষত্র ফোটাতে ফোটাতে মরচে- পড়া আকাশ
এক গাল হাসি নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

নেমে আসে জানলার কাছে।
তখন আমাদের মাথা উসকো খুসকো চুলগুলো
এমন সব শিকড়
জল হাওয়া পেলে এখুনি হয়ে উঠবে
হিজলের ঝাঁকড়া বন।
আমরা কথা বলি
ভিতরে ঢুকে পড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাত।

আমরা কথা বলছি
আর গর্ভকেশরগুরো ফেটে পড়ছে বনে বনে
হাওয়ার ভিতরে পাখির মতো ওড়াউড়ি করছে
নতুন নতুন বীজকোষ।

আমরা কথা বলছি
আর ঘা পড়ছে সমস্ত ভেজানো সিংদরোজায়
সাত শতাব্দীর অন্ধকার ঝিনুকের ডালা
একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে
ইস্পাতের চাড়ে।

আমরা কথা বলছি
খুবই আস্তে, ধীরে, মোমবাতির মতো জ্বলে,
গাছপাতার মতো সংযমে।
অথচ পাহাড় থেকে পাহাড়ে
আকাশের এপার ওপার ছুয়ে,
আদিম কোনো দৈববানীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে তারা,
মর্মান্তিক আর প্রতিধ্বনিময়।

আমরা কথা বলি
ভিতরে ঢুকে পড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাত।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মচরিত

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

এক একদিন ঘুম ভাঙার পর
মাথায় বেঠোফেনের অগ্নিজটাময় চুল।
আর মুখের দুপাশে মায়াকভস্কির হাঁড়িকাঠের মতো চোয়াল।
এক একদিন ঘাড়ের উপর আচমকা লাফিয়ে
কুরে কুরে খায় কান্না, দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে
যেন ইভান দি টেরিবলের দুমড়োনো চেরকাশভ।

ভাগ্যরেখাহীন রাজপথের আলকাতরায় উপুড় হয়ে আছে
আগামীকালের শোক- তাপ, আর সেই সব চিৎকার
রক্তপাতের রাতের গোলাপ হওয়ার জন্যে যারা উন্মুখ।
ঐ রাজপথের দুপাশে দিনে দশবার হাঁটতে হাঁটতে
যখন মাংসের কিমার মতো থেঁতো,
হঠাৎ নিজেকে মনে হয় ম্যাকস্ ভন সিদো
বার্গম্যানের সেভেনথ সীল এর সেই মৃত্যুভেদী নায়ক
যার লম্বা মুখের বিষণ্ণতায় পৃথিবীর দগদগে মানচিত্র।

এক একদিন ঘুম ভাঙার পর
চোখের ভিতরে বোদলেয়ারের প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখ,
মনের ভিতরে জীবনানন্দের প্রেমিক চিলপুরুষের মন,
আর হাসির ভিতরে রেমব্রান্টের হিসেব না- মেলানো হাসির চুরমার

BANGODARTAN.COM

আগুনের ভেতর দিয়ে বাস- রুট

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে
আমাদের বাস- রুট।

পিকাসোর ছবির মতো
ক্ষতবিক্ষত ভাঙচুরে
পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গেছি আমরা।
ফাটা চায়ের পেয়ালা থেকে লাফিয়ে উঠে
যে- সব নীরব শোক
আত্মঘাতী হওয়ার জন্যে ছুটে যায়
ঘুরন্ত চাকার দিকে
তাদের পিঠে হাত রেখে আমরা বলি
এসো।
আশবাঁটিতে মাছ- কাটার মতো ফিনকি দেওয়া
যাদের আর্তনাদে
সূর্যোদয়ের আকাশ
ভাঙা আশির মতো ঝাঁঝরা,
তাদের হাতে গন্তব্যের টিকিট দিয়ে বলি
এসো।
বিকট অন্ধকার আর নক্ষত্র লণ্ঠনে মাঝখানে
কোনো বসার জায়গা না পেয়ে
যেন বন্যার্ত
এইভাবে গায়ে গা এঁটে যায় আমাদের।
বাতাস যেন
ডালপালাময় কোনো ফলন্ত গাছ
এইভাবেই বাতাসকে বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে জড়িয়ে থাকে
আমাদের হাত- পা
নিশ্বাস

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বাস
আর গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে
আমাদের বাস- রুট।

২

খালি চোখে
রাহুতে খাওয়া সূর্যের দিকে
তাকিয়েছিল যারা
খরার খেতে আলোর বীজ- বপনের ব্যগ্রতায়,
তাদের রক্তাক্ত শহীদবেদী ছুঁয়ে ছুঁয়েই
স্টপেজ।
যে- কোনো মহৎ ভাবনার শরীর
যখনই হয়ে ওঠে
আঠারো বছরের কুমারীর মতো স্বাস্থ্যময়
গোপন সুড়ঙ্গ থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ে বলাৎকার
সেই সব ফুপিয়ে কান্নার গা ঘেঁষেই
স্টপেজ।
উলঙ্গ ষাঁড়েরা ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে
তিনমাথা চারমাথার
মোড়ে মোড়ে।
খুনখারাপির দাঁত
থকথকে পানের পিক ছিটিয়ে চলেছে
বাঁকে বাঁকে
আর গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে
আমাদের বাস- রুট।

৩

আকাশের ছেঁড়া- কাঁথায়
চিকেন- পক্সের কাতরতা নিয়ে

BANGLADARPAN.COM

শুয়ে আছে মেঘ।
গত দশ বছর
বজ্রের গলায় আল্‌সার।
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে শ্যামল চাষাবাদের জন্যে
প্রস্তুত বৃষ্টিরা
হারিয়ে ফেলেছে তাদের নৈশ অভিযানের
মানচিত্র।
জল নেই
অথচ থকথকে কাদা
আর গর্ত
গহ্বর
নিম্নগামী আদিম খাদ।
গন্তব্য ক্রমাগতই রয়ে যায়
দূরত্বে
অথবা ভূল রুটে বাজতে থাকে
বিপন্ন হর্ন।

গনগনে আগুনের ভিতর দিয়েই
আমাদের বাস- রুট।

BANGODARSHAN.COM

অষ্টাদশ শতকের মতো ঘুম

- - - - গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

কার ডাকে জেগে উঠে
মেঘের গলায় গাঢ় মালকোষ শুনে
আবার ঘুমিয়ে গেছে এই নদীজল।
অথচ নদীর পাড়ে অবিরল চড়ুইভাতির
পেয়ালার পিরীচের ফ্রাই- প্যান কাঁটা- চামচের
মাছের মাংসের স্যালাডের
মাছ ও মাংসের মতো উত্তেজক জার্নালের ভিডিও টেপের
জিনস মিডি হাইহীল মাসকারার গ্লো- গ্লীটারের
হাই- ফাই জমাট সিম্ফনী।
দেশে দেশে দিকপাল ক্ষমতালোভীর মতো প্রতিযোগিতায়
দাঁতালো কামড় ছুঁড়ে সারা বেলা পরস্পর যুদ্ধে নাজেহাল
হাড়গিলে কুকুরের ঝাঁক।
খাক বা না খাক
চিকেনের মিহি হাড়ে পেয়ে গেছে অবিকল পাটলিপুত্রের
সোনার যুগের স্বাদু ঘ্রাণ।

তাজা বিরিয়ানী থেকে যেন কিছু জাফরান খুঁটে নেবে বলে
গাছের নরম ডালে নেমে আসে কাঙাল দুপুর।
আহ্নিক গতিতে সূর্য বাঁকে।
সূর্য যত বাঁকে তত মানুষের ছায়া দীর্ঘ হয়
কোনো কোনো মানুষের ছায়া ফুলে- ফেঁপে ক্রমে পাহাড়- পর্বত
কোনো কোনো মানুষের ছায়া বহু গোল চৌকো নক্শার উল্লাসে
বাগদাদের উড়ন্ত কার্পেট।

কার ডাকে জেগে উঠে
মেঘের গলায় গাঢ় মালকোষ শুনে
অষ্টাদশ শতকের মতো ঘুমে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ছে
এই নদীজল।

BANGLADARSHAN.COM

অথচ তোমার মুখে আলো

---- গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

সময়ের ছারখার, অথচ তোমার মুখে আলো।
কালকেউটে এখুনি কামড়ালো
কাকে যেন, কাকে?
এবারও কি লখিন্দর পাবে বেহুলাকে?
ও বৌ ক্রমশ নীল, আরো নীল, রক্তে হিমকণা
ও বৌ আমাকে ছেঁড়ে আগুনের কুড়ি লক্ষ ফণা
ও বৌ আমার হাড়ে বিঁধে যায় কার তুরপুন?
স্মৃতি ঘুম, ঘুমই স্মৃতি
চেতনাসাম্রাজ্যে ঘন ঘুম।

ও বৌ এ কার চোখ, সব দৃশ্যে সাদা অন্ধাকার?
নীলের সবুজ ছিল, সবুজের লাল অহঙ্কার
প্রকৃতি, প্রকৃতি খেলা, এক বর্ণে বহুর বিন্যাস।
জীবন, জীবন মৃত্যু, জয়- পরাজয় নৃত্য, কথাকলি, রাস
তা তা থৈ থৈ
অসি- ত্ব উন্মুখ, তবু সে বৃহৎ ভূমিকম্প কই?
ও বৌ এ কার স্পর্শে, ভস্ম যেন, কার ভস্মাধার?
এখন খাণ্ডব মানে দাহ শুধু, পুড়ে কাঠ- হাওয়া?
খাণ্ডব অরণ্য নয় আর?
ও বৌ ক্রমশ নীল, আরো নীল, দীনতার নীল
বিশুদ্ধতা ভেঙে যায়, নতোমুখ নিজস্ব নিখিল
নীল, নীল
নীল।

সময়ের ছারখার, অথচ তোমার মুখে আলো।
কালকেউটে এখুনি কামড়ালো
কাকে যেন, কাকে?
যেখানেই আত্মদীর্ণ নীল লখিন্দার
বেহুলা কি সেখানেই থাকে?

BANGLADARSHAN.COM

স্বরচিত নির্জনতা

---- শব্দের বিছানা

স্বরচিত নির্জনতা, সযত্ন- সৃজিত নির্জনতা
তুমি আছ পার্শ্ববর্তী, কী অপুর্ব সুখ।
বাইরে ভুলের হাওয়া বইছে বহুক।
পল্লবেরা মরে শুধু পল্লবেরা অবেলায় ঝরে
পল্লবেরা কাঁপে গায়ে হতাশার জর
বনস্থলী ভুলে গেছে নিজস্ব মর্মর।

আদিম চীৎকার তুলে
কাপালিক মগ্ন মন্ত্র পাঠে
অশ্রুধ্বনি নাভীমূলে
অবনত শোকে যারা হাঁটে।

কেউ যদি চায়
বিশ্বটাকে কিনে নেবে এক ভাঁড় বিশৃঙ্খলতায়,
ভাবে তো ভাবুক।
স্বরচিত নির্জনতা, সযত্ন- সৃজিত নির্জনতা
তুমি থাকো পার্শ্ববর্তী স্বর্গে ভরি
শূন্যের সিন্দুক।

BANGODARSHAN.COM

স্বপ্নের বিছানা

----শব্দের বিছানা

রাত্রিবেলা বুকের মধ্যে একগোছা বৈদ্যুতিক তার
আর নীল রঙের একটা বালব টাঙিয়ে রাখা ভালো।
অন্ধকারের গায়ে নীল রঙের জামা পরিয়ে দিলে
স্বপ্ন দেখার দরজা খুলে দেয় সে।

মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক খাটে
স্বপ্ন দেখার আলাদা কোনো বিছানা- বালিশ নেই।
অবিকল স্বপ্নের মতো নারীরও শুয়ে নেই কোনো খাটে।

স্বপ্নের মধ্যে ছাড়া আর কোথায়
আকাশময় উলুউলু?
গায়ে- হলুদের গন্ধে আকাশ পাতাল জুড়ে ফুলশয্যা?
স্বপ্নের মধ্যেই বুক- পিঠের অসুখ- বিসুখে সরিয়ে
অবিরল জলপ্রপাতে অবিবেচকের মতো কেবল ঝরে যাওয়া
নানান নদীতে।

স্বপ্নেই শুধু দ্বিতীয়বার ফিরে পাওয়া যায় শৈশব।
সব ধুলোবালি খোলামকুচি, সব উড়ে- যাওয়া আঁচল
রঙীন পরকলা জুড়ে জুড়ে আঁকা সব মুখচ্ছবি
বৃষ্টি বাদলের ভিজে গন্ধের ভিতরে লুকিয়ে কাঁদার সুখ।
স্বপ্নেই শুধু আরেকবার অগাধ জলের ভিতর থেকে
মুখ তুলে তাকায় ছেলেবেলার লাল শালুক।

মোহিনী কলসগুলি যতদূর ভেসে যেতে চায়
ততদূর স্বপ্নের বিছানা।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের অসুখ

----শব্দের বিছানা

স্বপ্নেরও অসুখ আজকাল।
সে- রকম নির্বিরোধী অমল ধবল পালতোলা স্বপ্ন আর বেড়াতে আসে না রাত্রিকালে।
আধুনিক স্বপ্নগুলি একালের আঠারো বা উনিশ বছর বয়সের বিরক্তির মতো সুখী হয় চৌচির চুরমারে।

আগে স্বপ্নে সারারাত চুড়িপরা হাত নিয়ে খেলা
নানান নারীর দেহ সারারাত একটি নারীতে
সরবতের মতো ঢালাঢালি।

স্বপ্নের দেয়ালগুলি আগে সাদা ছিল,
এখন সেখানে, ধুমশো সাপের মতো ভয়ংকর ধ্বংসের অক্ষর।
স্বপ্নের নিজস্ব কিছু বাগান বা ঝাউবন দেবদারুবীথি সবাই ছিল
এই সব দৃশ্যে আগে নিরাপদে হেঁটে যাওয়া যেত
এখন সেখানে, অন্ধকার একা বসে দূরের আগুনে হাত সেঁকে।

এখন স্বপ্নেরও মধ্যে দুই মত, সংঘর্ষ দুবেলা
এখন স্বপ্নেরও মধ্যে অস্ত্রাঘাত, আহত চীৎকার
এখন স্বপ্নেরও মধ্যে কারো কারো মর্মান্তিক বিসর্জন অথবা বিদায়।

BANGODARSHAN.COM

শিকড় এবং ডালপালা

---- শব্দের বিছানা

জন্মমুহূর্তে বীজের চোখে যেই নামল বৃক্ষের স্বপ্ন
অমনি দ্বিখণ্ডিত।
আধখানা নেমে গেল মাটির তিমিরে
শিকড়
আধখানা রয়ে গেল মাটির উপর পৃথিবীর সকাল- বিকেলে
ডালপালা।
স্বপ্ন মানেই এক অনির্বচনীয় হত্যাকারী
এক আলোকিত খড়্গ।
একটা কিছু হয়ে ওঠার স্বপ্নে
বুকের মধ্যে যেই
বজ্র- বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাদলের হৈহৈ রৈরৈ হাঁকাহাঁকি
অমনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় আমাদের সত্তা।
আধখানা রয়ে যায় মাটির উপর পৃথিবীর সকাল- বিকেলে
ডালপালা
আধখানা নেমে যায় ভূ- গর্ভের জটিল অলিগলির অন্ধকারে
শিকড়।

অথচ শিকড়ের নিজস্ব কোনো ক্ষুধা নেই।
যেমন বেদনার নিজস্ব কোনো বেদনা নেই।
আমাদের বেদনাগুলিই আমাদের শিকড়
হরিণের কাজল- চোখ নিয়ে আমাদের বেদনাগুলি
ভালোবাসার কাছে আসে।
শ্বাপদের উদগ্রীব থাবা নিয়ে আমাদের ভালোবাসাগুলি
আকাঙ্ক্ষার কাছে যায়।
শিকড়গুলি
যার নিজস্ব কোনো ক্ষুধা নেই
ডালপালার ভীষণ ক্ষুধাকে শিরায় শিরদাঁড়ায় নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

নারীর কাছে নেমে আসে ক্ষুধিত পুরুষের মতো।

পুষ্প এক একদিন সোহাগিনী রমণী।
ডালপালাগুলি
পুষ্পের জন্যে বড় কাঙাল।
সবুজ পল্লবেরা এক একদিন হলুদ পাখির গান।
ডালপালাগুলি
সবুজ পাতার জন্যে বড় কাঙাল।

শিকড়গুলি
অর্থাৎ আমাদের বেদনা, ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষাগুলি
ভীষণ ক্ষ্যাপার মতো পৃথিবী তোলপাড় করে কেবল খুঁজছে
রমণী এবং পাখি
পুষ্প এবং পল্লবের ঠিকানা
ভূ- গর্ভের জটিল অলিগলির এপাড়ায় ওপাড়ায়
এবেলায় ওবেলায়।

BANGODARSHAN.COM

যূথী ও তার প্রেমিকেরা

---- শব্দের বিছানা

আকাশে বাতাসে তুমুল দ্বন্দ্ব
কে আগে কাড়বে যূথীর গন্ধ
কার হাতে বড় নখ।
স্বর্গে মর্তে যে যার গর্তে
যূথীকে গলার মালায় পরতে
ভীষণ উত্তেজক॥

মেঘের ভঙ্গী গোঁয়ার মহিষ
রোদ রাগী ঘোড়া, সূর্য সহিস,
বজ্র বানায় বোমা।

বিদ্যুৎ চায় বিদীর্ণ মাটি
গাছে গাছে খাড়া সড়কি ও লাঠি
নদী গিরি বন ভয়ে অচেতন
থ্রম্বসিসের কোমা॥

আকাশে বাতাসে তুমুল যুদ্ধ
যে যার গর্তে ভীষণ ক্ষুব্ধ
নখে ধার, মুখে গ্রাস।
কেবল যূথীই জানে না সঠিক
কে তার পরমাশ্চর্য প্রেমিক
চোখে জল, বুকে ত্রাস।

BANGLADARSHAN.COM

মাধবীর জন্যে

---- শব্দের বিছানা

আয়নার পাশে একটু অন্ধকার ছায়া এঁকে দাও।
ব্যথিত দৃশ্যের পট জুড়ে থাক চিত্রিত আঁধার।
দেয়ালের ছবিটাকে একটু সরাতে হবে ভাই।
ওটা নয়, এই ছবিটাকে।
জুলিয়েট জ্যেৎস্নার ভিতরে
রক্তে উচ্চকিত তৃষ্ণা রোমিওর উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।
ব্যাস, ব্যাস।
লাইটস্ বার্ণিং।
মাধবী, আসুন।
একটা ক্লোজআপ নেব।
এখানে দাঁড়ান, একটু বা দিক ঘেষে প্লীজ।
মনিটার...
মাধবী বলুন –
কিছু লাভ আছে মনে রেখে?
না। অত স্পষ্ট নয়।
আরেকটু নির্জন স্বরে
নিজের আত্মার সঙ্গে কথোপকথন।
যেন মনে হয়
ওষ্ঠ হতে উচ্চারিত কয়েকটি শীতল বাক্য নয়।
মনে হবে সন্ধ্যাবেলা সারা ধরাতলে
অবসন্ন কুসুমেরা ঝরিতেছে বনবীথিতলে নীরব রোদনে।
মনে হবে নীরব রোদনে
যেন আপনি বলতে চান
মনে রেখো, মনে রেখা সখা,
যেন কেহ কোনোদিন মনে রাখে নাই
মনে আর রাখিবে না।
জ্যোৎস্নার ভিতরে কোথাও আহ্বান নেই আর,

BANGLADARSHAN.COM

উষ্ণ ওষ্ঠাধর দুটি গোলাপের মহিমায় ফুটে
এখন অপেক্ষমান
কবে পাখি বলে যাবে, রাত্রি হলো অবসান বনবীথিতলে।
দৃষ্টি আরও নত হবে
সম্মুখে কোথাও কোনো দেখিবার মতো দৃশ্য নাই।
নিবন্ত ধূপের সাদা ছাই
রজনী পোয়ানো কিছু মৃত গোলাপের দীর্ঘশ্বাস
হাঁ- করা নেকড়ের মুখে দগ্ধ সিগারেট
এইটুকু দৃশ্যে শুধু পড়ে আছে কাঠের টেবিলে।
লাইটস্ বার্ণিং।
মাধবী, মেক- আপ্, আলো,
এবার টেকিং
মাধবী, নিশ্চয় মনে আছে সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকু
‘কিছু লাভ আছে মনে রেখে?’

BANGODARSHAN.COM

বড়ে গোলাম

---- শব্দের বিছানা

ফুলের গন্ধে ফোটার জন্যে
নারীর স্পর্শ পাবার জন্যে
ঘুমের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে
আমরা যেদিন যুবক হোলাম।

বাইরে তখন বৃক্ষে বৃক্ষে
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
আমাদের সেই কান্না নিয়ে
গান গাইছে বড়ে গোলাম।

ফুলের কাছে নারীর কাছে
বুকের বিপুল ব্যথার কাছে
বেদনাবহ যে সব কথা
বলতে গিয়ে ব্যর্থ হোলাম।

তারাই যখন ফিরে আসে
কেউ ললিতে কেউ বিভাসে
স্পন্দনে তার বুঝতে পারি
বুকের মধ্যে বড়ে গোলাম।

BANGODARSHAN.COM

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি

----শব্দের বিছানা

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি।
নিজের বেদনা থেকে নিজেই ফোটায় পুস্পদল।
নিজের কস্তুরী গন্ধে নিজেই বিহ্বল।
বিদীর্ণ বল্কলে বাজে বসন্তের বাঁশী বারংবার
আত্মজ কুসুমগুলি সহস্র চুম্বনচিহ্নে অলঙ্কৃত করে ওষ্ঠতল।
আমি একা ফুটিতে পারি না
আমি একা ফোটাতে পারি না।
রক্তের বিষাদ থেকে আরক্তিম একটি কুসুমও।
আমাকে বৃক্ষের ভাগ্য তুমি দিতে পারো।

বহু জন্য বসন্তের অম্লান মঞ্জরী ফুটে আছো
নয়নের পথে দীর্ঘ ছায়াময় বনবীথিতল
ওষ্ঠের পল্লব জুড়ে পুষ্প বিচ্ছুরণ।
আমাকে বৃক্ষের ভাগ্য তুমি দিতে পারো।

তুমি পারো করতলে তুলে নিতে আমার বিষাদ
ভিক্ষাপাত্র ভরে দিতে পারো তুমি অমর- সম্ভারে।
সর্বাঙ্গ সাজিয়ে আছো চন্দ্রালোকে, চন্দনের ক্ষেত।

আমার উদ্গাত অশ্রু অভ্যর্থনা করে নিতে
পারো না কি তোমার উদ্যনে?

মোহিনীর স্বভাবে নির্মম।
আর যারা ভালোবাসে
তারা শুধু নিজেদের আত্মার ক্রন্দনে ক্লিষ্ট হয়।

BANGLADARSHAN.COM

বিলাপ

----শব্দের বিছানা

হারানো অতীত হানা দেয় ফিরে ফিরে।
পরিমাপ করি আজ কী সর্বস্বান্ত।
নিশ্বাসে বায়ু, তবু নিঃশেষ আয়ু,
প্রাণের প্রবল কলকোলাহল শান্ত।
জাগ্রত আছে যে দুটি- একটি স্নায়ু।
তারাও বিলাপ বিলায় অশ্রুনীরে।
দেখি দিগন্তে মুছে গেছে দিকপ্রান্ত
আকাশ বইছে আঁধারকে নতশিরে।

দু' হাতে কালের মন্দিরা বাজে নিত্য।
বাসনা- বহুল জীবনেই শুধু বিঘ্ন।
চীৎকার করে সম্ভোগাতুর চিত্ত
আত্মার কাছে আত্মকেন্দ্র ঘিরে।

প্রাণান্বেষণে যারা বেশী উদ্বিগ্ন
তারা নির্জনে হেঁটে যায় মন্দিরে।

BANGODARSHAN.COM

বাকী থেকে যায় ----শব্দের বিছানা

ফুলের আলোয় রাঙা দিগন্তে দুয়ারহীন ছুটে
অভ্রের কুচির মতো সফলতা মাটি থেকে খুঁটে
অমল- বরণ রাতে সকল অমরাবতী লুটে
মানুষ কত কী পায় রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায়
সমস্ত পাওয়ার পরও তবু তার বাকী থেকে যায়
একটি চুম্বন।

কণ্ঠে, কর্ণে, নির্বাচিত মুক্তামালা গাঁথা
শিরোপরে স্বর্ণময় ছাতা
কে বসেছ রাজার আসনে?
পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে অবিরত ক্ষত খুঁড়ে খুঁড়ে
কার ঘোড়া ছুটে চলে পৃথিবী শাসনে?
ও কার গোপন শয্যা
সোমত্ত গোপিনী দিয়ে সাজানো বাগান?
হাউইয়ের মতো এক পরিতৃপ্ত হাই তুলে
কে যেন আকাশে গায় গান?

এইরূপে মানুষের যাবতীয় অভিলাষগুলি
রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার মধ্যে ডালিম ফলের মতো পাকে।
সমস্ত পাওয়ার পরও মানুষের তবু বাকী থাকে
কোনোখানে একটি চুম্বন।

যখন সকল জামা পরা শেষ, মাথায় মুকুট,
যখন সকল সুখে পুষ্ট ওষ্ঠপুট
তৃষ্ণার কলসগুলি ভরে গেছে চরিতার্থতায়
অকস্মাৎ মানুষের মনে পড়ে যায়
বিসর্জনে ডুবে গেছে কবে কত প্রতিমা ও পরম লগন
মনে পড়ে বাকী আছে, মনে পড়ে বাকী রয়ে গেছে
কোনোখানে একটি চুম্বন।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাচীন ভিক্ষুক ----শব্দের বিছানা

রাজার দুলাল ভেবে ফিরায়ো না।
মাথার মুকুট গলে জয়মালা দেখে ফিরায়ো না।
আমি সেই প্রাচীন ভিক্ষুক।
শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা
শিরায় বিলাপ
নাভিতটে দংশনের লোভী ফণা, বিষধর সাপ
যথাযথ সকলই প্রাচীন।
মাথায় মুকুট গলে জয়মালা দেখে ফিরায়ো না।
গম্বুজ খিলান কিংবা মখমলে প্লাবিত মদিরা
বৃক্ষশাখে হারেমের উচ্চকিত হাসির মতন পুষ্পশোভা দেখে ফিরায়ো না।
সকলই চিকন চতুরালি।
ফুলের আড়ালে শাখা
শাখার আড়ালে ফুল
পরস্পর ঢেকে আছে নিঃস্বতার শিরাগ্রন্থ রূপ।
মুলত সে প্রাচীন ভিক্ষুক।

পুরাতন নামে ডাকো ছায়াময় আশ্রয়ে তোমার
স্মৃতিসুরভিত শয্যা, লজ্জায় আঁচলে ঢাকা থালা বাটি পানীয়ের জল
খুলে দাও ঈশ্বরের বিখ্যাত বাগান।
রৌদ্রতাপে জর্জরিত দেহ চায় সুশীতল স্নান।

পুনরায় ক্লান্ত করো মায়াবী হাসির কোলাহলে
লুকোচুরি খেলা নীল রজনীর গোপন আলোয়।
কতকাল নির্জনতা, বিষন্নতা, অবাধ্যতা ছেড়ে বেঁচে আছি।
যে অন্যায়ে কাঁচ ভাঙে, কতকাল সেরকম ক্ষামাহীন কোনো খেলা নেই।
রাজ্যে বড় সমারোহ, শঙ্খ ঘন্টা, শোভাযাত্রা, পতাকা রঙীন
রাজ্যে শুধু প্রথাগত, নীতিগত, শৃঙ্খলিত সুখ।

ভিখারিনী, ফিরায়ো না
আমি সেই প্রাচীন ভিক্ষুক।

BANGLADARSHAN.COM

পরিণয় উপলক্ষে

---- শব্দের বিছানা

এইখানে সব আছে। স্তব্ধতার মুখে
শুনতে পাবে অবিরল সলজ্জ সংলাপ
দৃষ্টি যদি ডুবে যায় তরল আঁধারে
তবু কারো নিংশ্বাসের উজ্জল উত্তাপ।

তোমাকে রঙিন করে দেবে স্পর্শ সুখে।
নিয়ে এসো দিনান্তের অসংখ্য বিলাপ
কে তাকে উড়িয়ে দেবে গানের পাখির
পাখনায় বেঁধে ব্যাপ্ত অসীমের বুকে।

যেখানেই হাত ছোঁবে সে নদী- গিরির
অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা দৃশ্যের বিস্ময়
মেঘলোকে উঠে গেছে সিঁড়ি ধাপে ধাপ।
এইখানে নব আছে। যাকে বলো ক্ষয়
সেও তো ফোটাবে মুক্তি রক্তের কিংশুকে।
আমাকে অমৃত দেবে অন্তর্গত পাপ।

BANGODARSHAN.COM

নিষিদ্ধ ভালোবাসার তিন সাক্ষী

----শব্দের বিছানা

তুমি যখন শাড়ির আড়াল থেকে
শরীরের জ্যোৎস্নাকে একটু একটু করে খুলছিলে,
পর্দা সরে গিয়ে অকস্মাৎ এক আলোকিত মঞ্চ,
সবুজ বিছানায় সাদা বাগান,
তুমি হাত রেখেছিলে আমার উৎক্ষিপ্ত শাখায়
আমি তোমার উদ্বেলিত পল্লবে,
ঠিক তখনই একটা ধুমসো সাদা বেড়াল
মুখ বাড়িয়েছিল খোলা জানালায়।

অন্ধকারে ও আমাদের ভেবেছিল
রুই মৃগেলের হাড় কাঁটা।
পৃথিবীর নরনারীরা যখন নাইতে নামে আকাঙ্ক্ষার নদীতে
তখন রুই মৃগেলের চেয়ে আরো কত উজ্জ্বল
দীর্ঘশ্বাস সহ সেই দৃশ্য দেখে বেড়ালটা ফিরে চলে গেলো
হাড়কাঁটার খোঁজে অন্য কোথা অন্য কোনখানে।
দ্বিতীয় সাক্ষী ছিল তোমার হত্যাকারী চোখ
আর তৃতীয় সাক্ষী আমার রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোত শুয়ে আছে।

BANGODARSHAN.COM

তোমার বিষাদগুলি

---- শব্দের বিছানা

তোমার বিষাদগুলি করতলে তুলে নিতে দাও
ওষ্ঠপুটে রাখি।

ভীষণ বৃষ্টির শব্দ সারাদিন স্মৃতির ভিতরে।
একাকিনী বসে আছ বৃষ্টির ভিতরে
বালুকাবেলায়
কবেকার উইয়ে- খাওয়া ছবি।
তোমার বিষাদগুলি করতলে তুলে নিতে দাও
ওষ্ঠপুটে রাখি।

মানুষের ভীষণ বিষাদ
একদিন বেজেছে মন্দিরে শঙ্খ- ঘন্টা রবে।
মানুষের মহান বিষাদ
ভাষ্কর্যখচিত স্তম্ভে একদিন ছুঁয়েছে আকাশ।
আজ ভীষণ নীরব।

জলের ভিতরে ছুরি ঢুকে গেলে
আর্তনাদহীন।

রক্তের ভিতরে কান্না ঢুকে গেলে
প্রতিবাদহীন।

যে যার উদ্যানে ছায়াতলে
পুষ্পের ভিতরে অগ্নি জ্বলে
সুগন্ধ শোকের সম্মুখীন।
তোমার বিষাদগুলি ওষ্ঠপুটে তুলে নিতে দাও
করতলে রাখি।

BANGLADARSHAN.COM

আরম্ভের সব কিছু প্রতিশ্রুতিময়।
আরম্ভে সকল গাছই সহাস্য সবুজ।
আরম্ভে সকল মুখে কলমীলতার ছাঁদে সাদা আলপনা
সব কথা রাখালের বাঁশি
আরম্ভে সকল চোখ চশমা ও কাজল ছাড়া সরল হরিণ।
আরম্ভের সব কিছু প্রতিশ্রুতিময়।
অতিশয় বিচক্ষণ হতে গিয়ে যত কিছু অদল- বদল
চোখে ছানি, গালে ব্রণ, বুকে লোম
নখে রক্তপাত
লালসা ও লোভ
ডুমুর ফলের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ এটেঁ যায় দাঁতের মাড়িতে।

অতিরিক্ত লালসায় গাছ দীর্ঘ হয়।
আরও উচু হলে আরও অনেক আকাশ
এই ভেবে জিরাফের গ্রীবা ছুঁড়ে গাছ দীর্ঘ হয়।
বাতাসে হলুদ পাতা বাসী ফুল পতনে মূর্ছায়
স্তুপাকার, জলে- স্থলে শোকধ্বনিময়।

অন্যখানে আরও বেশি ভালোবাসা সোনার সিন্দুকে
এই লোভে শৈশবের রূপকথা রাজপুরী ভাঙে
ডুরে শাড়ী বদলে যায়, বিনুনীতে সাপের গড়ন
ঈর্ষার কাজল চোখে, দাঁতের হাসি ধবল করাত।

যে যতই দূরে যাক
অবশেষে সকলেরই ফিরে আসা স্মৃতির ভিতরে বৃষ্টিপাতে
অনুশোচনায় বালি ঘাঁটাঘাঁটি বালুকাবেলায়।
তোমার বিষাদগুলি করতরে তুলে নিতে দাও
ওষ্ঠপুটে রাখি।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত আরম্ভ জুড়ে মানুষের আলুথালু কত ছোটাছুটি
কুসুম- কুড়ানো কত ভোরবেলা, কুসুমের মতন কাঁকরও
পকেটে কত কি ছবি, আয়নাভাঙা, আতশবাজীর ফুলঝুরি
দোলের আবীর, বাঁকা রেকর্ডের গান, আঁচলে কত কি
মনোহর মন্ত্রধ্বনি, পালকি যায় পাখী যেতে পারে যত দূর।

আরম্ভের সব কিছু এইরূপ প্রতিশ্রুতিময়।
ক্রমে,
ভীষণ নীরবে
প্রতিশ্রুতি, গাছ ও মানুষ
একযোগে হরিতাভ হয়।

ক্রমে, ভীষণ নীরবে
চোখের কাজল, বেণী, বিত্রিত আঁচল
সোনার সিন্দুক, সব সতকর্তা, সাফল্যের স্ফীতকায় ঘাড়
স্তম্ভ, দম্ভ, জঙ্ঘা, ঊরু, গর্ব অহংকার
সবকিছু থেকে, চেয়ানো ঘামের মত অদ্ভুত বিষাদ।
অবশেষে বৃষ্টিপাত স্মৃতির ভিতরে
বালুকাবেলায়।
তোমার বিষাদগুলি ওষ্ঠপুটে তুলে নিতে দাও
করতলে রাখি।

সভ্যতা সময় কিংবা মানুষের মহাইতিহাস
এত শোকে তবুও মরেনি।
কারণ মানুষ
এখনো নিজের করতলে
তুলে নেয় অন্যের বিষাদ।
আকাশ পাতাল থেকে এত বিষ, বারুদ ও জীবানু সত্ত্বেও
এখনো মানুষ
অন্য কিছু মহত্তম সুধার আশায়

BANGLADARSHAN.COM

ওপরের ওষ্ঠ থেকে তার সব মলিন বিষাদ
শুষে নিতে চায়

এখনো বিষাদ পাবে বলে
পুরুষ নারীর কাছে যায়
নারীরা নদীর কাছে যায়
নদীরা মাটির কাছে যায়
মাটি আকাশের দিকে চায়।

তোমার বিষাদগুলি করতলে তুলে নিতে দাও
ওষ্ঠপুটে রাখি।

BANGODARSHAN.COM

আশ্চর্য

---- শব্দের বিছানা

একটি নারীর মাঝে অকস্মাৎ খুঁজে পায় কেউ
আশ্চর্যের নীলিমাকে। দৃশ্যহীন ঘন অন্ধকারে
নক্ষত্ররাজিরা গেছে আকাশে সোনালী শিল্প রুয়ে
তার স্নিগ্ধ সুষমার মোহাচ্ছন্ন ঘ্রাণ নিতে নিতে
ঘুমের মতন জাগে। ঘুমোতে দেয় না স্তব্ধতারে।
একে একে আবরণ পূজার ফুলের মতো ঝরে।
তারপর সেই দুটি অপরূপ লজ্জার ভঙ্গিমা
একে অপরের বন্য বাসনাকে বাহু দিয়ে বেঁধে
একে অপরের মুখে নিজের দেহের অন্ন দিয়ে
যে শয্যা স্রোতের মতো তাতেই নিদ্রিত থাকে শুয়ে।

একটি নারীর মাঝে অকস্মাৎ খুঁজে পায় কেউ
ক্ষণিকের নীলিমাকে। কঠিন প্রভাত খর রোদে
রজনীর খেলাধুলা দ্রুতহাতে যত দেয় ধুয়ে,
আবার পুষ্পিত হয়ে ওঠে তবু পৃথিবীর রাত।

BANGODARSHAN.COM

আবহমান ভগ্নী- ভ্রাতা

- - - - শব্দের বিছানা

ডাইনে বাঁয়ে দুইদিকে দুই বাংলা আমার
আপন স্বজন দুজন মাতা।
ভালোবাসার সাঁকোর ওপর পা টলমল পা টলমল
পা বাড়ালেই পদ্মা নদী
হাত বাড়ালেই পদ্ম পাতা
এবার পাবো।
আজান- বাজান ভাটিয়ালীর কণ্ঠনালীর ছন্দগাথা
প্রবহমান নদীনালায় গুনতে যাবো।
পাঁজর পোড়া গর্ত খোঁড়া হাটের মাঠের ঘরের ঘাটের
সব দরজা জানলা খুলে খুঁজতে যাবো
অগ্নিবরণ ভোরবেলাতে আমরা কজন আবহমান
ভগ্নি- ভ্রাতা।
ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকে দুই বাংলা আমার
আপন স্বজন দুজন মাতা।

BANGODARSTAN.COM

অনেককেই তো অনেক দিলে

---- শব্দের বিছানা

আমি ছাড়া অনেককেই তো অনেক দিলে।
এর আকাশে ওর আকাশে
ওষ্ঠপুটের অনেক পাখি উড়িয়ে দিলে
পায়রাকে ধান খুঁটতে দিলে খোয়াই জুড়ে
বুকের দুটো পর্দাঢাকা জানলা খুলে
কতজনকে হাত- ডোবানো বৃষ্টি দিলে।
কত মুখের রোদের রেখা মুছিয়ে দিলে নীল রুমালে।

আমি ছাড়া অনেককেই তো অনেক দিলে।
চায়ের কাপে মিষ্টি দিলে হাসির থেকে
নকশাকাটা কাঁচের গ্লাসে সরবতে সুখ মিশিয়ে দিলে।
নখের আঁচড় কাটতে দিলে ডালিমবনে
দাঁতের ফাঁকে লাল সুপুরি ভাঙ্গতে দিলে।

আমি ছাড়া অনেককেই তো অনেক দিলে।
একটা জিনিস দাওনি কেবল কাউকে তুমি
আলমারিটার ঝুলন চাবি।

শূন্যতাকে রঙীন করার সাম্পু সাবান
সায়া শাড়ীর ভাঁজের নিচে
একটা ছোটো কৌটো আছে।
তার ভিতরে ভোমরা থাকে।

সে ভোমরাটি সকল জানে
কোন্ হাসিতে রক্ত ঝরে ঠিক অবিকল হাসির মতো

BANGLADARSHAN.COM

সে ভোমরাটি সকল জানে
কোন রুমালে কান্না এবং কোন আঁচলে বুকের ক্ষত
দেয়ালজুড়ে বিকট ছায়া ভাবছো বুঝি অন্য কারো?
কার ছায়াটি কিরূপ গাঢ় সে ভোমরাটি সকল জানে।

আমায় কিছু লিখতে হবে
লিখতে গেলে ভোমরাটি চাই।
তোমার ঘরের আলমারিটার ঝুলন- চাবি
আমায় দেবে?

BANGODARSHAN.COM

বলো

---- বলো

১

কে ডাকল? দরজা খুলি। কেউ নেই। পাতাবাহারের
ডালে- ডালে লুটোপুটি হাওয়ার হাসির খিলখিল।
হঠাৎ তোমার মুখ। বুকভর্তি দুপুরের খাঁ খাঁ।
বলো, কেন ভাঙলে নির্বাসন?

২

নিজের ব্যথার ছুঁচে নিজে আমি সেলায়ে- সেলায়ে
নকশি কাঁথার মতো। চতুর্দিকে প্রাণের প্রাণীর
প্রাত্যহিক দিনলিপি। প্রত্যেকের নিশ্বাসে- প্রশ্বাসে
মুহূর্তে- মুহূর্তে কাঁপা। একেই কি বলে সংলগ্নতা?

৩

উত্তরবঙ্গের জল, স্বদেশে ভাসানো বন্যজল!
রিলিফের নৌকো, দেখতে এত সাধ? সর্বস্ব হারানো
এক বাটি অন্নে নুয়ে, এ দৃশ্যে তো খল খল হেসেছ অনেক।
আর কোন ধ্বংসদৃশ্য, বলো, দেখে জিঘাংসা জুড়োবে?

৪

উড়ছে খরার ভস্ম উত্তরভারতে। ট্রেনে ট্রেনে
নিদ্রাহীন দেখে ক্লিষ্ট যার চোখ, সে কবিকে বলো
কিছু লিখে দিতে। জানি। প্রতিবেশী তারাও জানুক
কত খরা মুছে মুছে ছিড়ে গেছে আমাদেরও আঁচলের পাড়।

৫

শীতের পোশাকহীন বালিকার নগ্নশরীরের
হিহি কাঁপা, এই দৃশ্যে মানুষের দিনলিপি পড়ে নেওয়া যায়।

BANGODARSHAN.COM

মাইকেলএঞ্জেলো এত গড়ে গেল পাথরে- পাথরে,
তবুও মানুষ তাঁর ভাস্কর্যের চেয়ে ঢের ম্লান রয়ে গেল।

৬

মেঘ- পঞ্চায়েত থেকে রিলিফের দুর্গত অঞ্চলে
রোদের কম্বল, থান, ত্রিপল কত কী পৌঁছে গেল।
ডাকবাকসে উপচে পড়ে খাম তবু, পোস্টকার্ড তবু।
অক্ষরের পরিবর্তে আর্তস্বর। বলো, কী লিখেছে?

৭

ডাকো, কাছে ডাকো, ডেকে বলো কী কী চাই।
বৃষ্টি চাও? বৃষ্টি পাবে জুঁই ফুল খসানো খরায়।
নাকি চাও কলমের কান্না মুছতে ব্লটিং পেপার?
শীতের চাদর? আমি কাঁথা বুনছি শোকের সুতোয়।

৮

মৃত্যু এসেছিল। তাকে একটু বোসো বলে সত্যবান
কাঠ কাটতে চলে গেল। আমিও তোমাকে সেইভাবে
চেয়ার এগিয়ে দিয়ে চলে যাবো চিরন্তন শিমূল- ছায়ায়।
তুমি কী সাবিত্রী হবে? ভালোবাসা? বলো, শুনে বাঁচি।।

BANGODARSHAN.COM

লোকসংগীত

---- এক মুঠো রোদ

লোকসংগীতে মেলে জীবনের ভাষা
মানুষের কথা শুনি লোকসংগীতে
নির্ভীক কোনো কবিকণ্ঠের গান
ম্রিয়মাণ মন জাগায় আচম্বিতে।

ফুলে ফলে জলে তরঙ্গায়িত দেশ
গ্রীষ্ম বর্ষা শরতে কি শোভা মাখে,
দরদী বোনেরা ভাইকে বিজয়ী করে
যমের দুয়ারে কাঁটা দেয় লাখে লাখে।

লাজবতী বৌ দু'বেলা উপোসে ধুঁকে
স্বামীকে মাতায় খুশীর অন্নদানে
অনাহারী চোখে কত রাত জননীও
শিয়র জেগেছে পুত্রের কল্যাণে।

অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ পাঁজর জুড়ে
কত যে কামনা মাণিকের মতো গাঁথে,
দেহ মন ভাঙে তবু প্রচণ্ড আশা
জীয়নকাঠির স্পর্শে হৃদয় পাতে।

লোকসংগীতে নতুন সূর্য দেখা
নতুন আলোক ভরে যায় প্রাণে মনে
সুখের গানের ভরসায় চোখ তুলে
অশ্রুর দানা ঝরে পড়ে জাগরণে।

লোকসংগীতে বিপুল অঙ্গীকার
জীবনকে চেনো জীবনকে আরো জানো,

BANGLADARSHAN.COM

এই যে স্বার্থসিদ্ধির চোরাবালি
এই যে পাথর নিষ্ঠুর হাতে ভাঙো।

লোকসংগীতে স্বর্গসুখের সাধ।
কঁকিয়ে কান্না নিশ্চুপ নির্বাক।
ঘর বাঁধবার বিদ্রোহী আছো নাকি?
আকাশ- পাতাল দুকূল ছাপানো ডাক।

আবহমান কে বুনেছো সোনার ধান?
কে রূপনারায়ণে দিয়েছো অথৈ পাড়ি?
মাটির দেয়াল কে গেঁথেছো গাঁয়ে গাঁয়ে?
কে তাঁত চালাও বোনো রামধনু শাড়ী?

একসুরে তালে কথা কও কথা কও
ভয়কণ্ঠে তোলো তো জয়োল্লাস,
কৃষ্ণচুড়ায় বসন্ত জেগে আছে
সে- কথা শুনতে কান পাতে মরা ঘাস।

লোকসংগীতে বিদীর্ণ মরা মাটি
সমুদ্রে ওঠে সীমাহীন কলতান,
বন্দীশালায় বাউলকণ্ঠ জলে
মনের আগল ভেঙে পড়ে খান্ খান্।

লোকসংগীত গভীর উজ্জীবন
কঁকিয়ে কান্না নিশ্চুপ নির্বাক
ঘর বাঁধবার বিদ্রোহী আছো কেউ?
আকাশে পাতালে আছড়ে পড়ে এ ডাক।

BANGLADARSHAN.COM

প্রার্থী (মুজফ্‌ফর আহমেদকে উৎসর্গ)

---- এক মুঠো রোদ

আমাকে একটু আলোক দাও: রোদ মাতাল ভোর
একটু দাও মুক্ত হাওয়া রুদ্ধশ্বাস এ বুকে,
আমি কী দেব, কি দিতে পারি তোমাকে শক্তিমান
তোমাকে দিই কখানা ভাঙা পাঁজরে যত জ্বালা।

আমাকে একটু বর্ষা দাও: দুমুঠো কাটি ধান
একটু দাও ফাল্গুনে রোদ আঁধার ঘোর ঘরে
আমি কী দেব, কি দিতে পারি তোমাকে মহাব্রতী
তোমাকে দিই কোটরাগত দুচোখে যত দাহ।

আমাকে একটু শক্তি দাও: শালের মতো ঋজু
একটু দাও সুখের ছোঁয়া খসা মনে
আমি কী দেব, কি দিতে পারি তোমাকে মহাপ্রাণ
তোমাকে দিই ঘৃণার ক্ষতে রক্তজবার ঝাড়।

আমাকে একটু শান্তি দাও: ফুলের মতো স্বাদ
একটু দাও অবসরের উদয়মুখী আশা।
আমি কী দেব, কি দিতে পারি তোমাকে জ্যোতির্ময়
তোমাকে দিই আকাশ মাটি কাঁপানো কণ্ঠস্বর।

BANGLADARS.COM

কী করে ভালোবাসবো

- - - - এক মুঠো রোদ

কী করে ভালোবাসবো বল কী করে ভালোবাসবো বল সখী,
মরুভূমির মতন যদি প্রাণের দাহে অহরহই জ্বলি,
হৃদয়ে যদি গভীর ক্ষত বালুচরের মতন গ্রাস করে,
কী করে ভালোবাসবো বল কী করে ভালোবাসবো বল সখী।

দগ্ধ যদি বুকের টানে আমার সব হাসিরা ঝরে যায়,
আমার সব সকাল আর রাত্রি যদি কাঁদনে ছলোছলো,
আমার সব সূর্যমুখী পাপড়ি ছিড়ে ধুলোয় যদি মেশে,
কী করে ভালোবাসবো বল কী করে ভালোবাসবো বল সখী।

আমার সুখ সাধের ঘরে পিদিম যদি না জ্বলে কোনোদিন,
আমার দূর মাঠের শেষে দুগোছা ধান না যদি পায় রোদ
আমার আম- মউল- স্বাদ হাওয়ায় যদি বারুদ- বিষ ছড়ায়,
কী করে ভালোবাসবো বলকী করে ভালোবাসবো বল সখী।

প্রতিটি অনাহারের রাতে সাপের ফনা ধারালো তলোয়ার,
প্রতিটি রোগশোকের দিনে বেদনা যেন শিকারী কোনো রাহু
প্রতিটি মরা মনের ডালে শুকনো সব কুন্দকলি কাঁদে,
মুক্তমাখা পাপিয়ারও সুখের গান শিকলে গাঁট বাঁধা।

কী করে ভালোবাসবো আজ কী করে ভালোবাসাবো বল সখী,
আঁধার - ঘোর আমার ঘরে যদি না কেউ বীরের মতো এসে
জ্বালিয়ে যায় আগুনে এই পাষাণপুরী মনের মণি- মানিক,
কী করে ভালোবাসবো তবে কী করে ভালোবাসবো বল সখী।

BANGLADARSHAN.COM

ওগো তুমি বলে দাও (শম্ভু মিত্রকে)

---- এক মুঠো রোদ

আহা! এই পৃথিবীতে উজ্জীবিত কত না সুন্দর
কত না সুন্দর এই পৃথিবীর অথৈ হৃদয়,
সূর্যোদয়ে কত শোভা কত শোভা গোধূলি সন্ধ্যায়
নক্ষত্র ব্যাপ্তির রূপ বিরহী গগনে উন্মুখর।

সুন্দর দেখেছি কত আশ্বিনে এবং অঘ্রাণে
কতদিন হেমন্তের হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়া চুলে,
কমিষ্ঠা কণ্ঠার চোখে কত দূর জীবনের সুর
সুন্দর দেখেছি কত রৌদ্রমুগ্ধ ফসলের ঘ্রাণে।

কত যে আলোর গানে একদিন দেশের যৌবন,
ফাঁসীর দড়িতে কত বুক পাতে আলোকিত প্রাণ,
শৃঙ্খলে ঝংকার ওঠে – হৃদয়ে কি আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম
অস্থিসার দেহে মনে প্রেমে প্রচণ্ড উন্মেষ।

আমি যে সুন্দর ভালোবাসি
সুন্দরের কাছে মুক্তি চাই।
আমার এ মরুভূমি- মন হৃদয়ের প্রচণ্ড দাহন
সুন্দরের সুখেই বিলাই।

আমি যে শান্তিকে ভালোবাসি
কোথায় শান্তির পারাবার?
ওগো তুমি বলে দাও তবে এ আঁধারে পথ পাবো কবে
আলোকের উদার ঝংকার।

ওগো তুমি বলে দাও
কোন পথে জাগবে জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

কোন পথে প্রাণের মিছিল মানুষে মানুষে দৃঢ় মিল
জীবনে নতুন স্বপন।

ওগো তুমি বলে দাও কতকাল পরে
আবার পাখির গান ফিরে পাবো আমাদের ঘরে।
আবার হৃদয় মন মুগ্ধ করে জীবন তন্ময়
আবার সন্ধ্যায় ভোরে কথাকাব্য ফিরে পাবো হাসিতে খুশীতে।

সমস্ত ক্ষতের মুখে একরাশ যন্ত্রণা সরিয়ে
সমস্ত দুঃখের দেশে বাঁচবার নিঃশ্বাস ছড়িয়ে
সমস্ত মায়ের মুখে স্নেহময়ী ছবি এঁকে এঁকে
আবার বসন্ত হাওয়া কথা কবে প্রতি ঘরে ঘরে –
জীবন শুকায়ে গেলে করুণাধারায় ভরে ভরে।

ভাঙা চোরা পথে পথে আবার নতুন সব সুর
নতুন উৎসব কিংবা শেষরাত্রে সেতারের দ্রুতস্পন্দ্য মীড়ে
সমস্ত বাংলার মাঠে ঘাটে ঘাটে উঠোনে দাওয়ায় নীড়ে নীড়ে
কচি কচি ঘাসে ঘাসে বধূর ব্যাকুল চোখে মুখে
শক্তিমান পুরুষের বিদ্যুতের মতো চেতনায়
মুক্তির আনন্দ মাতে – শতধারে উচ্ছল বর্ষায়।

ওগো তুমি বলে দাও মরণ শাসানো এই দিনরাত্রি থেকে
পুঞ্জ পুঞ্জ অমাবস্যা থেকে
কবে যে সুন্দর হবো কবে যে উজ্জ্বল হবো
শরতের নীলের মতন।

কবে যে রৌদ্রের মতো শান্তি দিয়ে সাজাবো পৃথিবী
পৃথিবীর বুক জুড়ে মুঠো সুন্দরের গান।
ওগো তুমি বলে দাও কতকাল পরে
দিকে দিকে আমাদের স্বর্ণচ্ছটা জীবন নির্মাণ।

BANGLADARSHAN.COM

অনির্বচনীয়

---- এক মুঠো রোদ

নীল তারার আকাশে কত গান যে গায় পাখি
কত যে পাখি সাগর- ছোঁয়া ডানায় রোদ ভরে
এখানে আসে – আমার কাছে আমার উঠোনেই
বধূর মতো কোমল দুটি করুণ চোখ তুলে।

বধূও আসে কাজল রাতে কাজলদিঘী জল
যখন ঢাকে চাঁদের মুখ কলমীবন ছুয়ে,
তখন আমি তাকাই শুধু তাকাই বহু দূর
তখন এই হৃদয় যেন হৃদয় কোনো গানের।

কেন যে গান- কেন যে সুর- কেন যে মন, হায়,
হাওয়ার মতো ভরিয়ে দেয় ধানের মিঠে মাঠ,
তবু যে কেন দু চোখে জল, বুকে যে কেন জ্বালা
জানিনে কেন তবুও ঠিক জীবনখানা নেই।

জীবন কই – জীবন বৈ – কেমনে বাঁচা যায়
বাঁচার স্বাদ, বাঁচার সাধ পিদিমে মেটে নাকো,
আরো যে চাই প্রাণের আলো – গানের – আত্মদানের
উজাড়- বিষ সন্ধ্যা ভোর আলোয় উন্মনা।

সে আলো জ্বালি – সে প্রাণে ঢালি মরণ অঙ্গীকার
সে ক্ষতবুক কিনার জুড়ে শিবির প্রতিরোধের।
আবার যবে আলোর দিনে হীরণ- শিহরণ,
সুখের ঘর গড়বে বধূ অনির্বচনীয়।

*****সমাপ্ত*****

BANGLADARSHAN.COM